NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন
EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ দুখিনী বর্নমালা মা আমার, রাঙান বোনের শোণিতেও

সন্দেশখালি, ভিডিয়োর পর এবার ভাইরাল অডিও বার্তা ৫

কলকাতা ২৪ মে ২০২৪ ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৪১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.5.2024, Vol.17, Issue No. 341, 8 Pages, Price 3.00

পুরনো স্মৃতি উস্কে ভোটের আগেই জ্বলে উঠল নন্দীগ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে উত্তপ্ত নন্দীগ্রাম। গভীর রাতে রক্ত ঝরেছে সোনাচূড়ায়। প্রাণ গিয়েছে বিজেপি কর্মীর। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উত্তপ্ত তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নন্দীগ্রাম। দোকানে-বাড়িতে ভাঙচুর, আগুন লাগানো হয়েছে। রাস্তায় গাছের গুড়ি ফেলে চলে বিক্ষোভ। পরিস্থিতি সামাল দিতে নেমেছে বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী। এর মধ্যেই কাঁথির জনসভা থেকে বদলার হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। লোকসভা ভোটের আগে পুরনো অশান্তির ছবি ফিরল নন্দীগ্রামে। মহিলা বিজেপি কর্মী রথিবালা আড়ির খুনের ঘটনার প্রতিবাদে সকালে নন্দীগ্রাম থানা ঘেরাও করে বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁদের নিশানায় থানার আইসি। অভিযোগ, খুনে অভিযুক্ত তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা থানায় আশ্রয় নিয়েছে। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে, গাছের গুড়ি ফেলে প্রতিবাদ করতে থাকেন তাঁরা। বেলা বাড়তেই অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়ে। একের পর এক বাড়ি-দোকানে আগুন ধরানো হয়েছে। বেশকিছু রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ। নন্দীগ্রাম, ভাঙাবেড়া সড়কে বিজেপির পথ অবরোধ ছিল। লাঠিচার্জ করে পুলিশ তা উঠিয়ে দেয়।পরিস্থিতি সামাল দিতে নামে বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী, র‍্যাফ। সোনাচূড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি দেবকুমার রায়-সহ কয়েকজন তৃণমূল কর্মীকে পুলিশ আটক করেছে। তমলুক ও কাঁথি লোকসভা ভোটের আগে বৃহস্পতিবারই ছিল শেষ প্রচার। এদিন সকালে শুভেন্দু অধিকারী কাঁথিতে জনসভা করেন। সেখান থেকেই বদলার হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতার কথায়, 'আমি ভূমিপুত্র। এই ঘটনার বদলা নেব।' বিজেপি কর্মীর খুনের ঘটনায় এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। সরাসরি নিশানা করেন তৃণমূলের সর্বভারতী সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। লেখেন, 'গতকাল ভাইপো নন্দীগ্রামে যে উস্কানি দিয়ে গিয়েছে তার প্রত্যক্ষ পরিণাম হচ্ছে এই রক্তপাত। পরাজয় নিশ্চিত বুঝে এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তৃণমূল।' যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ানের দাবি, 'বিজেপির হার নিশ্চিত। এটা বুঝতে পেরেই শুভেন্দু অধিকারী প্ররোচনা দিয়ে নন্দীগ্রামকে অশান্ত করছে।'

তৃণমূলকে গো ব্যাক স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ষষ্ঠ দফা ভোটের আগে রক্ত ঝরেছে নন্দীগ্রামে। প্রাণ গিয়েছে এক বিজেপি কর্মীর। জখম আরও অন্তত সাত জন। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ইতিমধ্যেই তাঁকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। বাকিদের চিকিৎসা চলছে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। এদিকে এরইমধ্যে এদিন বিকালে নতুন করে উত্তেজনার ছবি দেখা গেল নন্দীগ্রামে। তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে ঘিরে ধরে গো ব্যাক স্লোগান গ্রামবাসীদের। নন্দীগ্রামে যান রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ ভৌমিক, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যরা। তাঁদের দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মনসাবাজার এলাকার লোকজন। তৃণমূলের প্রতিনিধি দল মনসাবাজার এলাকায় এসে লোকজনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। কোন কোন দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যাঁরা হামলা চালিয়েছে তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় কী সবটাই জানার চেষ্টা করছিলেন। সূত্রের খবর, ঠিক সেই সময় মনসাবাজার লাগায়ো গ্রাম থেকে প্রচুর লোকজন বেরিয়ে আসেন। তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে উদ্দেশ্য করে তাঁরা গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকেন। তৃণমূলের দাবি, বুধবার ঘটনা পুরোটাই পারিবারিক বিবাদ থেকে হয়েছে। এর মধ্যে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। জোর করে রাজনীতির রঙ লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে।

রিপোর্ট চাইল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দীগ্রামে বিজেপির মহিলা কর্মীকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল নির্বাচন কমিশন। জেলা প্রশাসনকে অবিলম্বে ঘটনার রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। ষষ্ঠ দফায় আগামী ২৫ মে তমলুকে ভোটগ্রহণ। তার আগে খুনের ঘটনায় নন্দীগ্রামের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিজেপি মহিলা কর্মী খুনের ঘটনায় অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট চাইল কমিশন।

থানায় ঢুকে পুলিশকে ধমক শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার ভোট ৪৮ ঘণ্টা আগে জ্বলছে নন্দীগ্রাম। নন্দীগ্রামে বিজেপি কর্মীর মাকে খুনের অভিযোগকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উত্তপ্ত এলাকা। থানায় ঢুকে পুলিশকে ধমক দেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি অভিযোগ তোলেন, পুলিশ 'খুনি'দের সঙ্গে মিটিং করেছেন।এদিন থানায় ঢুকে পুলিশকে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'যারা খুন করেছে, আমাদের মাকে খুন করেছে, আপনারা খুনিদের সঙ্গে এক্ষুণি মিটিং করেছেন। খুনিদের সঙ্গে আপনার আইসি মিটিং করছেন। এফআইআর নম্বর দিন আগে। তারপর যাব।' এরপর থানা থেকে বেরিয়ে শুভেন্দুকে বলতে শোনা যায়, 'তৃণমূলের গুন্ডাদের পিটিয়ে সোজা করব। ১১টাকে ঘরছাড়া করেছি। বাকিগুলিকেও ঘরছাড়া করব। আমাকে চেনে না।'

কলকাতার মানুষ আপনার জামানত বাজেয়াপ্ত করবে
তাপসকে হুঁশিয়ারি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেষ দফায় ১ জুন ভোট তিলোত্তমায়। লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে বড় পদক্ষেপ নিয়ে বিজেপি যোগ দিয়েছেন এতদিনের তৃণমূলের সৈনিক থাকা ক্ষুব্ধ তাপস রায়। ফলে শেষ দফার নির্বাচনে সার্চ লাইটের আলোয় কলকাতা উত্তর লোকসভা। এদিকে ফুল বদলের পরে উত্তর কলকাতা আসন থেকেই বিজেপির টিকিটে লোকসভা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি। বৃহস্পতিবার সেই কলকাতা উত্তর কেন্দ্রেই নির্বাচনী প্রচারে খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো।

এতদিন উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, রাজ্যের নানা প্রান্ত দাপিয়ে বেড়ানোর পর বৃহস্পতিবার কলকাতা উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে তাপস রায়ের বাড়ির সামনেই সভা করেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিকেলে বউবাজারে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সামনে সুদীপ বন্দোপাধ্যায়ের সমর্থনে এই সভামঞ্চ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো চরম কটাক্ষের ভাষায় তাপস রায়কে বিদ্ধ করে বলেন, 'এখানকার প্রার্থীর বিরুদ্ধে আমি কিছু বলব না। চলে গেলে কেন? আমার পরিবারেও তো নানা ভাবে সমস্যা হয়। এই সুদীপ বন্দোপাধ্যায় তো জেলে গিয়েছিল। ইকনমি ক্লাস থেকে বিজনেস ক্লাসে গিয়েছিল বলে। কই দল ছেড়ে তো ও যায়নি। এই যে মদন মিত্র, ওকেও জেলে পাঠিয়েছিল। যদি কিছুই না থাকে তাহলে তুমি চলে গেলে কেন?'

এরই পাশাপাশি নাম না করে তাপস রায়কে মমতা মনে করিয়ে দেন, 'তিনবার জিতেছো। দলের প্রতীকে জিতেছ। আমার কাছে খবর ছিল গত এক বছর ধরে যোগাযোগ ছিল। আমি ওঁর সঙ্গে ছাত্র রাজনীতি করিনি। আমি অশোক দেবের সঙ্গে করেছি। কংগ্রেসে এদের আলাদা দল ছিল। সোমেন মিত্রের সঙ্গে ছিল। ও সুদীপ বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বার বার নানা নোংরা কথা বলেছে। আপনি সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স থেকে বাঁচতে বিজেপিতে গিয়েছেন। উত্তর কলকাতার মানুষ আপনার জামানত বাজেয়াপ্ত করবে।' এরপরই স্থানীয় মানুষজনের প্রতি তৃণমূল সুপ্রিমোর বার্তা, 'সুদীপ বন্দোপাধ্যায় পরের বার দাঁড়াবে কিনা জানি না। তবে এই বার সুদীপ বন্দোপাধ্যায়কে জেতান।'

এদিনের জনসভাতেও তৃণমূল সুপ্রিমোর গলায় শোনা যায় ওবিসি-সার্টিফিকেট নিয়ে হুঁশিয়ারির কথা। কেন্দ্রকে বিঁধে জানান, 'হঠাৎ করে বললেন ১৫ লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল। হবে না। সার্টিফিকেট থাকবে। গরমের ছুটি শেষ হয়ে গেলে আমরা উচ্চ আদালতে যাব। আমি জানি কীভাবে নিয়ম বদলাতে হয়। সঠিক করতে হয়। আপনি এ-তে খেলেছেন। আমি বি-তে খেলব। আপনি সি-তে খেলবেন। আমি জেড়ে খেলব। খেলা হবে।'

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি এই কলকাতা উত্তর কেন্দ্র নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিস্তর চাপানউতোর চলেছে। সুদীপের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে দেখা গিয়েছে দলের একাংশের নেতা-কর্মীদের। দলেরই কাউন্সিলর মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে কুণাল ঘোষ। একাধিক নাম নিয়ে বেড়েছে চাপানউতোর। এরই পাশাপাশি এদিন সুদীপকে পাশে নিয়ে অভয়বাণী দিতেও দেখা যায় মমতাকে। এদিনের সভায় সমেবত জনতার উদ্দেশে মমতার বার্তা, 'বৃষ্টি হলেও কিন্তু ভোট দেবেন। ঝড় হলেও দেবেন। ভয় দেখালেও দেবেন। সুদীপদা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলুন আপনি কেন চিন্তা করছেন! কিছু লোক আছে। কেউ তো কিছু বলবে। বলে যাক। যার যা ইচ্ছে বলে যাক। আপনার যা ইচ্ছা তা করে যান। তাহলেই দেখবেন ঈশ্বর ও আল্লাহ তেরে নাম সব কো সুমতি দে ভগবান।'

এদিকে মমতা যখন এ কথা বলছেন, তখন মঞ্চে হাজির ফিরহাদ হাকিম থেকে কুণাল ঘোষ, ফিরহাদ, কুণাল, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন মিত্র, শান্তনু সেন, পরেশ পালের মতো হেভিওয়েট সব তৃণমূল নেতারা। প্রকাশ্য সভা থেকে মমতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখা যায় সুদীপকেও। বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের সীমাহীন ব্যর্থতা দেশকে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যয়ের মুখে ফেলেছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য-সার্থকতা আমরা বারবার উল্লেখ করেছি। কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটাই প্রথম জনসভা। উত্তর কলকাতার এই সভা দিয়ে কলকাতার সভা শুরু করলেন তিনি। আগামীদিনে মমতা দেশ নেত্রীতে পরিণত হবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি।'

শনিবার সাগরে তৈরি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় রেমাল!

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাগরের বুকে শনিবারই তৈরি হতে পারে ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল'। বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে তেমনটাই জানাল আবহাওয়া দপ্তর। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের উপর যে ঘূর্ণাবর্ত ছিল, তা শক্তি বৃদ্ধি করে ইতিমধ্যেই নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম এবং তৎসংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর থেকে তা আরও উত্তর-পূর্ব দিকে সরে বর্তমানে পশ্চিম-মধ্য ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থান করছে। এই নিম্নচাপ অঞ্চল বৃহস্পতিবার আরও উত্তর-পূর্বে সরে গিয়ে শুক্রবার সকালের মধ্যে মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপে ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর পর এটি আরও উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে হতে শনিবার সকালে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে বলেই জানিয়েছে অফিস। আবহবিদেরা আরও জানিয়েছেন, নিম্নচাপ যদি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়, তা হলে তা আরও উত্তরে অগ্রসর হয়ে রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ বাংলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের কাছাকাছি প্রবল ঘূর্ণিঝড় হিসাবে আছড়ে পড়তে পারে। এই আবহে শুক্রবার এবং শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। শনিবার রাত থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে। রবিবার ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে প্রতি ঘণ্টায় ৮০ থেকে ৯০ কিলোমিটার বেগে ঘূর্ণিঝড় হতে পারে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে উপকূলবর্তী দুই ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে। যার রেশ থাকবে সোমবারেও। সোমবারে ঝোড়ো হাওয়ার বেগ কমলেও, ওই দিনও বৃষ্টিতে ভিজতে পারে সারা দক্ষিণবঙ্গ। যদিও উত্তরবঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের কোনও প্রভাব থাকবে না। তবে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বৃষ্টি হতে পারে ওড়িশার উত্তরের জেলাগুলিতে। ভিজতে পারে মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ মণিপুরের কিছু অংশও। এই পরিস্থিতিতে আগেভাগেই মৎস্যজীবীদের সাবধান করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। যাঁরা সমুদ্রে গিয়েছেন, তাঁদের বৃহস্পতিবারের মধ্যে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। মধ্য এবং দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে বৃহস্পতিবার থেকে এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে শুক্রবার থেকে মৎস্যজীবীদের যেতে বারণ করা হয়েছে। আগামী সোমবার পর্যন্ত জারি থাকবে নিষেধাজ্ঞা। পাশাপাশি ইতিমধ্যেই ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে আগেভাগেই পদক্ষেপ করতে শুরু করেছে রাজ্যের বিদ্যুৎ দফতর। উল্লেখ্য, আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগর, অর্থাৎ উত্তর ভারত মহাসাগরে তৈরি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণের জন্য একটি তালিকা প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নেয় আন্তর্জাতিক আবহাওয়া দফতর। ২০২০ সালে মৌসম ভবনের তরফে ১৬৯টি ঘূর্ণিঝড়ের তালিকা দেওয়া হয়। বর্তমানে বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত যদি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়, তা হলে তালিকা অনুযায়ী সেই ঘূর্ণিঝড়ের নাম হবে 'রেমাল'। এই নামটি ওমানের দেওয়া। আরবি এই শব্দের অর্থ 'বালি'।

সাংসদ খুনে বাংলাদেশ থেকে ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের আওয়ামী লিগের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম খুনের ঘটনায় সামনে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনজন। ঢাকা থেকে সৈয়দ আমানুল্লাহ, মুস্তাফিজুর এবং ফয়সাল আলি। এদের জেরা করে উঠে মিলেছে সাংসদ খুনের ঘটনায় 'মাস্টার মাইন্ড' হলেন আখতারুজাম্মান ওরফে সাহিন। জানা যাচ্ছে, আখতারুজাম্মান বর্তমানে মার্কিন নাগরিক। তাঁর মূল বাড়ি বাংলাদেশের ঝিনাইদহ এলাকার কোটচাঁদপুরে। অভিযুক্তের ভাই ওই এলাকারই মেয়র। মৃত সাংসদের সঙ্গে আখতারুজাম্মানের ব্যবসায়িক শত্রুতা ছিল। আর তা থেকেই এই খুনের পরিকল্পনা বলে মনে করা হচ্ছে। সঙ্গে এও জানা গিয়েছে, সাংসদ খুনের ঘটনায় যুক্ত প্রায় সাত জন। তার মধ্যে ছ'জনই বাংলাদেশি। অভিযুক্তদের তালিকায় নাম রয়েছে আখতারুজাম্মানের বান্ধবী শিলস্তি রহমান। খুনের আগে আখতারুজ্জামান নিজে কলকাতায় ফ্ল্যাটে পৌঁছন। সঙ্গে ছিলেন বান্ধবী শিলস্তি। আখতারুজ্জামান দেশে না ফিরে নেপালে গা ঢাকা দিয়েছে বলে দাবি গোয়েন্দাদের। এদিকে বাংলাদেশি পুলিশ সূত্রে খবর, আখতারুজাম্মান পাঁচ কোটি টাকার বিনিময়ে আমানুল্লাহ নামে এক সুপারি কিলারকে ঠিক করে।

দেবের কীর্তি প্রকাশ করলেন শুভেন্দু
দিনভর চললো হিরণ ও দেবের চাল পালটা চাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: তাঁর প্রযোজনা সংস্থা 'দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেনচার্স প্রাইভেট লিমিটেড' ৫০ লক্ষ টাকা নিয়েছিল 'আরণ্যক ট্রেডার্স'-এর থেকে। ছবি নির্মাণের পর সেই টাকা ফেরতও দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে সেখানে কোনও 'সন্দেহজনক' লেনদেন নেই। শুক্রবার দুপুরে সেই হিসাবের 'লেজার বই'-এর নথি প্রকাশ করে হিসাব দিলেন ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী তথা অভিনেতা দেব। একটি 'লেজার অ্যাকাউন্ট'-এর পৃষ্ঠা নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন তিনি। সেই পোস্টে দেব লিখেছেন, 'সিনেমার জন্য লগ্নি করেছিলেন। সিনেমা রিলিজের পর ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

তার পরেই নাম না করে ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়কে খোঁচা দিয়েছেন দেব। লিখেছেন, 'এই যে ডক্টরবাবু, আমার লেজার।' ঘটনাচক্রে, শুক্রবার সকালেই হিরণের বিরুদ্ধে আম আদমি পার্টি (আপ) নির্বাচন কমিশনে নথি দিয়ে দাবি করেছে, তাঁর 'ডক্টরেট' ডিগ্রিটি ভুয়ো। হিরণ অবশ্য পাল্টা বলেছেন, পিএইচডি-উত্তর গবেষণা কী ভাবে হয়, তা হয়তো অনেকের জানা নেই। তাই তাঁরা এ সব বলছেন।

উল্লেখ্য, এদিন সকালে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর এক্স হ্যান্ডলে কিছু নথি পোস্ট করে লেখেন, 'দেবের কীর্তি'। 'আরণ্যক ট্রেডার্স' নামে একটি সংস্থার লেজার অ্যাকাউন্টের হিসেব ছিল

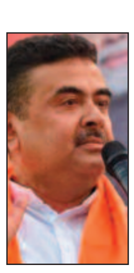

সেই নথিতে। তার উপরে ছিল অন্য একটি সংস্থার নাম। তার শুধুমাত্র 'ভেনচার্স প্রাইভেট লিমিটেড' অংশটি শুভেন্দুর পোস্টে দৃশ্যমান। পুরো নাম স্পষ্ট নয়। পরে দেবের পোস্টে তা স্পষ্ট হয়েছে। শুভেন্দুর পোস্ট করা লেজার অ্যাকাউন্টের তথ্য অনুযায়ী, 'আরণ্যক ট্রেডার্স' থেকে দেবের সংস্থার আইসিআইসিআই ব্যাংকের একটি অ্যাকাউন্টে ২০১৬ সালের ২৪ এবং ২৫ নভেম্বর ২৫ লক্ষ টাকা করে মোট ৫০ লক্ষ টাকা জমা পড়েছে। অন্য একটি জায়গায় দেখা যাচ্ছে, একটি ডায়েরির পাতায় হাতে লেখা 'দেব মোবাইল ৭২ হাজার টাকা' এবং 'দেব ঘড়ি ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা'। পাশেই একটি পাতায় ছাপানো অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা 'দেব মোবাইল অ্যান্ড দেব ওয়াচ'। ডায়েরির পাতায় উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের উল্লেখ রয়েছে ছাপা অক্ষরের পৃষ্ঠাটিতেও বৃহস্পতিবার দুপুরে দেবের পোস্ট করা লেজারে দেখা যাচ্ছে, ২০১৬ সালের নভেম্বরে ওই দু'দিনে তাঁর সংস্থার অ্যাকাউন্টে ২৫ লক্ষ করে মোট ৫০ লক্ষ টাকা ঢুকেছিল। পাশাপাশিই দেখা যাচ্ছে, ২০১৭ সালের ৩ এবং ১৩ নভেম্বর আরণ্যককে ২৫ লক্ষ করেই মোট ৫০ লক্ষ টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে গোরু পাচার মামলার তদন্তের সূত্রে দেবকে সিবিআই এবং ইডি ডেকেছিল। তিনি হাজিরাও দিয়েছিলেন। শুভেন্দু জানিয়েছেন, তাঁর পোস্ট করা ডায়েরির পাতা গোরু পাচার মামলার অন্যতম অভিযুক্ত এনামুল হকের। আবার হিরণের দাবি, 'আরণ্যক' এনামুলের সংস্থা। তবে দেব এই প্রশ্নও তুলেছেন, যে নথি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে থাকার কথা, তা শুভেন্দুর হাতে গেল কী করে? শুভেন্দুর পোস্টটি 'রিপোস্ট' করে হিরণ লিখেছিলেন, 'বিচার আপনাদের, সিদ্ধান্ত আপনার নিজের'। দুপুরে হিরণের পোস্ট উল্লেখ করেই নেওয়া-দেওয়ার লেজার প্রকাশ্যে আনলেন ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী দেব। যার মাধ্যমে তিনি অর্থকরী বিষয়ে নিজের 'স্বচ্ছতা'র বিষয়টিই তুলে ধরতে চেয়েছেন। তবে অনেকের মতে, দেব লেজার প্রকাশ করে এই তথ্যও প্রকারান্তরে মেনে নিলেন যে, তাঁর প্রযোজনা সংস্থায় 'আরণ্যক'-এর টাকা ঢুকেছিল। যদিও সেই টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেবের 'লেজার শো'-এর প্রেক্ষিতে বিজেপি পাল্টা কী দেয়, আপাতত অপেক্ষা তা নিয়েই।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নয়, বাঁকুড়ার মানুষ চায় উন্নয়ন

শুভাশিস বিশ্বাস

কেমন আছেন বাঁকুড়ার মানুষ, তা জানতে বাঁকুড়ার তালডাংরার পাঁচমুড়া গ্রামে গেলে মিলবে একটা স্পষ্ট ছবি। বাঁকুড়া জেলার টেরাকোটার ঐতিহ্য ধরে রেখেছে এই পাঁচমুড়া। পাঁচমুড়া গ্রামে তিনটি পাড়ায় বিভক্ত হয়ে বাস করেন ১০০ মৃৎশিল্পী পরিবার। বছরে বারো মাসের মধ্যে এগারো মাস কাজ চলে এই গ্রামে। বিরতি বলতে শুধু বৈশাখ মাস। তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে এই পাঁচমুড়ার শিল্পীদের রয়েছে কিছু চাওয়া পাওয়া। এদিকে গ্রামে প্রবেশ করার জন্য বানানো হয়েছে নতুন গেট। যদিও এই গেটে টেরাকোটার চিহ্নমাত্র নেই। চকচকে টালি বসিয়ে তৈরি এই গেট। কোথাও লেখাও নেই পাঁচমুড়ার নামও। পাঁচমুড়ার শিল্পীদের যথাযথ মান্যতা দেওয়া হচ্ছে কি না তা নিয়ে সন্দেহও প্রকাশ করতে দেখা যায় তাঁদের। পাশাপাশি, মৃৎশিল্পীদের একাংশ জানান, যোগাযোগ ব্যবস্থায় রয়েছে সমস্যা। কলকাতার সঙ্গে পাঁচমুড়ার যোগ বলতে একটিমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত বাস। ট্রেন ধরতে গেলে যেতে হয় বাঁকুড়া কিংবা বিষ্ণুপুর। ফলে অর্ডার সাপ্লাই থেকে শিল্প সরঞ্জাম কেনার ক্ষেত্রে সমস্যা বিস্তর। সঙ্গে মাথা চাড়া দিয়েছে জ্বালানি সংগ্রহের সমস্যা। আগে জ্বালানি সংগ্রহে জঙ্গলে যেতেন শিল্পীরা। কিন্তু জঙ্গলের জ্বালানি সংগ্রহ করা নিষিদ্ধ করে দেওয়ায় মাটি পোড়ানোর জ্বালানি মেলে না সহজে। এছাড়াও মাটির যোগানও অপ্রতুল। ফলে সরকারিভাবে খাদানের ব্যবস্থা করা হলে উপকৃত হবেন পাঁচমুড়ার শিল্পীরা, এমনটাই দাবি তাঁদের। পাঁচমুড়া বর্ধিষ্ণু গ্রাম হলেও রয়েছে রাতে পথবাতির সমস্যা। সোলার লাইট লাগানোর ফলে সারারাত জ্বলে না আলো। এমন না পাওয়ার ছবিটা ঊনিশ-বিশ হেরফের ধরা পড়ে বাঁকুড়া জুড়েই।

বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

সুস্থ আছেন কিং খান, জানালেন ম্যানেজার পূজা দাদলানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিজিটাল ডেস্ক বৃহস্পতিবার বিকেলে আহমেদাবাদের কেডি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন শাহরুখ খান। বুধবার সকালে অসুস্থ বোধ করায় তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল কিং খানকে। জানা গিয়েছে, তীব্র দাবদাহের জেরেই হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হন তিনি। তাঁর অসুস্থতার খবর প্রকাশ্যে আসতেই গত চব্বিশ ঘণ্টায় সোশ্যাল মিডিয়ায় একেবারে ঝড় বয়ে গিয়েছে! তবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও আপাতত চিকিৎসকদের সাবধানবাণী মেনেই চলতে হবে শাহরুখ খানকে।

জানা গিয়েছে, এদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই আহমেদাবাদ থেকে স্পেশ্যাল চার্টার্ড বিমানে মুম্বইয়ের উদ্দেশে উড়ে যাচ্ছেন বাদশা। যেহেতু ডিহাইড্রেশন হয়ে বুধবার সকালে বিপত্তি ঘটেছিল, তাই কিং খানকে আপাতত বিশ্রামে থাকার পরামর্শই দিয়েছেন ডাক্তাররা। এদিনই আবার বন্ধু জুহি চাওলা জানিয়েছেন, আগামী ২৬ মে ফাইনাল ম্যাচে উপস্থিত থাকবেন বাদশা। গত কয়েকটা দিন প্রবল ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে শাহরুখের। নাইট শিবিরের পাশে থাকতে গত সোমবারই ভোট দিয়ে আহমেদাবাদে পৌঁছেছিলেন। এদিকে আহমেদাবাদে এখন

তাপপ্রবাহ চলছে। তার জেরেই বুধবার অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাই বেলা বাড়তেই কালবিলম্ব না করে মাল্টি স্পেশ্যালিটি কেডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলিউড সুপারস্টারকে। হাসপাতালে শাহরুখের ভর্তি হওয়ার খবর শুনে এদিন বিকেলেই মুম্বই থেকে আহমেদাবাদে ছুটে গিয়েছেন স্ত্রী গৌরী খান। জানা গিয়েছিল, তীব্র গরমের জেরেই 'হিটস্ট্রোক' হয়েছে শাহরুখের। তবে বাদশার শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টায় তাঁর টিমের তরফে কোনও বিবৃতি জারি না করায়, অনেকেই সন্দিহান ছিলেন! শেষমেষ কিং খানের অসুস্থতা নিয়ে মুখ খুলেছেন তাঁর ম্যানেজার পূজা দাদলানি।

পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সেবক হাউসে ঢুকলেন মিশনের সন্ন্যাসীরা, শুরু হবে কাজও

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: ঘটনার চার দিন পর নিজেদের জমি 'ফিরে' পেলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা। বৃহস্পতিবার সকালে ভক্তিনগর থানার পুলিশ জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের নিয়ে 'সেবক হাউস'-এর দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, সকালে নতুন করে ওই জমির 'দখল' নেন সন্ন্যাসীরা। জানা গিয়েছে, এখন থেকে সেবক হাউসেই থাকবেন মিশনের সন্ন্যাসীরা। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার পুলিশ রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েক জন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে সেবক হাউসে ঢোকে। ছিলেন মিশনের আইনজীবীও। পুলিশ মূল ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকে প্রথমেই গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার পুলিশের উপস্থিতিতে নতুন করে সেবক হাউসের 'দখল' নেওয়া হয়। মিশনের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, কিছু দিন বন্ধ থাকার পর নতুন করে কাজকর্মও শুরু হবে এখান থেকে। আগামী কয়েক দিন সেবক হাউসে পুলিশি নিরাপত্তা থাকবে। সন্ন্যাসীদের সুরক্ষার কথা ভেবে সেখানে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী মোতায়েন করেছে জেলা প্রশাসন।

এ বিষয়ে মিশনের আইনজীবী বিশ্বব্রত বসু নন্দী বলেন, 'প্রশাসনের বিরুদ্ধে নই আমরা। মিশনের সাধারণ সম্পাদকও তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, প্রশাসনের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তদন্ত চলছে। আবার কাজকর্ম শুরু হবে। আশা করব, পুনরায় শান্তি বিঘ্নিত হবে না।'

উৎসাহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বুদ্ধ পূর্ণিমা পালিত উত্তরবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: বৃহস্পতিবার বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেশজুড়ে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পালিত হল দিনটি। বৃহস্পতিবার বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি শহরে শান্তির বার্তা দিয়ে শোভাযাত্রা বের হল। এদিন মহানন্দা পাড়ার বুদ্ধ ভারতী ও হায়দার পাড়ার বিদেষন ধ্যান আশ্রম যৌথভাবে একটি বড় শোভাযাত্রা বের করে। শোভাযাত্রাটি বিধান রোড, হিলকার্ট রোড পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রার মাধ্যমে বুদ্ধদেবের জীবন দর্শন তুলে ধরা হয় পাশাপাশি শিলিগুড়ি, বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফেও শুভযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রায় একশোর বেশি 'কঙগুর' নিয়ে ঘোরা হয়েছে। অন্যদিকে, এদিন সকাল থেকেই ভিড় উপচে পড়েছে তরিবাড়ির ইওয়াম ইন্ডিয়া বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রিতে। সকাল থেকেই সেখানে চলছে পুজার্চনা।

উৎসাহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মেটেলি ব্লকেও পালিত হল গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন। এদিন সামসিং গুম্বা লাইনের তাসী চৌহান গুম্ফা, চালসার মঙ্গলবাড়ি বস্তি গুম্ফা ও মহাবাড়ি গুম্ফায় নানান অনুষ্ঠান হয়। সকলের মঙ্গল ও বিশ্ব শান্তির জন্য প্রার্থনা হয়। সংলগ্ন এলাকায় বুদ্ধ ধর্মের মানুষ এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। বিকেলে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের ভিড় দেখা যায় গুম্ফা গুলোতে। প্রতি বছর আজকের দিনে র‍্যালি করা হলেও এবছর কোনও র‍্যালি করা হচ্ছে না। এদিন গুম্ফাগুলোতে বৌদ্ধধর্মের মানুষের ভিড় দেখা যায়।

বুদ্ধ পূর্ণিমায় সকাল থেকেই ডামডিমের মনাস্ট্রিতে প্রচুর ভিড় লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধ মূর্তি সহযোগে লামাদের একটি শোভাযাত্রা সম্পূর্ণ মঠ পরিক্রমা করে। সাধারণ ভক্তরাও এতে শামিল হন। শুধুমাত্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাই নন নানান ধর্মের মানুষেরা বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে এদিন মনাস্ট্রিতে ভিড় জমান। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় আরও বাড়তে থাকে। ভিড় নিয়ন্ত্রণে পুলিশের তরফে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল।

বন্দুকের বাঁটে প্রহৃত সিপিআইএম কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার পঞ্চসায়র থানা এলাকায় সিপিআই (এম) কর্মীকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এছাড়াও মহিলা সিপিআই (এম) সমর্থককে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বুধবার রাতের ঘটনা। সিপিআই (এম) সূত্রের খবর, বুধবার রাতে কলকাতা পুরসভার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ভগৎ সিং কলোনিতে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে। অভিযোগ, বাড়িতে চড়াও হয়ে সিপিআই (এম) কর্মীকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী। রাতেই পঞ্চসায়র থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন যাদবপুর লোকসভা আসনের সিপিআই (এম) প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। পুলিশ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে।

শ্যামবাজারে বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা ও র‍্যালি।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নয়, বাঁকুড়ার মানুষ চায় উন্নয়ন

প্রথম পাতার পর...

উন্নয়নের নিরিখে বাঁকুড়া যে এখনও বাকি রাজ্যের তুলনায় খানিক পিছিয়ে তা মানছেন তৃণমূলের নেতাদের একাংশও। তবে এর কারণ কেন্দ্রীয় সরকার না রাজ্য সরকার তা নিয়ে অবশ্য নির্বাচনী আবহে চাপানউতোর অব্যাহত। অনুন্নয়নকে 'হাতিয়ার' করেই একটা সময়ে মাওবাদী সক্রিয়তা বেড়েছিল বাঁকুড়ায়। তবে তা এখন অতীত। কিন্তু অনুন্নয়ন বর্তমান।

এদিকে বাঁকুড়া একসময়ে সিপিএমের গড় হিসেবে পরিচিত থাকলেও এখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে পদ্ম শিবির। বাঁকুড়ায় পদ্ম শিবিরের উত্থান ২০১৪ সালে। একদিকে যেমন রাজনীতিতে পা রেখেই তৃণমূলের মুনমুন সেন ন'বারের সাংসদ বাসুদেবকে হারিয়ে দেন সাড়ে ৯৮ হাজার ভোটে। অন্যদিকে, তৃতীয় স্থানে থাকলেও মোদি হাওয়া লাগে বিজেপির পালে। বিজেপির প্রার্থী সুভাষ সরকারের ঝুলিতে আসে ২০ শতাংশেরও বেশি ভোট। এরপর ২০১৯-এ প্রয়াত তৃণমূল নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে পিছনে ফেলে প্রায় ২৯ শতাংশ ভোট বাড়িয়ে প্রায় পৌনে দু'লাখ ভোটে জিতে বিজেপির সুভাষ এক নম্বর হন। তবে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়ার রুক্ষ মাটিতে ফের ফুটছে ঘাসফুল। লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে বাঁকুড়ার সাতটি বিধানসভাতেই পদ্মশিবির এগিয়ে থাকলেও ২০২১-এর নির্বাচনে তালড্যাংরা, রায়পুর এবং রানিবাঁধের দখল নেয় তৃণমূল। বিজেপির দখলে যায় বাঁকুড়া, ছাতনা, রঘুনাথপুর এবং শালতোড়া বিধানসভা।

এদিকে ২০২৪-এর নির্বাচনে বাঁকুড়ার প্রাক্তন জেলা সভাপতি অরূপ চক্রবর্তীর ওপর তৃণমূল ভরসা করছে কারণ বাঁকুড়ার রাজনীতিতে বরাবর বিজেপিকে 'চাপ'-এ রাখায় সফল অরূপ। অন্যদিকে পরপর তিনবার প্রার্থী বহিরাগত হওয়ায় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের ক্ষোভও তৈরি হয়। এবছর তাই বাঁকুড়ার 'ভূমিপুত্র' অরূপেই ভরসা রেখেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। উল্টোদিকে, এবারও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির প্রার্থী সুভাষের হাত ধরে খেলা দেখাতে চায় বিজেপি। আর নির্বাচনী লড়াইয়ে রয়েছেন বাম প্রার্থী নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত। আইনজীবী নীলাঞ্জন ছাত্রাবস্থা থেকেই বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। এখন সিপিএম এর আইনজীবী সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও। ২০১২ সালে বাঁকুড়ার তৎকালীন বিধায়ক কাশীনাথ মিশ্রের মৃত্যুতে বাঁকুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রার্থী হন নীলাঞ্জন। তৃণমূল জিতলেও দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন তিনি। তাঁর সম্বল বলতে বাঁকুড়া লোকসভায় গতবারের ৭.৩ শতাংশ ভোট।

একদা বামেদের গড় বাঁকুড়ায় এবার লড়াই দিতে কোমর বেঁধে নেমেছে বামেরাও। তাঁরা তুলে ধরছেন আমজনতার কথা। আর তা বলতে গিয়ে সামনে আসছে, গত দশ বছরে দেশের সংবিধান যে বিপন্ন সে ঘটনা। সঙ্গে রাজনীতির স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহারের ঘটনাও। তুলে ধরা হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষের ভয়াবহ অর্থনৈতিক অবস্থার ছবি। বিশ্বজুড়ে সব থেকে বেশি গরিব, নিম্নবিত্ত মানুষ থাকেন ভারতে। ঋণশোধ করতে না পেরে শুধু ২০২২ সালে ১.৭১ লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করেছেন, আর কর্পোরেটের ঋণমুকুব হয়েছে ১৫.২৩ লক্ষ কোটি টাকা। গত ৯ বছরে চালের দাম বেড়েছে ৫৬ শতাংশ, ডাল ১২০ শতাংশ, দুধ ৬১ শতাংশ। গরিব মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে ব্যাপকভাবে। স্বাধীনতার পর বেকারত্বের এমন তীব্রতা দেখেনি দেশ। ২০২২-২৩ দেশে বেকারত্বের হার ৭.৫ শতাংশ। করোনাতে ৭০ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দপ্তরে ১০ লক্ষের বেশি শূন্যপদ। সেখানে বছরে ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি চমক ছাড়া কিছুই নয়। শ্রমকোডের মধ্য দিয়ে শ্রমিকের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে সরকার। দেশে মহিলাদের অবস্থা ভয়াবহ। নারী নির্যাতনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের স্থান প্রথমে। ইলেক্টোরাল বন্ডের নামে যে দুর্নীতি হয়েছে তা দেশ এমনকি দুনিয়ার ইতিহাসে নজিরবিহীন। তাই বাম শিবিরের ধারনা, বাঁকুড়া জেলার মানুষ চাইছেন এই আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্থ তৃণমূল কংগ্রেস ও দেশকে ধ্বংসকারী বিজেপির বিরুদ্ধে বিকল্পের সন্ধান। চুরি, দুর্নীতি, ধর্ম, মন্দির, মসজিদ নয়, মানুষ চায় কাজ, খাদ্য, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার অধিকার।

তবে বিদায়ী সাংসদ প্রত্যয়ী তাঁর জয়ের ব্যাপারে। তাঁর কাছে এবারের লড়াইটা অনেক সহজ। গতবার 'হেভিওয়েট' প্রার্থী সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে হারিয়ে জয় ছিনিয়ে এনেছিলেন। এবার সেই পরিস্থিতি নেই। ফলে জয়ের ব্যবধান বাড়বে বলেই দাবি তাঁর। এদিকে অরূপও জানেন তাঁর লড়াই সহজ নয়। কারণ, বাঁকুড়া জানে রাজনীতি নয়, মুনমুন জিতেছিলেন তিনি 'মুনমুন সেন' বলে। তাঁর চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তায় ভর করেই ওই এক বার বাঁকুড়া দখলে আনতে পেরেছিল তৃণমূল। আর লোকসভা নির্বাচন মানে লড়াইটা আদতে মোদি আর দিদির মধ্যে। আর সেই কারণে বাঁকুড়াবাসীর মন শেষ মুহূর্তে ঠিক কোন খাতে বইবে তার হদিশ পাওয়া বড়ই কঠিন।

চিতাবাঘের চামড়া সহ গ্রেপ্তার ২ তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: মুর্শিদাবাদ থানার লালবাগে চিতাবাঘের চামড়া সহ গ্রেপ্তার দুই তৃণমূল নেতা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো এবং বহরমপুর উত্তর-দক্ষিণ রেঞ্জের বন দপ্তরের যৌথ অভিযানে মুর্শিদাবাদ থানার মতিঝিল পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন একটি বেসরকারি হোটেল থেকে লেপার্ডের চামড়া সহ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৮৮ সেন্টিমিটার লম্বা পূর্ণবয়স্ক একটি লেপার্ডের চামড়া। ধৃত দু'জনকে মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বন দপ্তর। তাঁদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের ৯, ৩৯, ৪০(বি) সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম সাবিরুল ইসলাম ও মাসারুল মণ্ডল। দু'জনের বাড়ি মুর্শিদাবাদ থানার গুধিয়া এলাকায়।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, নেপাল থেকে মুর্শিদাবাদে এল চিতাবাঘের চামড়া। ব্যবসার জন্যই চিতার চামড়া আনা হয়েছিল মুর্শিদাবাদে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে দু'জনকে লালবাগের একটি বেসরকারি হোটেলের রিসেপশন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ব্যাগ তল্লাশি করে মেলে একটি প্রপ্তবয়স্ক চিতাবাঘের চামড়া। এদিন ধৃতদের লালবাগ মহকুমা আদালতে হাজির করা হলে বিচারক চোদ্দ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ধৃত দুই ব্যক্তি এলাকায় পঞ্চায়েত স্তরের তৃণমূল নেতা হিসাবে পরিচিত। জেলা তৃণমূল নেতা অশোক দাস বলেন, 'অপরাধীদের পরিচয় অপরাধী। এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক রঙ না দেখে আইনের মাধ্যমেই বিচার হবে।'

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পানাগড় স্টেশনে। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে পানাগড় স্টেশনের দুই ও তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের আপ ও ডাউন লাইনের মাঝে এক ব্যক্তির ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ পরে থাকতে দেখেন যাত্রীরা। তাঁরাই রেল পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রেল পুলিশের কর্মীরা পৌঁছন। মৃতের নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি। অনুমান করা হচ্ছে, ভোররাতে কোনও দূরপাল্লার ট্রেনে চেপে যাওয়ার সময় ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে ট্রেনের তলায় পরে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় দেহ। যার কারণে মৃতের পরিচয় জানতে সমস্যা দেখা দিয়েছে। মৃতদেহ এক মাঝবয়সি পুরুষের বলে দাবি রেল পুলিশের। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২২/০৫/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৩৩২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Papia Halder (old name) D/o. Kshitish Das, W/o. Ashim Halder R/o. Mathpara, Mogra, Hooghly-712148, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Papia Das Halder (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Papia Halder & Papia Das Halder D/o. Kshitish Das, W/o. Ashim Halder উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Swaraj Halder.

Change of Name

I, **Pooja Sharma** D/o Lt. Mahadev Kumar Sharma & W/o Bijay Kumar Sharma, resident of Central Bank of India Building, First Floor, Kharida, PO : Kharagpur, P.S : Kharagpur (Town), Dist. : Paschim Medinipur PIN-721301, W.B. Shall henceforth be known as **PUJA SHARMA** as declared In the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class; Midnapore vide affidavit No 10827 dated 23/04/2024. That **POOJA SHARMA** and **PUJA SHARMA** both are same and identical person.

NOTICE

I, hereby certify that Saravan Singh is my client and he intents to fide nomination as a candidate to 18 Basirhat, North 24 Parganas West Bengal and I also hereby mentain due details at pending case against Saravan Singh.

Criminal Case: (Not convicted)
Case No: Sonarpur P.S. Case No. 1705/2018
Status of Case: Pending
Section: 506/509/34 I.P.C.
Pending Case: Baruipur Sub divisional Case.

E.No. WB 248/2011
Mob: 9831786369
Sujit Manna (Advocate)
Mob. 9831786369
21.05.2024

বিজ্ঞপ্তি

In the 1st Court of the Civil Judge, (Jr. Div) Midnapore Dist-Paschim Medinipore
Ref:-T.S. Case No.-148/2022
Sri Madan Gopal Maity ... Plaintiff
VS
Rajkumar Das & others .... Defendants

এতদ্বারা জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, সাং- পালবাড়ী গনপতি নগর, থানা ও পোঃ- মেদিনীপুর এর অধিবাসী লক্ষন সিং পিতা- কালিপদ সিং মহাশয় কে অবগত করানো যায় যে, শ্রী মদন গোপাল মাইতি পিতা- ঁরাখাল চন্দ্র মাইতি, গ্রাম ও পোঃ-মোহাড়, থানা-সবং, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর বাদী হইয়া আপনার বিরুদ্ধে তপশীল বর্নিত সম্পত্তিকে কেন্দ্র করিয়া মাননীয় 1st Court of the Civil Judge, (Jr. Divn) Medinipore, Dist-Paschim Medinipur আদালতে Title Suit No. 148/2022 নম্বর মোকর্দ্দমাটি Suit Valued of Rs. 51/ - for declaration and injunction প্রার্থনায় উত্থাপন করিয়াছেন।

উক্ত মোকর্দ্দমা আগামী ইং 29th June 2024 তারিখে দিন ধার্য্য হইয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার আপত্তি দাখিলের প্রয়োজন থাকিলে উক্ত ধার্য্য দিন বেলা ১০ ঘটিকায় স্বয়ং অথবা নিযুক্ত উকিলবাবু দ্বারা উক্ত আদালতে হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আপনার অসাক্ষাতে আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

(A) Schedule Property
Dist-Paschim Medinipore, P.S.-Medinipur, Mouza-Mahatabpur, under Midnapore Municipality, J.L. No.-178, Khatiton No.-1676, R.S. Plot No.- 829, Baluchar- 0.0567 acre, L.R. Plot No.-2260 Present Bastu.

(B) Schedule Property
Dist-Paschim Medinipore, P.S.-Medinipur, Mouza-Mahatabpur, J.L. No.- 178, R.S. No.-4/1, R.S. Plot No.-829, L.R. Plot No.-2260

অদ্য সন ইং ২০২৪ সালের 16th April তারিখ আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারি করা হইল।

নিবেদন ইতি
অনুমত্যানুসারে
ঋীতু **শংকর, সেরেস্তাদার**
১ম সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন)
পশ্চিম মেদিনীপুর

CHANGE OF NAME

I, SEWNATH PRASAD S/O Late Jang Bahadur presently residing at H. No. 51/3, Sundia Village Road, P.O.- Kankinara, P.S.-Jagatdal, District- North 24 Parganas, PIN-743126 (West Bengal) do hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barrackpore dated 17.05.2024 that I lost my old PAN card bearing No. DYSPS0874K but in place of applying for duplicate PAN card, I applied for new PAN inadvertently and it was issued bearing No. DKUPP7366D. I want to retain my new PAN card and delete my earlier PAN card. Myself and my father's actual and correct name is SEWNATH PRASAD S/O LATE JANG BAHADUR and it is recorded in my Aadhar and new PAN card but inadvertently myself and my father's name was recorded as SHIBNATH PRASAD SHAW S/O JANGBAHADUR SHAW. My date of birth was also inadvertently recorded as 15/01/1957 in my old PAN card bearing No. DYSPS0874K in place of 01/01/1957.SEWNATH PRASAD S/O LATE JANG BAHADUR & SHIBNATH PRASAD SHAW and S/O JANGBAHADUR SHAW are the same, one and identical person.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী মোকাম চন্দননগর
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
চন্দননগর

এ্যাট ৩৯ কেস নং ৬৪। ২০২৩

দরখাস্তকারী-রুচিরা চক্রবর্ত্তী পিতা- মৃত জয়ন্ত চক্রবর্তী সাং কাঁটাপুকুর দক্ষিন, পোঃ ও থানা- চন্দননগর জেলা হুগলী, পিন- ৭১২১৩৬,

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র দরখাস্তকারীর পিতা জয়ন্ত চক্রবর্ত্তী ওরফে জয়ন্ত কুমার চক্রবর্ত্তী গত ইংরাজী ২৭-১১-২০২২ তারিখে পরলোক গমন করেন। উক্ত দরখাস্তকারীর পিতা তাহার জীবদ্দশায় ত্যক্ত রেখে যাওয়া এস.বি.আই চুঁচুড়া, আকন বাজার শাখা যাহা বর্ত্তমানে স্থানান্তরিত হইয়া এস.বি.আই, বড়বাজার চন্দননগর শাখায় 'পাবলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড' এ্যাকাউন্টে যাহার এ্যাকাউন্ট নং ১১০৫৫৪৫৮৬৬৯ টাকা ২৯,৯৬,৮০৪.৯৭ ইন্টারেস্ট সহ উক্ত টাকার উপর সাকসেশান সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন, উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে উপস্থিত ইহয়া কারণ দর্শাইবেন অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

এ্যাডভোকেট
রমেশ তেওয়ারী
চন্দননগর আদালত

সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট
আদালত, ২৩-৪-২৪

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী সত্যেন্দু সরকার, পিতা প্রয়াত মৃত্যুঞ্জয় সরকার, সাকিম ঃ ১৫০, জি.টি. রোড, বাবুঘাট, পোষ্ট অফিস ও থানা ঃ ভদ্রেশ্বর, জেলা ঃ হুগলী, অতিরিক্ত জেলা অবর নিবন্ধক অফিস **চন্দননগর, থানা ভদ্রেশ্বর,** ১৮ নম্বর জে.এল. ভূক্ত **গৌরাঙ্গপুর মৌজার এল.আর. ৪১৯ নম্বর খতিয়ান** ভূক্ত (১) আর.এস. ৩৫৪ নম্বর দাগে তথা **এল.আর. ৩৮২ নম্বর দাগে ৬ কাঠা ৭ ছটাক ২৩ বর্গফুট বা কমবেশী ১০.৬৯৩ শতক কলাবাগান জমি এবং** (২) আর.এস. ৩৫৫ নম্বর দাগে তথা **এল.আর. ৩৮৩ নম্বর দাগে ১ কাঠা ৪ ছটাক ২২ বর্গফুট বা কবেশী ২.১১৬ শতক কলাবাগান জমির মালিকগন-(১) রবীন পাল,** পিতা প্রয়াত মদন মোহন পাল, সাকিম ঃ গৌরাঙ্গপুর, পোষ্ট ঃ বিঘাটী, থানা ঃ ভদ্রেশ্বর, জেলা ঃ হুগলী, **(২) শ্রীমতী সনকা কর্ম্মকার,** স্বামী সমীর কর্ম্মকার, পিতা প্রয়াত মদন মোহন পাল, সাকিম ঃ মালিয়াড়া, পোষ্ট ঃ বিঘাটী, থানা ঃ ভদ্রেশ্বর, জেলা ঃ হুগলী, **(৩) শ্রীমতী মঙ্গলা পাল,** স্বামী রামপদ পাল, পিতা প্রয়াত মদন মোহন পাল, সাকিম ঃ মালিয়া, পোষ্ট ঃ মালিয়া, থানা ঃ হরিপাল, জেলা ঃ হুগলী, **(৪) শ্রীমতী চায়না পাল,** স্বামী অজিত পাল, পিতা প্রয়াত মদন মোহন পাল, সাকিম ঃ আথালিয়া, পোষ্ট ঃ আটিসাড়া, থানা ঃ সিঙ্গুর, জেলা ঃ হুগলী এবং **(৫) শ্রীমতী বনমালা পাল,** স্বামী কৃষ্ণচন্দ্র পাল, পিতা প্রয়াত মদন মোহন পাল, সাকিম ঃ শিবরামবাটী, পোষ্ট ঃ বাসুবাটী, থানা ঃ সিঙ্গুর, জেলা ঃ হুগলী-এর নিকট হইতে চন্দননগর রেজিষ্ট্রী অফিসে ইংরাজী ২৬/০৬/২০২৩ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৬০৪০২১২৩ নম্বর আমমোক্তার নামা দলিল বলে তাহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার ঃ **শ্রী অরিত্র পাল,** পিতা শ্রী রবীন পাল, সাকিম ঃ গৌরাঙ্গপুর, পোষ্ট ঃ বিঘাটী, থানা ঃ ভদ্রেশ্বর, জেলা ঃ হুগলী-এর নিকট হইতে চন্দননগর রেজিষ্ট্রী অফিসে ইংরাজী ১৫/ ০২/ ২০২৪ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৬০৪০০৪৩৩ নম্বর দলিল মূলে ক্রয় করিয়াছি।

এই সম্বন্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ত্রিশ দিনের মধ্যে আমাকে আপত্তি দাখিল করুন।

Rizwan Shahid
Advocate
Chandernagore Court
Regn No. WB/433/1998

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৮৩১৯১৯৭৯১
৯৩৩১০৫৯০৬০
৯০০৭২৯৯৩৫৩
৯৮৭৪০ ৯২২২০

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৪ শে মে । ১০ ই জ্যৈষ্ঠ । শুক্র বার। প্রতিপদ তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টত্তরী শনি র মহাদশা, বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক-লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্বত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(কাজী নজরুল ইসলাম র ভুমিষ্ঠ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ২৪ মে ২০২৪ ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ শুক্রবার

ভোট গণনায় কারচুপির আশঙ্কা করছেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গণনায় কারচুপির আশঙ্কা করছেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। আগামী ৪ জুন গণনা কেন্দ্র ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে রিটার্নিং অফিসার ও মহকুমা শাসকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শাসকদল গণনার কাজ প্রভাবিত করার পরিকল্পনা করেছে বলে অভিযোগ তাঁর। গণনায় কারচুপির আশঙ্কা করে বুধবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে টুইটও করেছেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। নির্বাচন কমিশনে অভিযোগের পাশাপাশি তিনি ওই লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত জেনারেল পর্যবেক্ষকের কাছে অভিযোগ জানিয়ে চিঠিও পাঠিয়েছেন। বৃহস্পতিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, গণনার দিন কারচুপি করতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস। গণনায় কারচুপির আশঙ্কা করেই তিনি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগও জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, রিটার্নিং অফিসার ও মহকুমা শাসক শাসকদলের বিধায়ক ও পুরপ্রধানদের গণনা কেন্দ্রে ঢুকিয়ে গণনার কাজ প্রভাবিত করতে পারে।

তাঁর আরও অভিযোগ, তৃণমূল প্রার্থীর এক ঘনিষ্ঠ ক্যাটারিং ঠিকাদার বিল্টু লাহিড়ি যাতে গণনা কেন্দ্রে ঢুকতে না পারে, সেটা কমিশনকে দেখতে বলা হয়েছে। মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগসাজশ করে ওই ঠিকাদার রান্নার কাজে দুষ্কৃতীদের ঢোকানোর চেষ্টা করবে বলে অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর। নির্বাচন কমিশনের কাছে তাঁর দাবি, রান্নার জায়গা গণনা কেন্দ্রের বাইরে করা হোক। তাঁর দাবি, ২০২১ সালে আই প্যাক রিটার্নিং অফিসার, মহকুমা শাসক ও বিডিওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরদের গণনা কেন্দ্রে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে তিনি জানতে পেরেছি, আইপ্যাকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিডিও এবং মহকুমা শাসক ফের এই ধরনের কাজ করার চেষ্টা করছে।

হোয়াটস অ্যাপে খুনের হুমকি অর্জুন সিংকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খুনের হুমকি দিয়ে এবার ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংকে হোয়াটস অ্যাপে ম্যাসেজ পাঠাল এক দুষ্কৃতী। ওই ম্যাসেজে উল্লেখ, আগামী ২৯ মে-র মধ্যে বিজেপি প্রার্থী নিজেকে বাঁচিয়ে নিক। অন্যথায় কাহানি শেষ। এমনকী বিজেপি প্রার্থীকে গুলি করে খুন করার হুমকিও দেওয়া হয়েছে সেই ম্যাসেজে। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে টুইট করে হুমকির বিষয়ে জানান বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এমনকী টুইটে তিনি হুমকির ভয়েসও পোস্ট করেছেন। টুইটে তিনি নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ কমিশনারকে পদক্ষেপ নিতে বলেছেন। খুনের হুমকি দিয়ে ম্যাসেজ নিয়ে তিনি রাজ্যের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

হিরণের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল আপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণের সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী দেবের বাকযুদ্ধের আবহে অনুঘটের কাজ করতে দেখা গেল আম আদমি পার্টিকে। আম আদমি পার্টির তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, হিরণের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য ঠিক নয়। আর সেই কাণেই তাঁর প্রার্থীপদ খারিজ করার দাবিও তোলা হয় আপের তরফ থেকে। কারণ, হলফনামায় হিরণ উল্লেখ করেছেন, রুরাল ডেভেলপমেন্ট বা গ্রামোন্নয়ন নিয়ে পিএইচডি করেছেন তিনি। এরপর ২০২৩ সাল থেকে খড়গপুর আইআইটি-তে গবেষণা করছেন হিরণ। এখনও রিসার্চ ফেলো হিসেবে আছেন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে হলফনামাতে।

সূত্রে খবর, নির্বাচন কমিশনে স্মারকলিপি দিয়ে ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রার্থীপদ খারিজের দাবিও জানানো হয়েছে আম আদমি পার্টির তরফ থেকে। এই ঘটনায় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে আপ নেতা অর্ণব মৈত্র অভিযোগ করেন, হিরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত যে তথ্য জমা দিয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুয়ো। তিনি নিজেকে খড়গপুর আইআইটির একজন পোস্ট রিসার্চ স্কলার দেখিয়েছেন। এদিকে আরটিআই করে আপ নেতারা জানতে পেরেছেন যে আইআইটি খড়গপুরে এরম কোনও পদে নেই হিরণ চট্টোপাধ্যায়। এমনকী মেঘালয়ের সিএমজি ইউনিভার্সিটি থেকে হিরণ পিএইচডি করেছে বলেও জানিয়েছেন। এই সিএমজি ইউনিভার্সিটি বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে সার্টিফিকেট দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি আপের। শুধু তাই নয়, এই ইউনিভার্সিটি থেকে ইডি তদন্ত করে ১৩ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছিল বলেও জানিয়েছে তারা। সঙ্গে আপের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, যদি হিরণের কাছে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ থাকে তাহলে তা তুলে ধরার কথাও বলেছেন ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণকে।

এই প্রসঙ্গে হিরণ জানান, পিএইচডি না করলে তো পোস্ট পিএইচডি করা যায় না। এইটুকু জ্ঞান যাদের নেই, তাদের সম্পর্কে আমি কী কথা বলব। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে হিরণ বলেন, 'কিছু বলার থাকলে সোজা কোর্টে চলে যান। আইন আইনের পথে চলবে। আমি তো মানুষের জন্য কাজ করছি।'

সৌগত-সায়ন্তিকার সমর্থনে কামারহাটিতে পদযাত্রা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শেষ দফায় আগামী পয়লা জুন দমদম লোকসভা কেন্দ্র এবং বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। দলীয় দুই প্রার্থীর সমর্থনে বৃহস্পতিবার বিকেলে পদযাত্রা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।। এদিন দমদম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায় ও বরানগর কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনের প্রার্থী অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে কামারহাটি পুরসভা লাগোয়া রথতলা মোড় থেকে তিনি পদযাত্রা শুরু করেন। বিটি রোড ধরে সেই পদযাত্রা সিঁথির মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এদিন পদযাত্রায় সামিল হলেন দুই প্রার্থী সৌগত রায় ও সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রীকে একঝলক দেখতে এদিন বিটি রোডের দু'ধারে অসংখ্য মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে হাত নাড়ান। মুখ্যমন্ত্রীও সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর পদযাত্রা ঘিরে এদিন কামারহাটির রথতলা মোড় থেকে সিঁথির মোড় পর্যন্ত নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, দমদম কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী সৌগত রায়ের সমর্থনে বুধবার খড়দা ও পানিহাটিতে জোড়া জনসভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৌজন্যের রাজনীতিতে দেব 'দেবাদিদেব', কটাক্ষ কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন এনামুল হকের কোম্পানি থেকে গরু পাচারের টাকা ঢুকেছে দীপক অধিকারী অর্থাৎ দেবের অ্যাকাউন্টে। এরপর দেব সাংবাদিকদের নিজেই জানান, শুভেন্দু অধিকারী যে নথি পোস্ট করেছেন তা ইডি-সিবিআই-এর কাছে ছিল। সঙ্গে এ প্রশ্নও করেন, একজন পোড় খাওয়া রাজনীতিক কীভাবে তা জনসমক্ষে তুলে ধরলেন তা নিয়েও। সঙ্গে এ খবরও মিলছে, এই নিয়ে তিনি নাকি বিজেপি নেতাকে হোয়াটস অ্যাপও করেছিলেন। এই বিষয়টি জানতে পেরেই তৃণমূলের তারকা প্রচারক কুণাল ঘোষের প্রথম প্রতিক্রিয়া, 'দেব সৌজন্যের রাজনীতিতে দেবাদিদেব।' প্রসঙ্গত, বিরোধীদের আক্রমণের মুখে নিজেকে স্থিতধী রাখার ঘটনায় আগে দেবকে 'চৈতন্যদেব'বলেও উল্লেখ করেছিলেন কুণাল। এবার বললেন 'দেবাদিদেব'।

এ প্রসঙ্গে বলতেই হয়, বঙ্গ রাজনীতিতে দেব যে সৌজন্যের রাজনীতি করেন এটা নতুন নয়। একাধিকবার বিরোধী দলের প্রার্থী তাঁকে আক্রমণ শানালেও তিনি হয় উত্তর দেননি নয়তো হেসে বিষয়টিকে উড়িয়ে দিয়েছেন। সাম্প্রতিক রাজনীতিতে এমন উদাহরণের তালিকা দীর্ঘ। কখন দেখা গিয়েছে তাঁর উদ্দেশ্যে যে বিজেপি কর্মী 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিয়েছেন, তাঁকে জড়িয়ে ধরেছেন, কখনও আবার বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে গদ্দার বলায় বিপক্ষে গিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীরও। এই নিয়ে কুণালের কম কটাক্ষের শিকার হতে হয়নি তাঁকে।

তবে বৃহস্পতিবার শুভেন্দুকে মেসেজ করায় দেবকে খোঁচা মারতে দেখা গেল কুণালকে। কুণাল বলেন, 'দেব সৌজন্যের রাজনীতি করেন। ওনাকে কেউ আপত্তিকর মন্তব্য করলেও দেবের নীতি হল মেরেছ কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না? শুনলাম শুভেন্দুকেও হোয়াটস অ্যাপ করেছেন। কারোর মনে হয়েছে শুভেন্দু অধিকারী আক্রমণ করার পরও ওনাকে হোয়াটস অ্যাপ করা যায়, ওদের মধ্যে যদি সেই সম্পর্ক থাকে।'

এখানেই শেষ নয়, কুণাল কটাক্ষ করে এও বলেন, 'সকলের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ওর। প্রেম বিলিয়ে বেরায়।'

জগদ্দলে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ এক যুবক। মার্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে জগদ্দল জেটি ঘাটে। জানা গিয়েছে, পাড়ার এক বন্ধুর সঙ্গে নিয়ে বুধবার বিকেলে জগদ্দল জেটি ঘাটে স্নান করতে নামে ভাটপাড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের আটচালা বাগান রোডের বাসিন্দা হায়দার আলি (২২)। বন্ধুর চোখের সামনেই জলের তীব্র স্রোতে গভীর জলে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হন ওই যুবক। কিন্তু হায়দারের নিখোঁজের ঘটনাটি পাড়ায় গিয়ে কাউকেই জানায়নি তাঁর ওই বন্ধু। নিখোঁজ যুবকের দাদা পারভেজ আলম জানান, স্নান করতে নেমে ভাই গঙ্গায় ডুবে গিয়েছে। সেই ঘটনা ওর বন্ধু বিজয় রাজভর পুরো চেপে গিয়েছিল। রাতে ভাই বাড়ি না ফেরায় বৃহস্পতিবার সকালে খোঁজ করতে গিয়ে গঙ্গার ঘাটের সিঁড়িতে ওর জামা-প্যান্ট পড়ে থাকতে দেখা যায়। নিখোঁজ যুবকের পড়শি সেলিম আকতার জানান, সিসিটিভি ক্যামেরায় হায়দারকে গঙ্গার ঘাটে দেখা গিয়েছে। অথচ ওর বন্ধু বাড়িতে ফিরে কাউকেই ঘটনাটি জানায়নি। ডুবুরি নামিয়ে নিখোঁজ যুবকের খোঁজ চলছে। এদিকে পুলিশ নিখোঁজ যুবকের বন্ধুকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

এনআইএ-র সুপার বদলির মামলায় আদালতে ধাক্কা খেল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনী আবহে আদালতে ধাক্কা তৃণমূল কংগ্রেসের। কেন্দ্রীয় সংস্থা এনআইএ-র সুপার পদমর্যাদার আধিকারিককে বদলি করার আর্জি জানানো হয়েছিল তৃণমূলের তরফে। তবে এই আবেদনে হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে এক্তিয়ার নেই বলেও জানিয়েছে আদালত।

প্রসঙ্গত, এনআইএ সুপার ধনরাম সিং-এর ভূমিকা প্রশ্ন তুলেছিল শাসক দল। তারা দাবি করেছিল, গত ২৬ মার্চ ধনরাম সিং-এর বাড়িতে গিয়েছিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র সিং। এরপরই তাঁকে বদলি করার আর্জি জানানো হয় তৃণমূলের তরফ থেকে। এই ঘটনায় আদালতের পর্যবেক্ষণ, তৃণমূল চাইলে কমিশনের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করতেই পারে। ধনরাম সিং-এর বদলি চেয়ে প্রথমে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল। সেখানে সুরাহা না মেলায় মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার ছিল সেই মামলার শুনানি। সেখানে এনআইএ দাবি করে, তদন্ত থেকে বাঁচতে এই ধরনের পদক্ষেপ করছে অভিযুক্তরাই। পাশাপাশি আদালতে কমিশন জানায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের বদলি তাদের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। তাই কোনও হস্তক্ষেপ করবে না আদালত। উল্লেখ্য, তৃণমূল তরফ থেকে দাবি করা হয় যে, গত ২৬ মার্চ নিউ টাউনের একটি আবাসনে ধনরাম সিং-এর বাড়ি যেতে দেখা গিয়েছে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র সিং-কে। একইসঙ্গে সেখানে এসপি-কে সাদা খামে করে টাকা দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। জিতেন্দ্র যে এনআইএ আধিকারিকের বাড়িতে গিয়েছিলেন তার সিসিটিভি ফুটেজও তৃণমূলের কাছে আছে বলে দাবি করেছিল শাসক দল।

রিজেন্ট পার্কের আবাসন থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রিজেন্ট পার্কের আনন্দপল্লির একটি আবাসনের দ্বিতীয় তলা থেকে উদ্ধার হল যুবকের দেহ। রিজেন্ট পার্ক থানা সূত্রে খবর, মৃত যুবকের নাম তমোঘ্ন সেন। বছর আঠাসের তমোঘ্নের বাড়ি শিলিগুড়িতে। তবে কলকাতার ফ্ল্যাটে তিনি একাই থাকতেন। পরিবার থাকে শিলিগুড়িতে। বৃহস্পতিবার সকালে পরিচারিকা যখন বাড়িতে কাজে যান, তখন দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় তমোঘ্ন পড়ে রয়েছেন ঘরে। এরপরই খবর দেওয়া হয় স্থানীয় এবং সংশ্লিষ্ট থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। এরপরই তমোঘ্নকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ যে ঘরে তমোঘ্নর রক্তাক্ত দেহ পড়েছিল সেই ঘর থেকে মদের বোতল উদ্ধার করে। প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন, পুরুষ হলেও তমোঘ্ন এলাকায় মহিলাদের পোশাক পরে ঘুরতেন। এলাকায় কারও সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। নিয়মিত মদ্যপান করতেন। তবে নাচগান করতে ভালোবাসতেন বলে প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন। তমোঘ্নর মৃত্যুর পিছনে কী কারণ থাকতে পারে, তা খতিয়ে দেখছে রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ।

বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের সমর্থনে প্রচারে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। ছবি: অদিতি সাহা

কবি সুভাষ-দক্ষিণেশ্বর রুটে মেট্রো বিভ্রাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাতসকালে কবি সুভাষ-দক্ষিণেশ্বর রুটে মেট্রো বিভ্রাট। বিভিন্ন স্টেশনে দীর্ঘক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে রেক, এমনটাই সূত্রের খবর। এর ফলে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের। এদিকে এই ঘটনায় মেট্রোর তরফ থেকে দাবি করা হয়, সিগন্যালিংয়ের সমস্যার জন্য সাময়িকভাবে মেট্রো লেটে চলছিল। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকালে ময়দান মেট্রো স্টেশনে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়। এর ফলে অটোমেটেড সিগন্যাল পরিষেবাতে সমস্যা হয় এবং কিছুক্ষণের জন্য আপ এবং ডাউন দুই লাইনেই পরিষেবা থমকে যায়। পরে ম্যানুয়াল সিগন্যাল ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিষেবা সচল করা হয়। এদিকে যাত্রীদের একাংশের দাবি, মেট্রো ধীর গতিতে চলছিল।

সূত্রে এ খবরও মিলেছে, এদিন সকাল ৭টা ৩৬ মিনিটে যে মেট্রোটি শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে ছাড়ে তা রবীন্দ্র সদনে পৌঁছয় নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে। এই প্রসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, 'ট্রেনগুলো একটু ধীরে চলছিল। কোনও সময় ট্রেন বন্ধ হয়নি। পাওয়ার ট্রিপের জন্য সিগন্যালিংয়ে সমস্যা হয়েছিল। আর সেই কারণে ট্রেন চলাচল ধীর গতিতে হচ্ছিল। ৮.৫০ নাগাদ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যায়।'

এদিকে মেট্রোর এই সমস্যার কারণে অনেকেই বিকল্প হিসেবে বাস নেন। ফলে বাসগুলিতে ছিল ঠাসা ভিড়। স্বাভাবিকভাবেই নাজেহাল কলেজ যাত্রী থেকে অফিসযাত্রীরা। এদিন বুদ্ধ পূর্ণিমা। সরকারি অফিস ছুটি থাকলেও একাধিক বেসরকারি অফিস খোলা। অনেকেই অফিসে যাওয়ার জন্য সকাল সকাল বেরিয়েছিলেন। কিন্তু, মেট্রো লেটে চলায় গন্তব্যে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে অনেকেই সমস্যার মুখে পড়েন।

শনিবার থেকে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। আবাহওয়া দপ্তর অফিস সূত্রে খবর, শনিবার থেকেই আসতে চলেছে ঝড়বৃষ্টি। ভিজতে চলেছে রাজ্যের তিন জেলা। সেই সঙ্গে উত্তাল হতে চলেছে সমুদ্র এবং রয়েছে জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কাও।

হাওয়া অফিসের মতে, ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার বৃষ্টি হতে পারে এই তিন জেলাতে। সেই সঙ্গে এই তিন জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে, সতর্ক করেছে আলিপুর। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে, সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

পাশাপাশি, রবিবার ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায়, ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার বৃষ্টি হতে পারে এই তিন জেলাতে। এই তিন জেলায় ৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় বা তার বেশি গতিবেগে ঝোড়ো বাতাস বইবে।

দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা-সহ নয় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ- সহ মাঝারি বৃষ্টি এবং ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। জেলাগুলির তালিকায় রয়েছে উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, নদিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়াতে। বাকি জেলাগুলিতেও ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে।

এর পাশাপাশি সোমবারও কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়ায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়ায় ৬০-৭০ কিমি/ ঘণ্টা বেগে ঝড় বইতে পারে।

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে ৬০-৭০ কিমি/ ঘণ্টা বেগে ঝড় বইতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় ৪০-৫০ কিমি/ঘণ্টা বেগে ঝড় বইতে পারে। বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। এদিকে দুর্যোগের আবহে ২৩ তারিখ থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে।

ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে আদালতের রায়ে তোপ অভিষেকেরও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশ মানেন না বলে বুধবারই জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার ভাঙড়ের সভা থেকে মুখ খুললেন অভিষেক। তুললেন অভিসন্ধিরও অভিযোগ। সরাসরি অভিষেক বললেন, 'এ ঘটনা নিতান্তই কাকতালীয় নয়।' সরাসরি বিচারব্যবস্থা, বিচারপ্রক্রিয়াকে নয়, বিচারপতিকে আক্রমণ করে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন অভিষেক। ভাঙড়ের সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, একটা নির্দেশে রাতারাতি সংখ্যালঘু ভাইবোনেদের সঙ্গে একাধিক তফসিলিদের ওবিসি রিজার্ভেশন হাইকোর্ট কেড়ে নিয়েছে। এরপরই তিনি বলেন, যে বিচারপতি শুভেন্দুকে রক্ষাকবচ দিয়েছিলেন, তিনিই সংখ্যালঘু ভাইবোনদের সংরক্ষণ কেড়ে নিয়েছেন। এই ঘটনা কাকতালীয় নয়।

প্রসঙ্গত, ওবিসি শংসাপত্রেও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ ২০১০ সালের পর থেকে রাজ্যের যাঁরা ওবিসি সার্টিফিকেট পেয়েছেন, সেই সব শংসাপত্র বাতিলের নির্দেশ দেন। অভিষেকের বক্তব্য, 'যে বিচারপতি শুভেন্দুকে রক্ষাকবচ দিয়েছেন, তিনিই শংসাপত্র বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন।'

সম্পাদকীয়

দুষ্ট জনেরা কবির ভাবনাগুলি কেটেছেঁটে স্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যবহার করছেন

ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক বক্তব্য আমাদের কাছে স্পষ্ট। তিনি ধর্মে আস্থাবান, ধর্মের বিকৃতিতে, আচারসর্বস্বতায়, আগ্রাসী ভঙ্গিতে আস্থাবান নন। 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে তিনি স্মরণ করেছেন, ফরাসি বিপ্লব, মেক্সিকোর বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, স্পেন বিপ্লবে বিদ্রোহীরা প্রচলিত ধর্মের জাড্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। যে হিন্দু মুসলমানকে ম্লেচ্ছ মনে করে, যে মুসলমান হিন্দুকে কাফের মনে করে, সেই হিন্দু-মুসলমানের ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন না হলে সমস্যার সমাধান অসম্ভব। ধর্ম মানুষকে সঙ্কীর্ণ করে দেয়। সঙ্কীর্ণতা কোন পর্যায়ে যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথও কী তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক কারণে আক্রান্ত হতে পারেন, তার উদাহরণ এই ধর্মান্ধ আন্দোলনের তীব্রতার মধ্যেই পাওয়া যায়। ১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মোহাম্মদী পত্রিকার এক লেখক প্রবেশিকার বাংলা পাঠ্য বিষয়ে নানান রকম প্রতিবাদ জানান। যে সব রচনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, তার মধ্যে রবীন্দ্র রচনাও ছিল। 'পূজারিণী' কবিতায় অজাতশত্রু পৌত্তলিকতা প্রচার করেছেন, গান্ধারীর আবেদনে ধৃতরাষ্ট্র অধর্মের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন, 'বিচারক' কবিতায় রঘুনাথ রাওয়ের অচলেছি করিতে যবন নিপাত/ জোগাতে যমের খাদ্যদ অত্যন্ত আপত্তিকর। ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ জানালেন, এর পর কি মুসলমানেরা প্যারাডাইস লস্ট-এর আর্চফিল্ড, শেক্সপিয়রের লেডি ম্যাকবেথের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করবে? মার্চেন্ট অব ভেনিস-এ ইহুদিদের বার বার কুকুর বলা হয়েছে, অতএব ওই নাটক ত্যাজ্য? এই সমালোচকেরা কি বোঝেন না যে, সাহিত্যের পাত্রপাত্রীর মতামত লেখকের নয়, সেই পাত্রপাত্রীরই? এ ভাবেই যুগ যুগ ধরে স্বার্থান্বেষীর দল সাম্প্রদায়িকতার ছিদ্র অন্বেষণে ধর্মের মোহে আচ্ছন্ন থেকেছেন। দুষ্ট জনেরা কবির ভাবনাচিন্তাগুলি কেটেছেঁটে আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে ব্যবহার করে চলেন। রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গী করে বাঙালি সমাজের অনেকাংশের কাছে পৌঁছনোর সহজ পথটিকে রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা স্বাভাবিক ভাবেই বেছে নিয়েছেন। তবুও হিন্দুত্ববাদীদের হাতে পড়ে রবীন্দ্রনাথের নাকাল দশার হাত থেকে উদ্ধার পেতে আমাদের বেশ কিছু প্রবন্ধ সাহায্য করবে। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল; 'ইংরাজ ও ভারতবাসী', 'ইংরাজের আতঙ্ক', 'সুবিচারের অধিকার', 'অবস্থা ও ব্যবস্থা', 'ব্যাধি ও প্রতিকার', 'হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়', 'লোকহিত', 'স্বরাজসাধন', 'বৃহত্তর ভারত', 'হিন্দুমুসলমান' প্রভৃতি। ধর্মান্ধতা নিয়ে তিনি কী বলতে চেয়েছেন, তার জন্য উক্ত প্রবন্ধগুলিই আমাদের পথপ্রদর্শক।

জন্মদিন

আজকের দিন

বাচেন্দ্রি পাল

১৯৫৪ বিশিষ্ট পর্বাতরোহী বাচেন্দ্রি পালের জন্মদিন।
১৯৫৫ বিশিষ্ট সুরকার রাজেশ রোশনের জন্মদিন।
১৯৬৫ বিশিষ্ট সাংবাদিক রাজদীপ সরদেশাইয়ের জন্মদিন।

দুখিনী বর্নমালা মা আমার, রাঙান বোনের শোণিতেও

শান্তনু রায়

'ভাত বেড়ে রাখো, মা আমি আসছি' মাকে এই কথা বলে দিদির শাড়ী পরে ছুটে গিয়েছিলেন সত্যাগ্রহে ষোড়শী এক তরুনী -আগেরদিন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সাথে ছোট বোন এবং ছোট ভাই। আর ফেরা হয়নি। পুলিশের বেয়নেটের আঘাতে আহত বোনকে বাঁচাতে গেলে গুলি ছুটে আসে তাঁর দিকে। ষোলো বছরের ঐ তরুনী কমলা ভট্টাচার্য, আদিবাড়ি শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণ। দেশভাগের বলি হয়ে পরিবারের সাথে কাছাড়ে আসেন। বৃহত্তম গণতন্ত্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সদা তৎপর আরক্ষাবাহিনীর গুলি সেদিন নিরীহ নিরস্ত্র সম্পূর্ন অহিংস সত্যাগ্রহী কমলার চোখ ভেদ করে মাথার খুলি চুরমার করে দিয়েছিল। সেটা১৯৬১ সালের ১৯শে মে; স্থান আসামের শিলচর। ঘড়ির কাঁটায় তখন আনুমানিক সময় বেলা তিনটে। রচিত হল মাতৃভাষার জন্য সংগ্রামের এক অনন্য অভূতপূর্ব ইতিহাস, পৃথিবীর প্রথম নারী ভাষাশহীদ হলেন নিবেদিত প্রান এক ষোড়শী বঙ্গ তরুণী। তেষট্টি বছর আগে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে কবির জন্মদিন পালনের দিন দ'শেকের মধ্যেই জ্যৈষ্ঠের দিনে যে ভাষার জন্য রক্ত ঝরেছিল সে আমার মাতৃভাষা বাংলা। ১৯শে মে। দেশের নির্বাচনী যুদ্ধে সোমবার পঞ্চম দফার ভোটে এরাজ্যের সাতটি লোকসভা কেন্দ্রের ভোটদাতারা মতদান করেছেন। ভোট যুদ্ধের এ উত্তেজনার মাঝে হয়ত এ বঙ্গে অনেকের খেয়াল নেই যে ১৯ মে বাংলা ভাষার এক মস্ত গরিমার দিন — হয়ত অহংকারেরও।

হয়ত এ বাংলার জনমানস এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে আজও সম্যক ওয়াকিবহাল নাও থাকতে পারে কিন্তু এই দিনটিও বাংলা ভাষার গৌরবের সগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যদিও এ বাংলার জনসাধারণকে মাতৃভাষার জন্য কোন সংগ্রামে যেতে হয়নি, কিন্তু ঐ দিনটিতেই এই স্বাধীন ভারতবর্ষেরই উত্তর পূর্বাঞ্চলে এক রাজ্যে এই বাংলাভাষার দাবিতে এগারোটি তাজা প্রান চলে গিয়েছিল বাংলা ভাষা-বৈরি এক নির্বাচিত সরকারের পুলিশের গুলিতে। ঐ একাদশ শহীদের বাকী তাঁর শহীদ দশ সহযোদ্ধা হলেন — চন্ডীচরন সূত্রধর, হিতেশ বিশ্বাস, শচীন্দ্র পাল, কুমুদ রঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, বীরেন্দ্র সূত্রধর, তরনী দেবনাথ, সত্যেন্দ্র দেব,কানাইলাল নিয়োগী এবং সুকোমল পুরকায়স্থ। ঐ ঘটনায় পুলিশের লাঠি আর বেয়নটের আঘাতে আহত হয়েছিলেন প্রচুর, যার মধ্যে ছিলেন কমলার ছোট বোন মঙ্গলা — আহত এবং সংজ্ঞাহীন মঙ্গলার হাসপাতালে জ্ঞান ফেরে একমাস পরে কিন্তু বাকী জীবন তাঁকে মানসিক রুগী হিসেবে কাটাতে হয়। ফলত ঐ পরিবারটির অবস্থা হয় ছন্নছাড়া।

প্রসঙ্গত ১৮৭৪ সালে চা সহ কৃষিজ এবং প্রাকৃতিক গ্যাস, তৈল ও ক্ষনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাভাষী শ্রীহট্ট (সিলেট) কে বঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করেন তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক সুবিধার্থে এবং আসামকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাই দুঃখ করে লিখেছিলেন — মমতাবিহীন কালস্রোতে/বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে/ নির্বাসিতা তুমি/ সুন্দরী শ্রীভূমি। কিন্তু ১৯৪৭ এ স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য বঙ্গবিভাগের সময় বাংলাভাষী শ্রীহট্টকে আসাম থেকে বিযুক্ত করে আসামে অসমীয়া আধিপত্য কায়েম করার লক্ষ্যে অসমীয়া নেতাদের চক্রান্তে শ্রীহট্টে গণভোট করান হয়। কারন ইতিমধ্যেই আসামের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হুঙ্কার দিয়ে রেখেছেন — আসাম কেবলমাত্র অসমীয়াদের জন্য, যদিও আসাম প্রথম থেকেই প্রকৃতপক্ষে বহুভাষাভাষী প্রদেশ ছিল। এখানে উল্লেখ্য আসামের জন্য শ্রীহট্ট এবং শ্রীহট্টবাসীদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে বারংবার। একবার আসামের রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের সাথে যুক্ত করা হয়, পরে আবার অসমীয়া উগ্রজাতিবাদের কাছে আত্মসমর্পন করে চক্রান্তমূলক ভাবে একে আসাম থেকে বিযুক্ত করে দেওয়া হয় যাতে ঐ অঞ্চল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়। (বিস্তারিত আলোচনার পরিসর এখানে নেই)। যাহোক বিতর্কিত ঐ গণভোটের ফলাফল অনুযায়ী শ্রীহট্টের সুরমা উপত্যকার চারটি মহকুমা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যুক্ত হয়। বাকী অংশ বরাক উপত্যকা হিসাবে আসামের সঙ্গে থাকে যা কাছাড়, হাইলাকান্দিও করিমগঞ্জ জেলা হিসাবে আজ পরিচিত। এই বরাক উপত্যকাই হচ্ছে নির্বাসিতা বাংলা যা বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন নামেও খ্যাত। কিন্তু এভাবে কৌশলে সিলেটকে বিচ্ছিন্ন করেও অসমে অসমীয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা হলনা, দেখা গেল তারা মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ'র মত (৩০ শতাংশ), কারণ বরাক ও ব্রহ্মপুত্র এলাকায় বিপুলসংখ্যক বাংলাভাষাভাষীর বাস যাদের অধিকাংশই ভূমিপুত্র। তখন শুরু হল জোর করে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে প্রশাসনের মদতে বঙ্গাল খেদাও আন্দোলন। যা একবার হল ১৯৫২-এ, তারপরে আবার ১৯৫৫ এ। সব দেখেও কেন্দ্রীয় সরকার ছিলেন নিশ্চুপ ।

এর মধ্যে ১৯৬০ সালের এপ্রিলে আসাম কংগ্রেস কমিটি অসমীয়া ভাষাকে রাজ্যের একমাত্র সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং এরপর শুরু হয় আবার সেই হিংস্র বঙ্গালখেদা আন্দোলন এবং ব্যাপক দাঙ্গা। প্রায় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি বাঙালিকে প্রানের দায়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়। বাঙ্গালিদের প্রচুর ঘরবাড়ি লুন্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। সারাদেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ১৯৬০ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে কোলকাতায় শোকদিবস পালিত হয়,অসমীয় বর্বরতার প্রতিবাদে সব সরকারি বেসরকারি অনুষ্ঠান বন্ধ থাকে। কিন্তু ২৪শে অক্টোবর আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহার (যিনি এর আগে নিজের নির্বাচন কেন্দ্র থেকে পরাজিত হয়ে স্তোকবাক্য দিয়ে শিলচর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে মুখ্যমন্ত্রী হন) উত্থাপিত প্রস্তাব অনুসারে আসাম বিধানসভায় আইন পাস করে ঘোষণা করা হয় যে আসামে সরকারি ভাষা হবে অসমীয়া এবং বাঙালি সহ সবাইকে পড়তে হবে অসমিয়া ভাষায়। এই ঘোষনার প্রতিবাদে গর্জে উঠল বরাক উপত্যকার বাঙ্গালিরা। গঠিত হয় ভাষা সংগ্রাম পরিষদ। সর্বাত্মক ধর্মঘট ডাকা হয়। ১৯শে মে ১৯৬১ শিলচর রেল স্টেশনে অবরোধ আরম্ভ হয় ভোর থেকেই। হাজার হাজার মানুষের অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর বেলা তিনটে নাগাদ উপর্যুপরি সতের রাউণ্ড গুলি চলে অতর্কিতে। রক্তরাঙ্গা কৃষ্ণচূড়ায় শোভিত শিলচর রেল ষ্টেশন জ্যৈষ্ঠের সেই প্রাক অপরাহ্নে তাজা তরুন শোণিতে স্নাত হয়েছিল। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নয়জনের, আহত অজস্র; পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় আরো দু'জনের। ঘটনার পরেই সারা শহরে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। খবর পেয়ে পুর চেয়ারম্যান মহীতোষ পুরকায়স্থ এবং শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ একটি এম্বুল্যান্সে করে ঘটনাস্থলে আসেন। ঐ এম্বুল্যান্সে করেই ছজনকে হাসপাতালে পাঠান হয় কিছু আহতের প্রাথমিক চিকিৎসা চলে সতীন্দ্রমোহন দেবের বাড়িতে। আহতদের ভিড়ে শিলচর সিভিল লাইন হাসপাতাল উপচে পড়ে। সারা দেশ জুড়ে এই ঘটনায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ঘটনাচক্রে সেদিন তৎকালীন আসামের শিলং এ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরু। এ ব্যাপারে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। পরদিন ২০শে মে ১৪৪ ধারা অমান্য করে ঐ একাদশ শহীদের দেহ নিয়ে শিলচরে চল্লিশহাজার (কারো কারো মতে পঞ্চাশ হাজার) মানুষের শোক মিছিল হয়, যার অগ্রভাগে ছিলেন শিলচর পৌরসভার চেয়ারম্যান মহীতোষ পুরকায়স্থ, প্রভাস সেনমজুমদার, সন্তোষমোহন দেব এবং তারাপদ ভট্টাচার্য এবং আরও অনেক বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এবং শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে পুষ্প স্বক পাঠালেন প্রায় অশীতিপর বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত যিনি শেষজীবন কাটিয়েছেন শিলচরে। এরপর শিলচর শ্মশানে ঐ এগারোজন শহীদের শেষকৃত্য হয়, যেখানে আজও এগারোটি স্মৃতিস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে এবং তারপর তাঁদের চিতা ভস্মাধার ভাসান হয় বরাক নদীতে। শিলচরের গান্ধীবাগে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরনে নির্মিত হয়েছে মন্দিরের আদলে একটি শহীদ স্মৃতিসৌধ। ভেতরে মেঝের উপর এগারটি কৌটোয় এগার শহীদের স্মৃতিভস্ম আজও রক্ষিত আছে। তবে বীরের এই রক্তস্রোত বৃথা যায়নি। আজ বাংলা বরাক উপত্যকার সরকারি ভাষা এবং আসামের দ্বিতীয় রাজ্য ভাষা। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাজ্য সরকারের বাঙ্গালিদের প্রতি বৈরি মনোভাবের পরিবর্তন হল না। তাই গোপনে চতুরতার সঙ্গে বাঙ্গালিদের নিজের ভাষার উপর অধিকার খর্ব করার অসমীয়াকরণের প্রচেষ্টা অপ্রতিহতভাবে চলতে লাগল। সেকারনে ১৯৭২ সালের ১৭ই আগষ্ট গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র অসমীয়া মাধ্যমে কলেজ শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বলিত সার্কুলারের প্রতিবাদ করে প্রান দিতে হয় বিজন চক্রবর্তীকে এবং ১৯৮৬ ২১শে জুলাই আসাম মাধ্যমিক পর্ষদের স্কুলে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষালাভের অধিকার খর্বকারী এক সার্কুলারের প্রতিবাদ করে প্রাণ যায় জগন্ময় দেব এবং দিব্যেন্দু দাসের।

এখন অনেকেই অবগত যে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মাতৃভাষার দাবিতে কিছু তরুনের আত্মবলিদানের কাহিনী এবং ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর ঘোষণা অনুসারে প্রতি বছর ঐ দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে সারা বিশ্বে উদযাপিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর, বিশেষত ভারতবর্ষের বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে ১৯ মে দিনটিরও আলাদা গুরুত্ব ও গৌরবেব। এই দিনটি যেন আবার স্মরন করিয়ে দেয় যে ভাষার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। ভাষা জাতিসত্তার অন্যতম প্রকাশ। মাতৃভাষা যে কোন জাতির আত্মপরিচয়ের সগর্ব প্রকাশ। তাই ২১ শে ফেব্রুয়ারির পাশে থাকার ন্যযত দাবি ১৯শে মে'রও-দু'টি যে একই সূত্রে গাঁথা। কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের উচ্চারণে বলা যায়-বুকের রক্ত মুখে তুলে যারা মরে/ওপারে ঢাকায় এপারের শিলচরে/তারা ভালোবাসা-বাংলা ভাষার জুড়ি/উনিশে মে আর একুশে ফেব্রুয়ারি।

মনে রাখতে হবে এভাবে আসামের বাঙ্গালিরা বুকের রক্তের বিনিময়ে তাদের মুখের ভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষা করেছেন না হলে হয়ত আসামে বাঙালি এবং বাংলা ভাষা — কোনটারই অস্তিত্ব আজ থাকত না। যদিও বরাক উপত্যার মানুষেরা আজও সেখানে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় সতত আন্তরিকভাবে সচেষ্ট অসমীয়া ভাষার আধিপত্যের পরিপ্রেক্ষিতে। আজকের দিনটি স্মরণ করতে গিয়ে তাঁদের গর্ব ভরা অনুভব 'হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ, চেতনায় উনিশ'। ঐ অঞ্চলের বাংলাভাষীদের মাতৃভাষার জন্য দীর্ঘ সাংস্কৃতিক লড়াইকেও স্বীকৃতি দিয়ে কুর্নিশ না করে পারা যায় না। বিশ্বের প্রেক্ষাপটেও আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ'ভাষার যথেষ্ট গুরুত্ব অনুধাবনে এই ভেবে গর্ব করি যে বর্হিবিশ্বের প্রায় একশ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ আছে এই ভাষা পঠনপাঠনের জন্য, ইউনেস্কোর এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর মধুরতম ভাষা এবং ভাষাভাষীর সংখ্যা (৩০ কোটি) অনুযায়ী চতুর্থ বা পঞ্চম হিসেবে স্বীকৃত, তখন এ ভাবনাও কি একবার আসে না, যে এই ভাষা শহিদদের রক্তঋন আমরা আজ কতটা স্মরনে রেখেছি। মাতৃভাষার প্রতি যে মহৎ আবেগে বুক্তের রক্ত দিয়েছিলেন আমরা আজ তা কি আদৌ অনুভব করি, যথার্থ সম্মান করি।

বর্তমানে এও লক্ষ্যনীয় যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সামনে— ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। বিভিন্ন ভাষিক জনগোষ্ঠীর দ্বারা। এ রাজ্যে যেমন আছে হিন্দী আধিপত্যবাদের সর্বগ্রাসী আক্রমণ। এবং এই আক্রমণ কখন কখন হয় খুব কৌশলে, সুচারু ভাবে। আমরা অনেকে বুঝে না বুঝে আধুনিকতার মোহে প্রলোভনে ফাঁদে পা দিচ্ছি। এর সঙ্গে আছে অন্য কোন কোন ভাষাগোষ্ঠীকে অহেতুক এবং অন্যায্যভাবে গুরুত্ব প্রদানের মত প্রচেষ্টা, যাতে এটি আর বাংলা ভাষাভাষী রাজ্য না থাকে।

বাংলাদেশেও লক্ষ্য করা, যায় বাংলা ভাষায় উর্দু শব্দের বা ধর্মীয় অনুষঙ্গের ব্যবহার করার প্রবণতায় এক সন্তর্পন প্রচেষ্টা।

অন্যদিকে আসামের বরাক এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা ভাষাভাষীরা আজ অসমীয়া আধিপত্যবাদের সামনে অস্তিত্ব সঙ্কটে, যদিও কাছাড়সহ বরাক উপত্যকা এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল হিসাবে বহুপূর্ব থেকেই পরিচিত। অনেকের মতে শুধু সেখানে নয় সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে বাঙ্গালীদের স্থিতি ও যাপন যে বারবার অনিশ্চয়তার মুখব্যাদানে বাপকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনাবলীই আর প্রমান।

অনুপ্রবেশ অবশ্যই একটি সমস্যা, এটিও একটি বৃহৎ চক্রান্তেরই অংশ এবং চক্রান্তের টার্গেট আমাদের এই রাজ্যও। কিন্তু অনুপ্রবেশের অজুহাতে আসামের বাঙ্গালিদের উপর স্বাধীনতার পর থেকেই মাঝেমাঝেই অত্যাচার নেমে এসেছে, বারবার ভাষাগত দাঙ্গা করে উৎখাত করার চেষ্টা চলে আসছে। এ প্রসঙ্গে এর আগেও ১৯৫২ ও ১৯৫৫ সালের 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের কথা অনেকেই স্মরণ করতে পারবেন, যদিও বাঙ্গালীরাও সেখানকার ভূমিপুত্র এবং একসময় বাংলা নাকি আসামের সরকারি ভাষা ছিল।

বলাবাহুল্য ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে বরাকের এই ভাষা আন্দোলন এক অমর অধ্যায়, কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য যে ১৯শে মে বাংলা ভাষার জন্য রক্তরঞ্জিত ঘটনাটি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে কিঞ্চিৎ উপেক্ষিত ও বিস্মৃত অধ্যায়। আজও বিশেষ করে দুই বাংলায়ই যেন তেমনভাবে উচ্চারিত হয় না এই বাংলাভাষার জন্য একটি বিশেষ অঞ্চল যা একসময় বাংলারই অন্তর্ভুক্ত ছিল সেখানকার বাঙ্গালিদের রক্তস্নাত সংগ্রামের ইতিহাস। যাঁদের দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল — 'ভাষার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার'। এবঙ্গের সাহিত্যিকদের কলমেও বিশেষ স্থান পায় নি (ব্যতিক্রম ব্যতীত) বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষার দাবিতে এই রক্তস্নাত সংগ্রামের কাহিনী। দুঃখের হলেও সত্য যে ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস অন্যান্য জায়গার মত বরাক উপত্যকায়ও যথাযথ মর্যাদায় পালিত হলেও ১৯শে মে'র ইতিহাস বাংলাদেশে কোন এক অজানা কারনে অনুচ্চারিত থেকে যায়।

এই বঙ্গে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি আজ এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন — কিঞ্চিৎ বিপন্নও বটে। বলা নিষ্প্রয়োজন নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি উন্নাসিক অবহেলা বা হীনমন্যতাবোধ জাতি হিসাবে আত্মহননের সামিল। এটা খুবই বিস্ময়ের, বরাক উপত্যকার বাঙ্গালীদের মাতৃভাষার জন্য, নিজ সংস্কৃতি রক্ষার জন্য এই অনন্য সংগ্রাম এ রাজ্যের সাধারন বাঙ্গালিকে সেভাবে অনুপ্রাণিত করেনা নিজ সংস্কৃতির প্রতি যত্নবান হতে। চেতনায় থাকে না যে অন্য ভাষা শিক্ষা বা নিজেকে অন্য ভাষায় সড়গড় করা যেতে পারে — তবে তা নিজের ভাষা সংস্কৃতির বিনিময়ে নয়; একজন বাঙালির আপন ভাষা সংস্কৃতি চর্চার সাথে যে ভারতীয়ত্ব-এর বা তাঁর পেশাগত প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভের চেষ্টার যে কোন বিরোধ নেই এই উপলব্ধি অবশ্যই কাঙ্খিত।

বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলনও বারবার প্রমান করেছে যে একটি অঙ্গ রাজ্যের একটি বিশেষ অঞ্চলের বাঙ্গালিরাও নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় যত্নবান হলে নিজ রাজ্যের রাষ্ট্রীয় প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে কত দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যায়। আবার এও হয়ত অস্বাভাবিক নয় যে স্বভূমি হারানো আপন ভিটে মাটিচ্যুত বাঙালির অনুভবে মাতৃভাষাই কখন যেন মাতৃভূমির স্নেহশীতল আশ্রয়, আত্মসত্তার পরিচয়ের একমাত্র অবলম্বন হয়ে যায়। পরের রঙে রং মেলাতে ব্যস্ত এ বঙ্গের আত্মবিস্মৃত বাঙালির বিবেকে কি একবারও কষাঘাত করে না বরাকে মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে সত্যাগ্রহী নিম্ন অভাবী পরিবারের ঐ ষোড়শী মেয়েটির এবং আরও অনেক ভাষা শহীদের আত্মবলিদান এবং রুধিরস্রোত বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার দায় কাঁধে নিয়ে।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার, একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায় কেবল বাংলাদেশের বাঙ্গালিদের উপরে বর্তায় এমন ভাবনা ভ্রান্ত ও আত্মবিনাশী। নিজস্ব ভাষা চর্চার সাথে কেবলমাত্র যে আত্মমর্যাদাবোধের প্রশ্ন জড়িত তা নয়, ভবিষ্যত প্রজন্মের সুস্থ মূল্যবোধ উপলব্ধিতে, নীতিবোধ সঞ্চারনেও এর ঐতিহ্যগত ও সংস্কৃতিগত ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়।

অনেক হতাশার মাঝেও রুপোলি রেখা মাঝে মাঝে দেখা যায় কারণ বাংলা সংস্কৃতির অন্তসলিলা ফল্গুধারা প্রবহমান স্রোতটি সাময়িকভাবে হলেও প্রাণিত হয় উজ্জীবিত হয় এই ১৯শে মে স্মরণে। এত সমৃদ্ধ বঙ্গ সংস্কৃতির চালচিত্রের মধ্যেও শুধু বছরে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনপালনেই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা সীমায়িত থাকবে কিনা এবঙ্গের বাঙ্গালী অস্মিতার, এমন বিপন্ন সময়ে ঐ একাদশ ভাষা শহিদের মহান আত্মবলিদান স্মরনএই আত্মসমীক্ষাই দাবি করে। বোধ করি এই বোধের জাগরণই এই পুন্যদিবস যথার্থ পালন।

সেই বরাক নদী আজও বয়ে চলেছে নীরবে নিস্তব্ধে, একাকী। স্তব্ধ নদীর ঢেউয়ে যেন অনুরনিত হয়ে ওঠে শহীদের আত্মার আহ্বান... 'শোন ডাকে ঐ একাদশ শহিদেরা ভাই/দেরি নয় আর দেরি নয়। ... হবে জয় হবে জয়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

একদিন
আমার বাংলা
কলকাতা, ২৪ মে ২০২৪
৫

ভিডিয়োর পর এবার ভাইরাল অডিও বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: ভিডিয়োর পর এবার আবারও অডিও ভাইরাল হল সন্দেশখালি নিয়ে। অনেকের দাবি, ভাইরাল অডিয়োতে আরও পরিষ্কার হল সন্দেশখালি নিয়ে বিজেপির পরিকল্পিত নাটক। যদিও এই অডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা। সময় যতই গড়াচ্ছে ততই সন্দেশখালির নারী নির্যাতনের ঘটনার পর্দা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে বলে দাবি। ফোনের ওই কথোপকথনে তাঁদের নাম পরিচয় যেমন উঠে এসেছে, তেমনই পর্দা ফাঁস হয়েছে নারীনিগ্রহ সহ একাধিক পরিকল্পনা। এমনকি সন্দেশখালির ঘটনা জিইয়ে রাখতে খুনের নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল বলে অডিয়োর কথোপকথনে শোনা গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বলেন, 'অডিয়োতে শুভঙ্কর, সুজয় মাস্টার ও মাম্পি এই তিনজনের কথোপকথন শোনা গিয়েছে এবং সেখানে তারা বলছে নির্দেশ ছিল দরকারে খুনও করতে হবে। সন্দেশখালির রাজনৈতিক মাটি দখলের জন্য বিজেপি কতটা নীচ ও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করতে পারে এই অডিও ক্লিপ তা প্রমাণ করে দিয়েছে।' এমনকি এই সন্দেশখালির আন্দোলনের মুখ রেখা পাত্র, তাঁর মুখে যে দাগ ছিল সেটাও নাটকীয় ভাবে তৈরি করা হয়েছিল বলেও কথোপকথনে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানান বিধায়ক।

তিনি আরও বলেন, 'সন্দেশখালির অন্দোলনে যে নারী নিগ্রহ ছিল না তা এই ভাইরাল অডিও ক্লিপে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি সন্দেশখালিতে তৃণমূলকে পরাজিত করতে খুনের মতো জঘন্য ষড়যন্ত্র রচেছিল বিজেপি। শুধু তাই নয়, এর আগে যে দু'টি ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল এবং সেখানে বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়াল যা যা বলেছিলেন, সেগুলি যে সত্য ছিল এই অডিও বার্তায় তা আরও প্রমাণিত হয়ে গেল। সন্দেশখালিতে যে নারী নিগ্রহ হয়নি, সেটা একটা সাজানো পরিকল্পনা ছিল তৃণমূল নেতাদের সেই দাবিকেই মান্যতা দিলো এই অডিও বার্তা।'

বিধায়কের দাবি, অডিও বার্তায় শুভঙ্কর বলেছে দাদার নির্দেশে আছে প্রয়োজন হলে কলাগাছের মতো কেটে ফেলতে হবে। এই দাদা কে? প্রশ্ন তোলেন বিধায়ক। পুলিশ প্রশাসনের কাছে তাঁর দাবি সঠিক তদন্ত করে এই দাদাকে সামনে আনা হোক। তা হলে সন্দেশখালির ঘটনার সম্পূর্ণ পর্দা ফাঁস হয়ে যাবে। ভাইরাল অডিওতে আরও শোনা গিয়েছে, তাঁদের কাছে যা যা প্রমাণ আছে তা প্রকাশ্যে আসলে বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রও বিপদে পড়ে যাবেন। এইসব প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর দাবি, 'সন্দেশখালির আন্দোলনে নারী নিগ্রহের ঘটনা ২ হাজার টাকার বিনিময়ে পরিকল্পিত ভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই দাবি আমরা আগেও করেছি, এখনও করছি। আর আমরা তৃণমূলীরা যে সত্য বলেছি, এই ভাইরাল অডিও বার্তা তা আবারও প্রমাণ করল।'

ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের মাধ্যমে মুহূর্তে সোনার দোকানের অপরাধ রোখার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সোনার দোকানের চুরি অথবা ডাকাতি রুখতেই বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করল জেলা পুলিশ। ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের মাধ্যমে যে কোনও মুহূর্তে সোনার দোকানের অপরাধ রুখে দেওয়ার বিশেষ উদ্যোগ নিল পুলিশ। এই ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের মাধ্যমেই নজরদারি চালাবে পুলিশ। ফলে অতি সহজেই আটকানো যাবে অপরাধ। বুধবার রাতে মালদা শহরের বাণিজ্য ভবনে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একটি আলোচনা সভার মাধ্যমেই এই ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস বসানোর কথা জানানো হয়। সেই আলোচনা সভার মধ্যে ওই ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ব্যবহার পরীক্ষামূলক ভাবে দেখানো হয়। এদিনের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন, ডিএসপি পঙ্কজ তামাং, ইংরেজবাজার থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষ, মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু, সম্পাদক উত্তম বসাক, বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক উজ্জ্বল সরকার প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাস ধরে মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সোনার দোকানে চুরি ও ডাকাতির ঘটনা ঘটায় আতঙ্কে রয়েছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। বিভিন্ন থানায় লিখিত অভিযোগ হওয়ার পরেও চুরি যাওয়া সোনা ও রুপোর গয়না উদ্ধার এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। চুরি যাওয়া বিভিন্ন ধরনের অলংকার উদ্ধার এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বারবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। কিন্তু তাতেও তেমন আশানুরূপ ফল হয়নি বলে দাবি। এবার সোনার দোকানে চুরি বা ডাকাতি রুখতে জেলা পুলিশের সহযোগিতায় একটি ডিভাইস বসানো নিয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করেন পুলিশ কর্তারা। এদিন প্রাথমিক পর্যায়ে সেই ডিভাইসের ডেমো সামনে রেখে পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝানো হয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন জানিয়েছেন, এই ডিভাইসের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সোনার দোকানে চুরি বা ডাকাতি রুখতে কী ভাবে তা প্রয়োগ করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক উজ্জ্বল সরকার জানিয়েছেন, পুলিশের পক্ষ থেকে একটি ডিভাইসের পরীক্ষামূলক ব্যবহার দেখানো হয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের। ওয়াইফাই কানেক্ট করে ডিভাইসটি বসানো থাকবে ইংরেজবাজার থানায়। তার সঙ্গে বিভিন্ন দোকানের সঙ্গে কানেক্ট থাকবে সেই ডিভাইস। দুষ্কৃতীরা দোকানে ঢুকলে সেখান থেকে সুইচ টিপলেই জানতে পারবেন ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ। কোনও এলাকা থেকে ডিভাইসের সুইচ টেপা হয়েছে তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছবে পুলিশ। তবে সমস্তটাই পরীক্ষামূলক আলোচনা করা

অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: গাছ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কলকলা খাঁড়ি এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ওই এলাকায় কাজ করতে গিয়ে স্থানীয়দের নজরে আসে বিষয়টি। মাঠে ধান কাটার সময় দুর্গন্ধ পেয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যেতেই ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয় কয়েকজন। এরপরই তাঁরা খবর দেন বালুরঘাট থানায়। মৃত ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় এখনও জানতে পারিনি পুলিশ। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

জমির মালিকদের বঞ্চিতের অভিযোগ ইসিএলের কাজে বরাত পাওয়া বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: আবারও বৃহস্পতিবার এমডিও প্রকল্প বন্ধ করে বিক্ষোভ স্থানীয় জমি মালিকদের। ঘটনাটি ঘটেছে জামুড়িয়ার পড়াশিয়া কোলিয়ারিতে। এদিন কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের দাবি তুলে ধরেন জমির মালিকরা।

গত কয়েকদিন ধরে প্রকল্পে কোনও কাজ না হওয়ায় বুধবার থেকে আবারও এমডিও প্রকল্প বন্ধ করে দিয়েছেন জমির মালিকরা। স্থানীয় জমির মালিক মিলন কুমার ঘোষ জানান, এ প্রকল্পে স্থানীয় লোকজনকে কাজ দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে প্রশাসনের ও কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তাদের দাবি নিয়ে দ্বিধায় রয়েছে কর্তৃপক্ষ বলে জানান জমির মালিকরা। স্থানীয় জমির মালিকদের দাবি ছিল, স্থানীয়দের কাছ থেকে জমি নেওয়া হলে এই প্রকল্পে চাকরিতে স্থানীয় যুবকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেখানে তা করা হচ্ছে না এবং স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা না বলে বাইরে থেকে লোক এনে চাকরি দেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয়দের দাবি, এখানে কর্মসংস্থান হবে না কেন? এই প্রকল্পটি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানটি এখানে বসবাসকারী জনগণকে কোনও সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে না, বিদ্যুৎ, সড়ক বা কমিউনিটি হল কিছুই করা হচ্ছে না। তাই এখানকার এমডিও প্রকল্পের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন এবং স্পষ্ট বলেছেন যে, তাঁরা এই প্রকল্প চালানোর বিরুদ্ধে নয়, তাঁরা স্থানীয় যুবকদের কর্মসংস্থান করতে চান বলে জানান। এই প্রকল্পের তৎকালীন সরকার ম্যানেজার অনিল কুমার সিং, জামুড়িয়া থানার ইনচার্জ এবং জামুড়িয়ার বিধায়ক হরেরাম সিংয়ের সঙ্গেও আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু এখনও কোনও অর্থবহ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পড়াশিয়া কোলিয়ারির এক ইসিএল কর্মকর্তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলেও তিনি এ বিষয়ে কিছু জানেন না বলে দাবি করেন।

রীতি মেনে বুদ্ধজয়ন্তী পালন আরামবাগের দেউলপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভগবান বুদ্ধের জন্মদিন বুদ্ধজয়ন্তী নামেও পরিচিত। এই বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষ্যে হুগলি জেলার একমাত্র প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির আরামবাগের পুড়শুড়ার দেউলপাড়ার বৌদ্ধমন্দির সেজে ওঠে। এদিন বুদ্ধদেবের জন্মদিন উপলক্ষে সকাল থেকেই রীতি মেনে উপসনা শুরু হয়। বৌদ্ধধর্ম অনুসারী বৌদ্ধ উপসনা চলে হুগলি জেলার পুড়শুড়ার দেউলপাড়া বৌদ্ধ মন্দিরে।

উল্লেখ্য, ভগবান বুদ্ধদেবের জ্ঞানার্জনের দিন হিসেবেও পরিচিত বুদ্ধ পূর্ণিমা। এটি একটি বৌদ্ধ উৎসব, যা পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ রাজ্যে রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতম, পরে গৌতমের জন্মের স্মরণে পালিত হয়। বুদ্ধ, যিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। জানা গিয়েছে, হিন্দুদের পবিত্র ও জনপ্রিয় ধর্মস্থান তারকেশ্বরের কাছেই এই বৌদ্ধ ধর্মস্থান অবস্থিত। একদম গ্রাম্য পরিবেশে গাছগাছালিতে ভরা আম কাঁঠাল বাগানের শান্ত ও মনোরম পরিবেশে এই বৌদ্ধ মন্দির গড়ে উঠেছে। মন্দিরের ডান দিকে পাথরের ফলকে লেখা থেকে জানা যায়, ১৯৮৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ১৪তম দলাই লামা এই 'ত্রিরত্ন সংঘ শান্তিবন বুদ্ধবিহার'-এর উদ্বোধন করেন। ভিতরে প্রশস্ত উপাসনাকক্ষ। বেদির ওপর শান্ত সমাহিত শ্বেতপাথরের ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি। এটি নাকি বিদেশ থেকে আনা। চারটি বিরাট পুষ্পস্তবক। বেদির নীচে মোমবাতি জ্বলছে। হলঘরের তিন দেওয়ালে তথাগতের জীবনকথা নিয়ে বড় বড় তৈলচিত্র।

এই বিষয়ে দেউলপাড়া বৌদ্ধ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তারকচন্দ্র বাইরির পুত্রবধূ প্রমিলা বাইরি বলেন, 'এই মন্দির আমার শ্বশুর প্রতিষ্ঠা করেন। এই দিনটি বুদ্ধজয়ন্তী হিসাবে পালন করি। সকাল থেকেই উপসনা চলে।' অপরদিকে প্রতাপ বাইরি বলেন, 'বাবার আমলে আরও বড় করে উৎসব হত। বজবজ থেকে বৌদ্ধধর্মের অনুরাগীরা এসেছেন। ওঁরা উপাসনা করছেন।' কথিত আছে, সস্ত্রীক উত্তর ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে এক বুদ্ধমন্দির দেখে তারকচন্দ্র বাইরির মনের মধ্যে আলোড়ন ওঠে। শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং পুড়শুড়ায় নিজ বাসভবনে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্বোধনের জন্য দলাই লামাকে আমন্ত্রণ জানান। সেই মতো দলাই লামা ভারতে এসে উদ্বোধন করে যান।

এদিন বৌদ্ধ মন্দিরে আসা আরামবাগের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব স্বপন নন্দী জানান, এখানে এলে মন শান্তিতে ভরে যায়। সারা বিশ্বের মানুষ ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদে ভালো থাকুক। খুব ভালো লাগছে এই রকম এক প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মন্দিরে আসতে পেরে।

তৃণমূলে ভোট দেওয়ায় মহিলা কর্মীর হাত কাটার চেষ্টার অভিযুক্ত বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: তৃণমূলে ভোট দেওয়ায় এক মহিলা তৃণমূল কর্মীর হাত কেটে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি থাকা ওই মহিলা কর্মীকে দেখতে বৃহস্পতিবার হাসপাতালে হাজির হন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বলাগড়ের প্রাক্তন বিধায়ক অসীম মাঝি সহ বলাগড় এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ববৃন্দরা। একই সঙ্গে ওই মহিলা কর্মী সহ আর এক মহিলা কর্মীও তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার কারণে বলাগড় থানার অন্তর্গত চরকৃষ্ণবাটি বেলতলার কাছে গত সোমবার ভোট দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত হন। তৃণমূলকে কেন ভোট দিয়েছেন তাঁরা এই বলেই তাঁদের ওপর আক্রমণ করে বলে অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। একজনের হাত কেটে নেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। এরপরই বুধবার তারা কালনা হাসপাতালে এসে ভর্তি হন। বৃহস্পতিবার আক্রান্তদের দেখতেই হাজির হন মন্ত্রী স্বপনবাবু। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন, তৃণমূলকে কেন ভোট দিয়েছে এটাই তাদের দোষ। এর জন্য বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ওই দুই মহিলাকে মারধর করে। একজনের হাতে আর একটু আঘাত বেশি হলেই হাতটা কেটে বাদ হয়ে যেত শরীর থেকে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন স্বপনবাবু।

মাদক পাচারের অভিযোগে হাতেনাতে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: এবার নাকা চেকিংয়ের সময় রানিগঞ্জের পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির পুলিশের জালে ধৃত এক মাদক পাচারকারী। হাতেনাতে মাদক পাচারের সময়ে ধৃত যুবক। ধৃত ওই ব্যক্তির কাছে পুলিশ ২১ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে করেছে পুলিশ।

ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, বেশ কয়েকদিন ধরেই পুলিশ গোপন সূত্রে মাদক পাচারের খবর পেয়েছিল। তাদের বিশেষ নজরদারি দলের মাধ্যমে, সে বিষয়ে এবার তৎপর থেকে রানিগঞ্জ থানার পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির আইসি, রবীন্দ্রনাথ দোলুইয়ের নির্দেশক্রমে নজরদারি চালিয়ে পেল বড় সাফল্য। বৃহস্পতিবার সন্ধে নাগাদ রানিগঞ্জের পাঞ্জাবি মোড়ের ওপর ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর পুলিশের বিশেষ নজরদারি দল, গোপনে মাদক পাচার হচ্ছে এই খবর জানতে পেরে অন্যান্য যানবাহনের সঙ্গেই এক স্কুটি চালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তাঁর সঙ্গে থাকা সামগ্রীর মধ্যে থেকে ২১ গ্রাম ব্রাউন সুগার যা বাজারে হেরোইন নামেই পরিচিত সেই নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃত ওই যুবক বছর ৩২ এর আসানসোলের ইসমাইলের বাসিন্দা সমীর আলম বীরভূমের দুবরাজপুর এলাকা থেকে এই ব্রাউন সুগার স্কুটিতে করে আসানসোলের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সে সময়ই পুলিশ সমীর আলমকে পাকড়াও করে। এদিন ওই ব্যক্তি নিজের বক্তব্যে স্বীকার করে নেন যে, তিনি এই মাদক বীরভূম থেকে আসানসোলে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই নিয়ে যাচ্ছিলেন। ধৃত ওই ব্যক্তির কাছে জানা যায় যে, তিনি দীর্ঘদিন ধরেই এই কাজে যুক্ত ছিলেন। তবে দুবরাজপুরে কে বা কারা তাঁকে এই মাদক সরবরাহ করত আর আসানসোলেই বা কাকে এই মাদক তিনি পৌঁছে দিতেন সে সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য দেননি তিনি।

শুক্রবার রানিগঞ্জ থানার পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ির পুলিশ ধৃত ওই ব্যক্তিকে মাদক পাচারের অভিযোগে আসানসোল জেলা আদালতে হাজির করলে বিচারক আগামীতে তাঁর কাছে এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য তাকে চারদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, মাদক পাচারের কারবার ইদানিং কয়লা অঞ্চল শিল্পাঞ্চলে ব্যাপক অংশে বেড়েছে যার জেরে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের যুবকরা। একশ্রেণির অসাধু কারবারি শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিস্বার্থের উদ্দেশ্যে ও সমাজকে তথা দেশের যুবসমাজকে নেশাগ্রস্ত করে তোলার লক্ষে টাকার লোভে সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে এই বিষাক্ত নেশা। যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বহু বস্তি এলাকার যুব সম্প্রদায় থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাই এই মাদক পাচার আগামীতে আরও কড়া ভাবে রুখে দিতে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ নিয়েছে কড়া পদক্ষেপ। যেখানেই এরূপ মাদকের কারবার পুলিশ প্রশাসনের কাছে আসবে, সেখানে কড়া হাতে এ সকল দমন করার জন্য সচেষ্ট থাকবে প্রশাসন বলেই জানিয়েছেন পুলিশ কর্তারা।

কৃষ্ণনগর জেলা সংশোধনাগারে ব্লেড চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা আবাসিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: কৃষ্ণনগর জেলা সংশোধনাগারে নিজের গলায় ব্লেড চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগ এক আবাসিকের বিরুদ্ধে। বুধবার বিকেলে কৃষ্ণনগর সংশোধনাগারের ভেতরেই ধারালো ব্লেড দিয়ে নিজেই নিজের গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করে এক আবাসিক, আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই জেলবন্দি আসামিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় জেলা হাসপাতাল শক্তিনগরে। জেলবন্দি আসামির নাম হিসাম মণ্ডল, বয়স ২৩ বছর। কৃষ্ণনগর সংশোধনাগারে থাকা অবস্থায় ওই যুবক ধারালো ব্লেড দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে সংশোধনাগারের ভেতরে থাকা পুলিশ কর্মীরা জানতে পেরেই ওই যুবককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে জেলা হাসপাতাল শক্তিনগরে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, কৃষ্ণনগর সংশোধনাগারের ভেতরে প্রহরা থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে বন্দির কাছে পৌঁছলো ধারালো ব্লেড। এই ঘটনায় জেল আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও যোগাযোগ করে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তবে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এবং জেল কর্তৃপক্ষ।

কন্যাসন্তানের খুশিতে ফুলে সজ্জিত গাড়িতে বাড়ি সদ্যোজাত ও মায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জঙ্গিপুর: কন্যাসন্তানের জন্ম হওয়ায় খুশিতে ফুল দিয়ে ১২টি গাড়ি সাজিয়ে হাসপাতাল থেকে সদ্যোজাত মা ও মেয়েকে নিয়ে এলেন বাবা। নজিরবিহীন চিত্র ধরা পড়ল জঙ্গিপুরে।

কন্যাসন্তান হওয়ায় আনন্দে আত্মহারা বাবা। লক্ষ্মী এসেছে ঘরে। মেয়ে হওয়ার খুশিতে ফুল দিয়ে গাড়ি সাজিয়ে ১২ খানা স্করপিও ভাড়া করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন মেয়ে ও স্ত্রীকে। নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী রইল হাসপাতালের চিকিৎসক থেকে গ্রামবাসীরা। বুধবার রঘুনাথগঞ্জ থানার উমরপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতাল চত্বর যেন উৎসবের আঙ্গিনায় সেজে ওঠে। ব্যতিক্রমী চিত্র ঘটিয়ে মেয়ে হওয়ায় মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার জোতকমলের বাসিন্দা ইউসুফ হাসানের কর্মকাণ্ডে অবাক

সকলেই! গাড়ি সাজিয়ে সদ্যোজাতকে বরণ করে বাড়ি নিয়ে গেলেন তিনি। গ্রামে মিষ্টি বিতরণও করেন তিনি। যুবকের এমন কাণ্ডে সকলেই প্রশংসা করেছেন।

জানা গিয়েছে, গত শনিবার রঘুনাথগঞ্জ থানার উমরপুরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন ইউসুফের স্ত্রী রুক্সা পারভিন। ইউসুফ ও রুক্সার এটিই প্রথম সন্তান। ওই দম্পতি কন্যা সন্তানই কামনা করেছিলেন। সেই কামনা পূরণ হওয়ায় অত্যন্ত খুশি স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই। হাসপাতাল থেকে বুধবার ছুটি দেওয়া হয়। ইউসুফ নবজাতককে ঘরে নিয়ে যেতে ১২খানা স্করপিও ভাড়া করে ফুল দিতে সাজিয়ে গাড়িতে আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে হাজির হন। আত্মীয় পরিজনরা পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে নবজাতক ও মার অভ্যর্থনা জানান। ফুল, বেলুন দিয়ে মাতৃযান প্রকল্পের অ্যাম্বুল্যান্স সাজিয়ে ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মিষ্টিমুখ করিয়ে মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যান তাঁরা। জঙ্গিপুরে এমন ঘটনা কার্যত নজিরবিহীন এবং বিরল।

ইউসুফ হাসান বলেন, 'আমি প্রথম থেকেই চেয়েছিলাম আমার ঘরে মা ফতেমা আসুক। আমি খুব খুশি। সকলকে বলব, মেয়েরাও মানুষ। ওদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ গড়ুন।' রুক্সা খাতুন বলেন, 'আমার স্বামীর মতো সবার স্বামী হোক।' অনন্য নজির দেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নার্স, চিকিৎসকরাও খুশি। হাসপাতালের চিকিৎসা অরবিন্দ ঘোষ বলেন, 'এমন ঘটনা আগে দেখিনি। এই বার্তা কন্যাভ্রূণ নষ্টে অনেককে ভাববে। সমাজের অভ্যন্তরে পরিবর্তন আসছে।'

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

Azadi Ka Amrit Mahotsav

নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলির www.ireps.gov.in -এর লিঙ্কের অধীনে পাওয়া যাবে। এই ই-টেন্ডারগুলির জন্য দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে www.ireps.gov.in→login→E-Tender Stores/ Supply এই লিংক অনুসরণ করে দাখিল করা যাবে। নির্দিষ্ট টেন্ডার বিষয়ে ব্যাখ্যা অথবা আইআরইপিএস সংক্রান্ত কোনো তথ্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সরবরাহকারীগণ নিম্নলিখিত আধিকারিকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন, ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, ০৩৪১-২৫২৫৫৯৪ অথবা এসএমএম/কন/এইচকিউ, ০৩৪১-২৫৩৫৬৩১। **অফিসের ঠিকানা ঃ** পিসিএমএম/ সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন-এর অফিস। **[ক]. নং সিওএস/ সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২ তারিখ ঃ ১৮.০৫.২০২৪, ক্রং নং.; টেন্ডার নং.ঃ দফার সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পরিমাণ; প্রদেয় বায়না অর্থ (টাকায়); টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (ভারতীয় প্রমাণ সময়)** নিম্নরূপঃ **[১]; ৭৫২৪৩৭০৮;** ৩-ফেজ সিও-সিও লোকোমোটিভসমূহে বগি ফ্রেম সম্পূর্ণ [টাইপ ডব্লুএজি-৯এইচসি], স্পেসি. নংঃ- সিএলডব্লু/এমএস/৩/বগি/০০৩ অল্ট-২, ড্রয়িং নং ঃ- ১২০৯.০১.১১২.২০২ অল্ট-শূন্য [সেট বলতে লোকো সেট বোঝাবে এবং একটি লোকো সেট-এ ০২ [দুই] টি বগি ফ্রেম থাকবে] [**ওয়ারেন্টি মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৭২ মাস]; ৭৯৯.০০ সেট; ₹৫০০০০০০.০০; **১২/০৬/২০২৪ তারিখ সকাল ১১ টায়। [২]; ৭৫২৪৪১৩৫এ;** ড্রয়িং নং ১২০৯-০১.১৩৮- ০৩১ রেফ.১ থেকে ২০ অল্ট-৭ অনুসারে, স্যান্ড বক্স অ্যাসেম্বলি। [**ওয়ারেন্টি মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৩০ মাস]; **৭৪২৩.০০ সংখ্যক; ₹৫৯৩৬৯০.০০; ১৪/০৬/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়। [খ]; নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/ ১৯/০১৬২ তারিখ ঃ ২১/০৫/২০২৪। ক্রম নং.ঃ [১]। টেন্ডার নং. ঃ ৭০২৪১২৬৫এ দফার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** স্পেসিফিকেশন সিএলডব্লু/এমএস/৩/১১০ অল্ট-৩ (০২টি দফা নিয়ে গঠিত) অনুসারে ডব্লুএজি-৯ এইচসি লোকোর রিজার্ভার (১) ড্রয়িং/স্পেসিফিকেশন নং. ১২০৯-০৭.১৩২-০১১ অল্ট-৫-এর ব্রেক সাপ্লাই রিজার্ভার ২৪০ লিটার (২) প্রধান রিজার্ভার ৪৫০ লিটার ড্রয়িং/স্পেসিফিকেশন নং. ১২০৯-০৭.১৩২-০১০ অল্ট-৪ [**ওয়ারেন্টি মেয়াদ ঃ** ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৭২ মাস]। **পরিমাণ ঃ ২৮৪.০০ সেট। প্রদেয় বায়না অর্থ (টাকায়)ঃ** ₹৩২৪৭২০.০০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (ভারতীয় প্রমাণ সময় অনুসারে) ঃ ১৪/০৬/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায়।**

PR5/429 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন

Like us on: www.facebook.com/clwrailways

SBI এসবিআই আরএসিপিসি বারুইপুর (৬৪২০২)
সিট্রাস কোভ, ৩য় তল, কামালগাজি মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
কলকাতা - ৭০০১০৩, ই-মেল- sbi.64202@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IX (রুল ৮(১))
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

Loan A/c No. : 39689367988 (HBL), 40635425469 (TOP-UP), 39694980502 (SURAKSHA)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বারুইপুর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ (২০০২ এর নং ৩) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৫.০৩.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি কৃষ্ণা বৈদ্য স্বামী সলিল বৈদ্য, শ্রী শুভাশিস বৈদ্য পিতা সলিল বৈদ্য, শ্রী স্নেহাশীস বৈদ্য, পিতা সলিল বৈদ্য** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২২,৯১,১৭০.০০ টাকা (বাইশ লাখ একানব্বই হাজার একশ সত্তর টাকা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের দায়বদ্ধ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৮ মে ২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বারুইপুর** নিকট বকেয়া **২২,৯১,১৭০.০০ টাকা (বাইশ লাখ একানব্বই হাজার একশ সত্তর টাকা) টাকা** এবং ০৫.০৩.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি কৃষ্ণা বৈদ্য
দলিল নং ১৬০৪০২২৪৩-২০১৮, নথিভুক্ত বুক নং ১,পৃষ্ঠা ৫৯৬৬৩-৫৯৬৮৭,ভল্যুম নং ১৬০৪-২০১৮, এডিএসআর-৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ১০ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : নারায়ণীতলা, জেএল নং ০১, আরএস এবং নারায়ণীতলা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : জয়নগর, এডিএসআর-দক্ষিণ বারাসত, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
চৌহদ্দি : উত্তরে : সুখেন্দু হায়েতের ভবন, **দক্ষিণে :** কুকাই সাঁতরার সম্পত্তি, **পূর্বে :** পঞ্চানন্দ বৈদ্যর ভবন, **পশ্চিমে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং সরোজ বৈদ্যর জমি।
সম্পত্তি কৃষ্ণা বৈদ্য স্বামী সলিল বৈদ্যর নামে।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৮.০৫.২০২৪
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর,
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া** (প্রতিষ্ঠানের নাম) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের বুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৩.০১.২০২৩ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী হেদায়েতুল্লা হাজারি জামিনদাতা - শ্রী মাসিরুল হাজারি** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২,৪১,০০০.০০ টাকা** এবং অপ্রযোজ্য সুদ সহ (দুই লাখ একচল্লিশ হাজার টাকা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **২২ মে ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া** (প্রতিষ্ঠানের নাম) নিকট বকেয়া পরিমাণ **২,৪১,০০০.০০ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : ডাঙ্গসারা, জেএল নং ০২, থানা:ভাতার, জেলা : বর্ধমান , মহাতা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৬০, আরএস খতিয়ান নং ১০৬, এলআর খতিয়ান নং ২৬১, এরিয়া ০১ শতক সমান সমান ০.০১ একর বাস্তু জমি এবং তদস্থিত ভবন। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাউদ হাজারির জমি সম্পত্তি, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : বাবুল হাজারির জমি সম্পত্তি, পশ্চিমে : হানিফ হাজারির জমি সম্পত্তি।

তারিখ- ২২.০৫.২০২৪, স্থান : গুসকরা
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস, কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III,
সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

পরিশিষ্ট - IV {রুল ৮(১)}
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা/শাখা	ক. দাবি নোটিশের তারিখ খ. দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা :** মেসার্স এন কে বাসু অ্যান্ড কোং (অংশীদারী সংস্থা) **অংশীদার, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা :** শ্রী নিখিল কুমার বাসু পিতা প্রয়াত দিজবর বাসু **অংশীদার এবং জামিনদাতা** শ্রী বুদ্ধদেব বাসু, শ্রীমতি সুদীপা বাসু **এ/সি - ওসিসি-৫০০২৭২৯৭৯৬৪ ৫৮০০০৯২৫৯৬৮ এবং ৭১৩৭৮৪৯২৩৩** **শাখা :** কাঁকুরগাছি	ক. ০৪.০৩.২০২৪ খ. ১৮.০৫.২০২৪	৮৪,২৪,৪৪২.০০ টাকা (চুরাশি লাখ চব্বিশ হাজার চারশ বিয়াল্লিশ টাকা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ০৩ কাঠা ১৪ ছটাক ৮ বর্গফুট এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : কৃষ্ণপুর, প্লটনং৪৫, জেএল নং ১৭, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮, ২২৯, সিএস প্লট নং /দাগ নং১২৭৮, খতিয়ান নং ৮৫২, ৮৫৩(অংশ), থানা : লেক টাউন, পুরসভা হোল্ডিং নং ৮১, বাঙ্গুর এভিনিউ, ওয়ার্ড নং ২৯, দক্ষিণ দমদম পুরসভা, থানা: লেক টাউন, কলকাতা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট নং ৩৪, **দক্ষিণে :** ২০ ফুট চওড়া সড়ক, **পূর্বে :** প্লট নং ৪৪, **পশ্চিমে :** প্লট নং ৪৬ বাঙ্গুর এভিনিউ।
২.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী সৌমেন দত্ত এ/সি - ৫০২৪৩৫৭২৩১১ **শাখা :** কাঁকুরগাছি	ক. ৩০.০১.২০২৪ খ. ১৮.০৫.২০২৪	৯,৬২,০১৭.০০ টাকা (নয় লাখ বাষট্টি হাজার সতের টাকা)	বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪০৪ পঞ্চম তলে দক্ষিণ পূর্ব দিকে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৮৩ বর্গফুট কমবেশি, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং তথা কিচেন, এক টয়লেট এবং এক ব্যালকনি মার্বেল মেঝে সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ৩৮ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা : সাতগাছি , জেএল নং ২০, আরএস নং ১৫৪, তৌজি নং ১৬৯, সিএস দাগ নং ২৩৩৭, আরএস দাগ নং ৬৩৭১, এলআর দাগ নং ৬৩৮৯, সিএস খতিয়ান নং ২৩১, হোল্ডিং নং ৯৩, প্রেমিসেস নং ৫২ যুগীপাড়া রোড, দমদম থানা অধিক্ষেত্রে, স্থানীয় দক্ষিণ দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৩ অধীন এডিএসআর কাশীপুর দমদম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, (পব), কলকাতা প্লট নং ভবন **অবস্থিত চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২৪ ফুট চওড়া পুরসভা রোড, **দক্ষিণে :** শ্রীসেন এর প্রেমিসেস, **পূর্বে :** ১০ ফুট চওড়া পুর সড়ক, **পশ্চিমে :** অন্য প্রেমিসেস। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** অন্যান্য ফ্ল্যাট, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** খোলা জায়গা, **পশ্চিমে :** প্রবেশ এবং সিঁড়ি।

তারিখ : ১৮.০৫.২০২৪, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

শেষ বেলার প্রচারে জমজমাট ঝাড়গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামে শেষ প্রচারে সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি ঝাড়গ্রাম বুধবার শেষ বেলার প্রচারে ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে প্রচারে সাড়া ফেলেছে বিজেপি তৃণমূল সিপিএম সব দলই। প্রার্থী ঘোষণার পরদিন থেকেই টানা প্রচারে ব্যস্ত থাকার কারণে কিছুটা অসুস্থ হয়ে বুধবার বাড়িতে বিশ্রামে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু। কিন্তু তার হয়ে জেলাজুড়ে প্রচার করেছেন জেলা নেতৃত্ব এবং মণ্ডলের কর্মীরা। গিধনি বাজারে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে জনসভা করেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারান্ডি। প্রতিটি অঞ্চলে বিজেপি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি নমুনা ব্যালট পেপার এবং তাঁদের প্রার্থীর প্রচারপত্র পৌঁছে দিয়েছেন।

তৃণমূল প্রার্থী কালিপদ সরেন সকাল থেকে গড়বেতা গোপীবল্লভপুর নয়াগ্রাম এলাকায় প্রচার করেছেন। মিছিল ও পথসভা হয়েছে জেলাজুড়ে। সিপিএম প্রার্থী সোনামণি টুডু বুধবার সারাদিন কাটিয়েছেন বান্দোয়ান বিধানসভায় এলাকায়। তার সমর্থনে মিছিল ও

শোভা হয়েছে মানিকপাড়া চন্দ্রি গোপীবল্লভপুর নয়াগ্রাম এলাকায়।

গতবার ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে মাত্র ১৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থীর কাছে তৃণমূল প্রার্থী হেরে গিয়েছিলেন। এজন্য তৃণমূলের এই একটি অংশের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতেরর অভিযোগ তুলেছিলেন তৃণমূল প্রার্থী। এবারও সমানে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে যুযুধান তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীর মধ্যে। তাই শেষ বেলার প্রচারে পিছিয়ে ছিল না কোনও পক্ষই।

ভোটের দিন নকল পুলিশ আসলে আমাদেরকে জানাবেন : সেলিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: হাজি নুরুল জিতলে সন্দেশখালিতে যাবে মমতা, আর বিজেপি জিতলে মণিপুরে যাবে মোদি। দলীয় সতীর্থের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে এসে কটাক্ষ মহম্মদ সেলিমের। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী নিরাপদ সর্দারের সমর্থনে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক তথা মুর্শিদাবাদের বামফ্রন্টের প্রার্থী মহম্মদ সেলিম এদিন তিনি একটি হুডখোলা গাড়িতে করে বসিরহাটের প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে হাড়োয়ার বিদ্যাধরী ব্রিজের ওপর থেকে রোড শো করে হাড়োয়া বাজারে এসে একটি পথসভা করেন। সেখানে তিনি বলেন, 'ভোটের দিন নকল পুলিশ আসলে আমাদেরকে জানাবেন। সম্প্রতিককালে বিজেপি ও তৃণমূল নতুন নাটক তৈরি করছেন। ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে যা তা করছে। হিন্দু মুসলমান দল করছেন। এই প্রতারণায় পা দেবেন না, সকাল সকাল ভোট দেবেন। ওরা বোমাগুলির ভয় দেখানোর চেষ্টা করবে।'

গত ২১ তারিখ বসিরহাটে মমতার জনসভায় সেখানে সন্দেশখালি উদ্দেশে বার্তা দেন। তিনি বলেন, 'হাজি নুরুল বসিরহাটে জিতলে সন্দেশখালি যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তেমনই বিজেপি জিতলে মনিপুর যাবেন মোদি। মণিপুর আর সন্দেশখালি দুই জায়গাতেই নারী নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে। দুই জায়গাতেই ভয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যায়নি। ভয় পাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'বিজেপি ও তৃণমূলের এজেন্ডা এক, এদের প্ররোচনায় পা দেবেন না। শেখ শাহজাহানকে বাঁচাতে পারিনি, আরও অনেক ছোটখাটো মস্তানরা লাফালাফি করছেন তাঁদেরকেও বাঁচাতে পারবেন না মমতা। শান্তিতে ভোট দিন সকলে সুস্থ থাকুন।'

লরির ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল দুই বাইক আরোহীর। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে বর্ধমান আরামবাগ রোডে। মৃত দুই ব্যক্তির নাম সুমন দত্ত, বাড়ি বর্ধমান থানার মির্জাপুরে ও সঞ্জয় কুমার মাঝি, তাঁর বাড়ি বর্ধমান থানার সাহাচেতনে। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে বর্ধমান আরামবাগ রোডের সগড়াই বাজার সংলগ্ন এলাকায় গোপালপুর মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি পাথরবোঝাই লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকে ধাক্কা মারে। ওই বাইকে দু'জন বাইক আরোহী ছিলেন। তাঁরা বাইকে চেপে বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিলেন এবং পাথরবোঝাই লরিটি বর্ধমানের দিক থেকে আরামবাগের দিকে যাচ্ছিল। দু'জনকেই পিষে দেয় লরিটি। দুর্ঘটনার পরেই স্থানীয়রা ছুটে আসে ঘটনাস্থলে। খবর দেওয়া হয় খণ্ডঘোষ এবং রায়না থানার পুলিশকে। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। পুলিশ এবং স্থানীয়দের তৎপরতায় দুই আহত বাইক আরোহীকে বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘাতক লরিটিকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

পরকীয়া সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে ধৃত আরও ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পরকীয়ায় জড়িয়েছেন, এই সন্দেহে এক যুবককে পিটিয়ে খুন করার ঘটনায় আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশের তরফে। জানা গিয়েছে, ধৃতরা হলেন যীশু হাঁসদা (৫১) ও ফোম হাঁসদা (৬৩)। তাঁদের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের পাটন এলাকায়।

উল্লেখ্য, মৃতের নাম পাঁচু হালদার। গঙ্গারামপুর ব্লকের মহারাজপুর এলাকার বাসিন্দা পাঁচুপেশায় মৎস্যজীবী ছিলেন। অভিযোগ, গত দু'দিন আগে পাটন এলাকায় গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে তিনি নিয়মিত যেতেন মদ্যপান করতে। অভিযোগ, ওই এলাকার এক গৃহবধূর সঙ্গে তাঁর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল সন্দেহে পাঁচু হালদারকে এলাকার একটি গাছের মধ্যে বেঁধে রেখে বেধড়ক মারধর করেন কয়েকজন। সেখানেই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর থান পুলিশ পাটন এলাকা থেকে ওই যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যায় গঙ্গারামপুর হাসপাতালে। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসক পাঁচু হালদারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের লোকেদের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তীতে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। সেই ঘটনায় এদিন আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করল গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। এ বিষয়ে ধৃত যীশু হাঁসদা বলেন, 'আমাদের পাড়ার ঘটনা নয়। অন্য পাড়ার ঘটনা। আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মিথ্যা।' অন্যদিকে, এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় আরও দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত দু'জনকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, মেগা ই-অকশন তারিখ: ২৮.০৬.২০২৪

পঞ্জাব নৈশনল বৈঁক punjab national bank

সার্কেল সাস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোঃ- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেল: cs8283@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি (বায়না অর্থ জমা) এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ এবং সময় ২৭.০৬.২০২৪/ দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪ নং) -এর অধীন ব্যাঙ্কে বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) অনুবিধির সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/ বাস্তবিক / প্রতীকী দখল নিয়েছেন ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক / সুরক্ষিত ঋণদাতা, তা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**" এবং "**যেখানে যা-কিছু আছে**" ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে প্রদত্ত সারণিতে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর কাছ থেকে ব্যাঙ্ক / সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বকেয়া পাওনা উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ও অগ্রিম মূল্য জমা করতে হবে নিচের সারণিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে বর্ণিতমতো।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (উক্ত সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক দখল/বাস্তবিক দখলের অধীন)

লট. নং	শাখার নাম/ ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা) এবং দখল	ক) সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) আইবিএপিআই পোর্টাল প্রপার্টি আইডি	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিশদ
১.	**শাখার নাম:** **বারতানাবাদ (১৩০২২০)** **সোনা গার্মেন্টস (ঋণ গ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী : আব্দুল জব্বার** পিতা- কাজিমুদ্দিন মন্ডল গ্রাম- কালিকাহারা, পোস্ট- ফরিদপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৩	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত তিনতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা: রামনা এটবারনগর বসন্তপুর, জেএল নং ৩৮, এলআর প্লট নং ১৮৬৯, এলআর খতিয়ান নং ৫১৩৪, এরিয়া পরিমাণ ৩ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি : ভিটা, ডোমকল পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ১২, থানা: ডোমকল, জেলা : মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং ২০৮৬-২০১৩ সালের অনুযায়ী, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর, ডোমকল, **স্বত্বাধিকারী:** আবদুল জব্বর পিতা কাজিমুদ্দিন মন্ডল। **(দখল : গঠনমূলক)**	ক) ২৯.১০.২০২২ খ) ২৮.০৩.২০২৩ গ) ২৭,৬২,৭১৩.০৬ টাকা **(সাতাশ লক্ষ বাষট্টি হাজার সাতশো তেরো টাকা এবং ছয় পয়সা মাত্র)** ২৯/১০/২০২২ অনুযায়ী ২৬.০৭.২০২২ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৩২,০৬,৬০০.০০ টাকা খ) ৩,২০,৬৬০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU46556796	ক) ২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) নেই
২.	**শাখার নাম: বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **আরিয়ান এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- মোহাম্মদ আহসাব আলী** **পিতা-মোহাম্মদ আজগর আলী** গ্রাম ও পোস্ট-দেবকুন্ড, সারুলিয়া কলোনি, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদার: তৈনামনি বিবি** স্বামী - মোহাম্মদ আহসাব আলী, গ্রাম ও পোস্ট- দেবকুন্ড, সারুলিয়া কলোনি, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯, পশ্চিমবঙ্গ।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ৯৩/১/এন, সরুলিয়া কলোনি, বেলডাঙ্গা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩, মৌজা : সরুলিয়া, জেএল নং ৫৯, প্লট নং ৫৩৯, এলআর খতিয়ান নং ৫০১৫ এবং ৫০১৬, পরিমাণ এরিয়া ০.০১৬৬ একর, থানা :বেলডাঙ্গা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। **স্বত্বাধিকারী:** ১. মহম্মদ আহসাব আলি, পিতা মহম্মদ আজগর আলি। ২. তাইনামনি বিবি, স্বামী মহম্মদ আহসাব আলি। **(দখল : গঠনমূলক)**	ক) ০৩.০৮.২০২১ খ) ২৮.১০.২০২১ গ) ৩৮,১১,৬৯৮.০০ টাকা **(আটত্রিশ লক্ষ এগারো হাজার ছয়শো আটানব্বই টাকা মাত্র)** ১০.০৮.২০২১ অনুযায়ী ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২৪,৪৬,৩০০.০০ টাকা খ) ২,৪৪,৬৩০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU65189830	ক) ২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) নেই
৩.	**শাখার নাম: বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **আর.এম. এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- মুনমুন হাজরা** স্বামী- শুভেন্দু হাজরা গ্রাম এবং পোস্ট- ত্রিমোহিনী, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৭৫ **জামিনদার- শুভেন্দু হাজরা** **পিতা- অজিত হাজরা, গ্রাম এবং পোস্ট ত্রিমোহিনী, থানা-নওদা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৭৫**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন, অবস্থিত মৌজা : রামনা চাঁদপুর, জেএল নং ০৬, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৫০৫৫, এলআর খতিয়ান নং ৯৮৫৭, এরিয়া পরিমাণ ০.০৮৫ একর, জমির শ্রেণি: ভিটা, কেদারচাঁদপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা: নওদা, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পিন: ৭৪২১৭৫, দান দলিল অনুযায়ী নং ৯৯১৫-২০১৮ সালের, রেজি. ডিএসআর-১ মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী:** মুনমুন হাজরা স্বামী শুভেন্দু হাজরা। **(দখল : গঠনমূলক)**	ক) ১৬.০৩.২০২৩ খ) ০১.০৮.২০২৩ গ) ২০,৯৯,৯৮৫.৯৯ টাকা **(কুড়ি লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শো পঁচাশি টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা মাত্র)** ১৬/০৩/২০২৩ অনুযায়ী ০৯.০২.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৬,৯৬,৫০০.০০ টাকা খ) ১,৬৯,৬৫০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU73713989	ক) ২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) নেই
৪.	**শাখার নাম:** **ফারাক্কা ব্যারেজ (০৮৮০২০)** **সুশান্ত ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মন্টু ঘোষ, গ্রাম- বিন্দুগ্রাম, পোস্ট- বেনিয়াগ্রাম, থানা- ফারাক্কা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২১২ **জামিনদার: ঝর্ণা ঘোষ** স্বামী- মন্টু ঘোষ, গ্রাম- বিন্দুগ্রাম, পোস্ট- বেনিয়াগ্রাম, থানা- ফারাক্কা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২১২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : বেনিয়াগ্রাম, জেএল নং ৫৫, প্লট নং আরএস ২২১ , এলআর ১৯৬, এলআর খতিয়ান নং ২৫৯৮, এরিয়া পরিমাণ ১২ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি : বাড়ি, বেনিয়াগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : ফরাক্কা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন র ৭৪২২১২, দান দলিল অনুযায়ী নং ২৯২১-২০০৭। রেজি. এডিএসআর নিমতিতা। **স্বত্বাধিকারী:** ঝর্ণা ঘোষ স্বামী মন্টু ঘোষ। **(দখল ঃ গঠনমূলক)**	ক) ০৩.০৬.২০২৩ খ) ০৭.১০.২০২৩ গ) ৩৮,৪৯,২০৮.৬৮ টাকা **(আটত্রিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার দুইশো আট টাকা এবং আটষট্টি পয়সা মাত্র)** ০৩/০৬/২০২৩ অনুযায়ী ২১.০৩.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৪৩,৬৯,৫০০.০০ টাকা খ) ৪,৩৬,৯৫০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU41854305	ক) ২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) নেই
৫.	**শাখার নাম: গোরাবাজার (০৮২২২০)** **মহঃ মিনারুদ্দিন সেখ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মীরমদন সেখ, গ্রাম- দাহেরধর, পোস্ট- মহুলা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৪ **তাজিয়া খাতুন (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- মহঃ মিনারুদ্দিন সেখ, গ্রাম দাহেরধর, পোস্ট-মহুলা, থানা বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৪	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : মাহুলা, জেএল নং ৩, প্লট নং এলআর ৬৭০, এলআর খতিয়ান নং ৫০২৪, এরিয়া পরিমাণ ০.০৩৫ একর, জমির শ্রেণি : ভিটা, মহুলা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বেলডাঙ্গা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল অনুযায়ী নং : ৪৯১৫-২০০৩ সালের, রেজি. অফিস ডিআর মুর্শিদাবাদ, **স্বত্বাধিকারী:** মহ মনীরুদ্দিন শেখ পিতা মীরমদন শেখ। **(দখল : গঠনমূলক)**	ক) ২৭.০৪.২০২৩ খ) ০১.০৮.২০২৩ গ) ১৪,৩২,২০২.০০ টাকা **(চৌদ্দ লক্ষ বত্রিশ হাজার দুইশো দুই টাকা মাত্র)** ২৭.০৪.২০২৩ অনুযায়ী ৩১.০৩.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৬,৮৬,৭০০.০০ টাকা খ) ৬৮,৬৭০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU44198760	ক) ২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) নেই
৬.	**শাখার নাম:** **জিতপুর (১২৯৮২০)** **মনিরুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)** **মনিরুল ইসলাম** পিতা- প্রয়াত সাজি রহমান মন্ডল গ্রাম- চারুনগর, পোস্ট কুশাবেড়িয়া, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদবাদ, পিন- ৭৪২৪০৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত একতলা ভবন অবস্থিত মৌজা : চারুনগর, জেএল নং ৬৩, এলআর প্লট নং ১৮৬/৩৩৬, এলআর খতিয়ান নং ৭৮৬, নতুন এলআর খতিয়ান নং ৯২১, এরিয়া পরিমাণ ৫ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি : ভিটা, দান দলিল অনুযায়ী নং ১০৪৬৩-২০১৯ সালের, রেজি. এডিএসআর ডোমকল। **স্বত্বাধিকারী:** মনীরুল ইসলাম পিতা প্রয়াত সাজি রহমান মন্ডল। **(দখল : গঠনমূলক)**	ক) ০৭.১১.২০২২ খ) ২৪.০২.২০২৩ গ) ১৩,০০,৪১৫.৫২ টাকা **(তেরো লক্ষ চারশো পনেরো টাকা বাহান্ন পয়সা মাত্র)** ০৭.১১.২০২২ অনুযায়ী ০২.০৫.২০২২ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১২,৫৭,৩০০.০০ টাকা খ) ১,২৫,৭৩০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU63868415	ক) ২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) নেই
৭.	**শাখার নাম: কুমারদহঘাট (১৩৫১২০)** **রাহুল সেখ (ঋণগ্রহীতা)** **রাহুল সেখ** পিতা- আজিজুল সেখ, গ্রাম- দক্ষিণপাড়া, পোস্ট- মহিষমারা, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩ **জামিনদার: নির্মল মণ্ডল** পিতা- নিমাই মণ্ডল, গ্রাম- দৌলতপুর, রামপাড়া, পোস্ট- মহিষমারা থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩৮	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা - মহিশমারা, জেএল নং ২৩, এলআর প্লট নং ১৪৬৯, এলআর খতিয়ান নং ১১৪৫, এরিয়া পরিমাণ - ০.১০৫ একর, জমির শ্রেণি - ভিটা, হুমাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা হরিহরপাড়া, জেলা - মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং অনুযায়ী ৪৪১২-২০০৫ সালের, রেজি. এডিএসআর হরিহরপাড়া এবং আরও অংশীদারী দলিল নং ৭০০৫-২০১৬ সম্পাদিত রেজি. ডিএসআর - ১, মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী:**রাহুল শেখ, পিতা - আজিজুল শেখ। **(দখল : গঠনমূলক)**	ক) ২৫.০৫.২০২৩ খ) ১৫.০১.২০২৪ গ) ১০,৬০,৯৬৪.১৮ টাকা **(দশ লক্ষ ষাট হাজার নয়শো চৌষট্টি টাকা আঠারো পয়সা মাত্র)** ২৫/০৫/২০২৩ অনুযায়ী ২৮.০৩.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২,৫৫,১৫০.০০ টাকা খ) ২৫,৫১৫.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU65524595	ক) ২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) নেই
৮.	**শাখার নাম: ভাগীরথী (১৫৪১২০)** **মীরা হালদার (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- ষষ্ঠীচরণ হালদার গ্রাম- পাকুরিয়া, পোস্ট- চালতিয়া, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫ **প্রদীপ হালদার (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী- ষষ্ঠীচরণ হালদার গ্রাম- পাকুরিয়া, পোস্ট- চালতিয়া, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত এলআর প্লট নং ৪১, এলআর খতিয়ান নং ২১৬, জেএল নং ৮০, মৌজা- পাকুরিয়া, পরিমাণ ০.০১৮৯৫ একর রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর বহরমপুর, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। **স্বত্বাধিকারী:** মীরা হালদার, পিতা ষষ্ঠীচরণ হালদার **(দখল : গঠনমূলক)**	ক) ১০.০৩.২০২২ খ) ০৬.০১.২০২৩ গ) ১০,৯৯,৪৮২.০৮ টাকা **(দশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার চারশো বিরাশি টাকা এবং আট পয়সা মাত্র)** ০১.০৩.২০২২ অনুযায়ী ৩১.০১.২০২২ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৮,২৭,০৫০.০০ টাকা খ) ৮২,৭০৫.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU64435070	ক) ২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) নেই
৯.	**শাখার নাম:** **মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০)** **মহঃ এনামুল কবির (ঋণগ্রহীতা)** **মহঃ এনামুল কবির** পিতা- লোকমান সেখ, গ্রাম- শিবনগর পোস্ট- গুধিয়া, থানা এবং জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০২	**সম্পত্তি নং ১ (পি১) :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা - কদম শরিফ, জেএল নং ৪৮, প্লট নং আরএস ২৬৮, এলআর ২৩৪, এলআর খতিয়ান নং ৫১৫, এরিয়া পরিমাণ ১.৫ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি - বাড়ি প্রসাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, রোসনবাগ থানা এবং জেলা - মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং অনুযায়ী ২৫৫০-২০০৮ সালের রেজি. এডিএসআর লালবাগ। **সম্পত্তি নং ২ (পি২) :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা - বারান্দা শিবনগর জেএল নং ৭৫, এলআর প্লট নং ১৭২৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৭১২, এরিয়া পরিমাণ ২.৭০ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি ভিটা, থানা - লালবাগ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, কাঁপাসডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, শিবনগর, পো. গুধিয়া, থানা এবং জেলা - মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং অনুযায়ী ২৮৮৫-২০২১ সালের রেজি. এডিএসআর লালবাগ। **স্বত্বাধিকারী:** মহ. এনামুল কবীর, পিতা লোকমান শেখ। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৭.০৯.২০২২ খ) ২৮.১২.২০২২ (পি১) ১৩.০১.২০২৩ (পি২) গ) ২৩,২৮,২৬৪.৬৫ টাকা **(তেইশ লক্ষ আঠাশ হাজার দুইশো চৌষট্টি টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র)** ১৭.০৯.২০২২ অনুযায়ী ০২.০৫.২০২২ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	**সম্পত্তি নং ১ (পি১)** ক) ১৬,৭৬,৭০০.০০ টাকা খ) ১,৬৭,৬৭০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU0967819702 **সম্পত্তি নং. ২ (পি২)** ক) ৯,৭৭,৬৭০.০০ টাকা খ) ৯৭,৭৬৭.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU0967819701	ক) ২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) নেই
১০.	**শাখার নাম: রঘুনাথগঞ্জ (০৪৬৬২০)** **মেসার্স এন.এস. এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ** **ঠিকানা ১:** পিতা- বিজয় প্রতাপ সিংহ, অফটাউন/গ্রাম- পৌরসভা হোল্ডিং নং ৬৯/৭৩, ইন্দিরা পল্লী, ওয়ার্ড নং. ১৯, জঙ্গিপুর পৌরসভার অধীনে, পোস্ট ও থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ। **ঠিকানা ২:** পিতা- বিজয় প্রতাপ সিংহ, মেসার্স এন.এস. এন্টারপ্রাইজ এর স্বত্বাধিকারী, টাউন / গ্রাম- মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৬৯/৭৩, ইন্দিরাল্লী, ওয়ার্ড নং ১৯, জঙ্গিপুর পৌরসভার অধীনে, পোস্ট ও থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদার ১: শ্রীমতি স্বপ্না রানী সিংহ** স্বামী-বিজয় প্রতাপ সিংহ, শহর/গ্রামের- মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৬৯/৭৩, ইন্দিরাপল্লী, ওয়ার্ড নং ১৯, জঙ্গিপুর পৌরসভার অধীনে, পোস্ট ও থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ **জামিনদার ২: বিজয় প্রতাপ সিংহ,** শহর/গ্রাম- মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৬৯/৭৩, ইন্দিরাপল্লী, ওয়ার্ড নং ১৯, জঙ্গিপুর পৌরসভার অধীনে, পোস্ট. ও থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ৬৯/৭৩ ইন্দিরা পল্লী,ওয়ার্ড নং ১৯, জঙ্গিপুর পুরসভা অধীন মৌজা - বাসুদেবপুর, জেএল নং ৯৫, আরএস প্লট নং ৩১৮, এলআর নং ৪৬৮, এলআর খতিয়ান নং ১৭২০, জমির শ্রেণি - প্রকৃতি-ভিটা/বাড়ি এরিয়া পরিমাণ ০৬.০০ ডেসিমেল তদস্থিত তিনতলা ভবন, পোঃ এবং থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তি শ্রীমতি স্বপ্না রানী সিংহ, স্বামী বিজয় প্রতাপ সিংহ-এর নামে উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ৩৭৬৭-১৯৭৬ সালের তারিখ ০৩.০৫.১৯৭৬ এবং বিক্রয় দলিল নং ৩৭৬৮-১৯৭৬, তারিখ ০৩.০৫.১৯৭৬ উভয় রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর জঙ্গিপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। **স্বত্বাধিকারী:** শ্রীমতি স্বপ্না রানী সিংহ, স্বামী বিজয় প্রতাপ সিংহ। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৪.০৫.২০২৩ খ) ১০.১১.২০২৩ গ) ১,১৬,২০,৪৫৭.৬৫ টাকা **(এক কোটি যোল লক্ষ কুড়ি হাজার চারশো সাতান্ন টাকা পয়ষট্টি পয়সা মাত্র)** ২৪/০৫/২০২৩ অনুযায়ী ০১.০৫.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১,২৪,৪৯,৭০০.০০ টাকা খ) ১২,৪৪,৯৭০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU04799104	ক) ২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) নেই
১১.	**শাখার নাম: রঘুনাথগঞ্জ (০৪৬৬২০)** **শ্রী নিমাইচন্দ্র সিংহ (ঋণগ্রহীতা১)** **ঠিকানা ১ :** পিতা- বিজয় প্রতাপ সিংহ, অফটাউন/ গ্রাম- পৌরসভা হোল্ডিং নং ৬৯/৭৩, ইন্দিরা পল্লী, ওয়ার্ড নং. ১৯, জঙ্গিপুর পৌরসভার অধীনে, পোস্ট. ও থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ। **ঠিকানা ২:** পিতা-বিজয় প্রতাপ সিংহ, আবাসিক ফ্ল্যাটের নং সি, ২য় ফ্লোরে, বিল্ডিং এর নাম, 'নীলাদ্রি বিজয় অ্যাপার্টমেন্ট' পৌর প্রেমিসেস নং ২২-এ অবস্থিত, বেলিয়াঘাটা মেইন রোড এখন ড. সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী রোড নামে পরিচিত, থানা - বেলিয়াঘাটা, ওয়ার্ড নং ৩৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থানীয় সীমার মধ্যে, কলকাতা- ৭০০০১০, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রীমতী সুতপা সিংহ (ঋণগ্রহীতা২)** **ঠিকানা ১:** স্বামী- শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ, শহর/ গ্রাম- ইন্দিরাপল্লী, ওয়ার্ড নং ১৯, জঙ্গিপুর পৌরসভার অধীনে, পোস্ট ও থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ। **ঠিকানা ২:** স্বামী- শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ, আবাসিক ফ্ল্যাটের নং সি, ২য় ফ্লোরে, বিল্ডিং এর নাম, 'নীলাদ্রি বিজয় অ্যাপার্টমেন্ট' পৌর প্রেমিসেস নং ২২-এ অবস্থিত, বেলিয়াঘাটা মেইন রোড এখন ড. সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী রোড নামে পরিচিত, থানা- বেলিয়াঘাটা, ওয়ার্ড নং ৩৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থানীয় সীমার মধ্যে, কলকাতা- ৭০০০১০, পশ্চিমবঙ্গ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি দক্ষিণ পূর্ব অংশে তৃতীয় তলে পরিমাণ ৮১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, (জি+৪) তলা ভবন পরিচিত 'নীলাদ্রি বিজয় অ্যাপার্টমেন্ট' নামে। অবস্থিত পুর প্রেমিসেস নং ২২, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, বর্তমানে ড. সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জি রোড নামে পরিচিত থানা বেলিয়াঘাটা, ওয়ার্ড নং ৩৪, স্থানীয় কলকাতা পৌরসংস্থা অধীন কলকাতা - ৭০০০১০ পশ্চিমবঙ্গ সম্পত্তি শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ, পিতা - বিজয় প্রতাপ সিংহ এবং শ্রীমতি সুতপা সিংহ, স্বামী শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ এর নামে শহর/গ্রাম ইন্দিরা পল্লী পো. এবং থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২২৫ পশ্চিমবঙ্গ। উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১৪২২-২০১৯ সালের তারিখ ০৮.০৪.২০১৯ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর শিয়ালদহ, পশ্চিমবঙ্গ। **স্বত্বাধিকারী:** ১. শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ পিতা বিজয় প্রতাপ সিংহ ২. শ্রীমতি সুতপা সিংহ স্বামী শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৪.০৫.২০২৩ খ) ০৩.০১.২০২৪ গ) ৪১,০২,১৯৩.০০ টাকা **(একচল্লিশ লক্ষ দুই হাজার একশো তিরানব্বই টাকা মাত্র)** ২৪.০৫.২০২৩ অনুযায়ী ০১.০৫.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৫০,৩২,৮০০.০০ টাকা খ) ৫,০৩,২৮০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU04793680	ক) ২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) নেই
১২.	**শাখার নাম: বারতানাবাদ (১৩০২২০)** **ক. মোহিনী বস্ত্রালয় (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- আব্দুল খালেক,** পিতা- আব্দুস সাত্তার গ্রাম- আজিমগঞ্জগোলা, পোস্ট ও থানা-ডোমকল, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৩ **জামিনদার: সামেজান্নেসা @ সামেজান খাতুন** স্বামী- আবদুল আজিম খালেক, গ্রাম এবং থানা- ডোমকল, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৩ **খ. আব্দুল খালেক এবং সমজান্নেসা @ সমীজান খাতুন (ঋণগ্রহীতা)** **আব্দুল খালেক** পিতা-আবদুস সাত্তার **সামেজান্নেসা @ সামেজান খাতুন,** স্বামী আব্দুল খালেক, গ্রাম-আজিমগঞ্জগোলা, পোস্ট ও থানা ডোমকল, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৩	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন এবং দোকান অবস্থিত মৌজা- আজিমগঞ্জগোলা, জেএল নং ৩৯, প্লট নং আরএস ১১০, এলআর ১৫২, এলআর খতিয়ান নং ১১১১, ১১১২ এরিয়া পরিমাণ ২ ডেসিমেল জমির শ্রেণি - ভিটা আজিমগঞ্জ গোলা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৩ দান দলিল নং অনুযায়ী ৫০৩০-১৯৯৯ সালের। রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী:** ১. আবদুল খালেক পিতা আবদুস সাত্তার ২. সামেজান্নেসা ওরফে সামেজান খাতুন স্বামী আবদুল খালেক। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৪.০২.২০২৩ খ) ২৩.০৫.২০২৩ গ) ২৫,৫৪,১১৮.৫৫ টাকা **(পঁচিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশো আঠারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র)** ১৪.০২.২০২৩ অনুযায়ী ৩০.১২.২০২২ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৩৬,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৬০,০০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU56807726	ক) ২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) নেই
১৩.	**শাখার নাম: পাঁচথুপি (০৬১৮২০)** **তিলোত্তমা ফরেন লিকিউওর অন শপ (ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- তিলোত্তমা চন্দ্র দে** **ঠিকানা ১ :** গ্রাম এবং পোস্ট- কালেশ্বর, থানা- ময়ুরেশ্বর, জেলা-বীরভুম, পিন- ৭৩১২১৮ **ঠিকানা ২ :** স্বামী- রাজ কুমার চন্দ্র, গ্রাম- মির্জাপুর, পোস্ট- ফতেপুর, থানা- বুরওয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩২। **জামিনদার ১: রাজ কুমার চন্দ্র,** পিতা- কীর্তি চন্দ্র, সাত- মির্জাপুর, পোস্ট- ফতেপুর, থানা বুরওয়ান, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩২। **জামিনদার ২: সাথী ঘোষ,** স্বামী- কেশব চন্দ্র, গ্রাম- মির্জাপুর, পোস্ট- ফতেপুর, থানা বুরওয়ান, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং একতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা- মির্জাপুর, জেএল নং ১১৫, এলআর প্লট নং ৯৫২, এলআর খতিয়ান নং ৭৩১, এরিয়া পরিমাণ ৬ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি- ভিটা, বারওয়ান ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- বারওয়ান, জেলা- মুর্শিদাবাদ দান দলিল নং ৪৬৩৩-২০১৭ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর পাঁচথুপি। **স্বত্বাধিকারী:** রাজকুমার চন্দ্র পিতা কীর্তি চন্দ্র। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ০৩.১২.২০২২ খ) ২৮.০৩.২০২৩ গ) ১০,০৮,৩৬৪.৭২ টাকা **(দশ লক্ষ আট হাজার তিনশো চৌষট্টি টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা মাত্র)** ০৩.১২.২০২২ অনুযায়ী ২৬.০৪.২০২২ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১০,০৩,৮৫০.০০ টাকা খ) ১,০০,৩৮৫.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBKZT004949	ক) ২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) নেই
১৪.	**শাখার নাম: নিমতলা চুনাখালী (০৭০০২০)** **ক. এ.এইচ.এম. এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** **অংশীদারগণ: ১. হাসনা বেওয়া, ২. মেহবুব সেখ** **ঠিকানা: হাসনা বেওয়া,** স্বামী-প্রয়াত জনারুদ্দিন সেখ, গ্রাম- উস্তিয়া, পোস্ট- মুক্তিনগর, থানা বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০২ **এবং মেহবুব সেখ,** পিতা-প্রয়াত জনারুদ্দিন সেখ, গ্রাম- উস্তিয়া, পোস্ট- মুক্তিনগর, থানা বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০২ **খ. হাসনা বেওয়া (ঋণগ্রহীতা),** হাসনা বেওয়া, স্বামী- প্রয়াত জনারুদ্দিন সেখ, গ্রাম-উস্তিয়া, পোস্ট- মুক্তিনগর, থানা- বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০২।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সকল অংশ বসবাসের জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা- জানমহম্মদপুর, জেএল নং ১১২, খতিয়ান নং এলআর ২৪১৭, প্লট নং এলআর ২৫০৩, এরিয়া পরিমাণ- ৩.৫ ডেসিমেল জমির শ্রেণি- ভিটা রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর সদর বহরমপুর মুর্শিদাবাদ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১-২১৭৯ তারিখ ১৪.০৩.২০০০ **স্বত্বাধিকারী:** হাসনা বেওয়া স্বামী প্রয়াত জনরুদ্দিন শেখ। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ০২.০৭.২০২১ খ) ০৫.১১.২০২১ গ) ৬৯,২৭,৬৯১.৮৭ টাকা **(উননব্বই লক্ষ সাতাশ হাজার ছয়শো একানব্বই টাকা এবং সাতাশি পয়সা মাত্র)** ০২.০৭.২০২১ অনুযায়ী এবং এর উপর অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২৯,১৭,৮০০.০০ টাকা খ) ২,৯১,৭৮০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB0U72022643	ক) ২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) নেই
১৫.	**শাখার নাম- বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **সোহিল ফার্টিলাইজার(ঋণগ্রহীতা)** **স্বত্বাধিকারী- মহঃ আবু সুফিয়ান সেখ** **ঠিকানা ১:** মহঃ আবু সুফিয়ান সেখ, গ্রাম ও পোস্ট- দেবকুন্ডু থানা বেলডাঙ্গা, বেলডাঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২১৩৩ **ঠিকানা ২: মহঃ আবু সুফিয়ান সেখ** পিতা- শ্রী সিরাজুল ইসলাম, মেসার্স সোহিল ফার্টিলাইজারের স্বত্বাধিকারী, গ্রাম ও পোস্ট- দেবকুন্ডু, থানা বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, ৭৪২১৩৩। **জামিনদার: মিসেস মেরিনা বেগম,** স্বামী- মহঃ আবু সুফিয়ান সেখ, গ্রাম এবং পোস্ট- দেবকুন্ডু, থানা-বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ- ৭৪২১৩৩।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা - দেবকুন্ড, জেএল নং ৪৯, আরএস খতিয়ান নং ৩৯, এলআর খতিয়ান নং ৯৭৯, ১০৯৯, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৯৯০, পরিমাণ এরিয়া ৫ ডেসিমেল, মদ্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন পো. মদ্দা, থানা- বেলডাঙা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩। **স্বত্বাধিকারী:** মহ. আবু সুফিয়ান শেখ পিতা সিরাজুল ইসলাম। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ২৯.০৭.২০২১ খ) ২৮.১০.২০২১ গ) ২৪,৭৫,৯৯৯.৪২ টাকা **(চব্বিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার নয়শো নিরানব্বই টাকা বিয়াল্লিশ পয়সা মাত্র)** ২৯.০৭.২০২১ অনুযায়ী ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ২০,১৭,০০০.০০ টাকা খ) ২,০১,৭০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU62189533	ক) ২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) নেই
১৬.	**শাখার নাম: উমরপুর (১৩৭৭২০)** **মনিরুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)** **মনিরুল ইসলাম** পিতা- সুলতান সেখ, গ্রাম- মঙ্গলজান, পোস্ট- ঘোষপাড়া, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদবাদ, পিন- ৭৪২২৩৫ **জামিনদার: মনোয়ারা বিবি,** স্বামী- মনিরুল ইসলাম, গ্রাম- মঙ্গলজান, পোস্ট ঘোষপাড়া, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদবাদ, পিন- ৭৪২২৩৫	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা - ঘোড়সালা, জেএল নং ৯৮, খতিয়ান নং ৬০২০, দাগ নং ১৫২৪, কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন এরিয়া পরিমাণ- ২.৫ ডেসিমেল, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ **স্বত্বাধিকারী:** মণিরুল ইসলাম পিতা সুলতান শেখ। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১০.০৮.২০২১ খ) ১৮.০১.২০২২ গ) ১২,১৮,০০১.৪১ টাকা **(বারো লক্ষ আঠারো হাজার এক টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা মাত্র)** ০৯.০৮.২০২১ অনুযায়ী ৩০.০৬.২০২১ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি।	ক) ১৫,৬১,৫০০.০০ টাকা খ) ১,৫৬,১৫০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU43676156	ক) ২৮.০৬.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) নেই

নিয়ম ও শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :-
১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে "**যেখানে যেমন আছে**" এবং "**যেখানে যা আছে**" এবং "**যেখানে যা-কিছু আছে**" ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহি-যোগ্য হবেন না।
৩) নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে **ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com** -তে **২৮.০৬.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা।**
৪) বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন **www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**
৫) বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে যে কোনও প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা **শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা (সিএম)** -এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, **মোঃ ৯৮০১৮১২১৬০।**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২ -এর রুল ৯(১) -এর অধীন সংবিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২১.০৫.২০২৪
স্থান : বহরমপুর

শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা
(চিফ ম্যানেজার)
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

মহারাষ্ট্রে ফের রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত ৬

মুম্বই, ২৩ মে: মহারাষ্ট্রে আবার রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণ এবং মৃত্যু! এক মাসের ব্যবধানে। জলগাঁওয়ের পরে এ বার থানেতে। বৃহস্পতিবার দুপুরে থানের ডোম্বিবলি এলাকায় ওই রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ছ'জন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও অন্তত ২৫ জন। বিস্ফোরণের কারণে গোটা কারখানায় আগুন ধরে যায়।

জ্বলন্ত কারখানার মধ্যে আরও কয়েক জন আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে হতাহতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করে। পুলিশ জানিয়েছে, এমআইডিসি ফেজ-২-এ অমুদন কেমিক্যাল কোম্পানির রাসায়নিক কারখানার ভিতরে একটি বয়লার বিস্ফোরণের পর আগুন লাগে। তার পর আরও দু'টি বয়লারে বিস্ফোরণ হয়। মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের দাবি, দুর্ঘটনার ১০ মিনিটের মধ্যে দমকল পৌঁছয় ঘটনাস্থলে। আসেন জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র জওয়ানেরাও।

‘অগ্নিবীর’ নিয়ে রাজনীতি নয়, কংগ্রেসকে নির্দেশ কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৩ মে: লোকসভা ভোটের প্রচারে অগ্নিবীর প্রকল্পের ব্যবহার নয়। কংগ্রেসকে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার সরব হলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। তাঁর দাবি, কমিশন যেভাবে অগ্নিবীর নিয়ে কংগ্রেসের মুখ বন্ধ করতে চাইছে, সেটা অনৈতিক।

কংগ্রেস সূত্রের দাবি, বুধবার মল্লিকার্জুন খাড়্গেকে কমিশনের তরফে যে চিঠি লেখা হয়েছে, তাতে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে অগ্নিবীর প্রকল্পের কথা। কমিশন কংগ্রেসকে জানিয়েছে, সেনাবাহিনী নিয়ে এমন কোনও মন্তব্য করা উচিত নয়, যা সেনাবাহিনীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থাকে বিঘ্নিত করতে পারে। অগ্নিবীর প্রকল্পকে রাজনীতির হাতিয়ার করা উচিত নয়।

কমিশনের সেই মন্তব্যের কথা উল্লেখ করে একটি টুইট করেছেন চিদম্বরম। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী বলছেন, ‘নির্বাচন কমিশন এভাবে আমাদের অগ্নিবীর নিয়ে প্রচারে বাধা দিতে পারে না। রাজনীতি করা আর সরকারের নীতির সমালোচনা করার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। কমিশন কি রাজনীতি বলতে সমালোচনা বোঝাতে চাইছে? বিরোধীদের তো সরকারি নীতির সমালোচনা করার অধিকার আছে।’ চিদম্বরম বলছেন, ‘অগ্নিবীর একটা প্রকল্প। যা কিনা সরকারের নীতির ফলাফল। সেটার সমালোচনা করা, বা সরকারে এলে বাতিল করে দেব বলাটা বিরোধীদের অধিকারের মধ্যে পড়ে।’

উল্লেখ্য, এই অগ্নিপথ প্রকল্প ঘোষণার পরে উত্তাল হয়েছিল গোটা দেশ। নানা রাজ্যে হিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল। হরিয়ানায় লাগাতার বিক্ষোভ হয়েছে এই প্রকল্পের বিরোধিতায়। সম্প্রতি অগ্নিবীর নিয়ে বার বার সরব হয়েছেন রাহুল গান্ধি। বুধবারই তিনি হরিয়ানায় গিয়ে ঘোষণা করে এসেছেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় এল অগ্নিবীর প্রকল্প ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলা হবে। ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাবের মতো রাজ্যে অগ্নিবীর প্রকল্পের জেরে লোকসভায় ক্ষতি হতে পারে বিজেপির। সেটাকেই ব্যবহার করতে চাইছে কংগ্রেস। কমিশন কংগ্রেসের সেই প্রচারেই নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চায়।

নির্বাচনের মধ্যেই শেয়ার বাজারে ঝড়

নয়াদিল্লি, ২৩ মে: নির্বাচনের মধ্যে ফের চাঙ্গা শেয়ার বাজার। বৃহস্পতিবার ইতিহাস গড়ল সেনসেক্স। নয়া রেকর্ড গড়েছে নিফটির সূচকও। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার লাভবান হয়েছে আদানি গোষ্ঠীর মতো একাধিক সংস্থা। তবে সেনসেক্সের নজির গড়ার দিনেও বেশ কয়েকটি সংস্থার বিনিয়োগকারীদের লোকসান হয়েছে।

নির্বাচনের আবহে বেশ ওঠাপড়া হয়েছে শেয়ার বাজারে। ভোটগ্রহণ শুরুর দিকে লাগাতার নেমেছে সেনসেক্সের সূচক। তবে ভোটের ফলপ্রকাশের দিন এগিয়ে আসতেই ধীরে ধীরে ফর্মে ফিরেছে শেয়ার বাজারও। গত শুক্রবার থেকে লাভের মুখ দেখেছেন বিনিয়োগকারীরা। সেই ধারা বজায় রেখেই বৃহস্পতিবার নয়া শিখর ছুঁল বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ। সেনসেক্স এবং নিফটি- নতুন রেকর্ড গড়েছে দুই সূচকই।

বৃহস্পতিবার সকালে বাজার খোলার পর থেকেই সেনসেক্সের সূচক ছিল উর্ধ্বমুখী। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নজির গড়ে নিফটি মিডক্যাপ ১০০র সূচক। তার পর থেকেই ভারতীয় সংস্থাগুলোর শেয়ার বাড়ে লাফিয়ে। বেলা দুটো নাগাদ আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে নয়া সূচক ছুঁয়ে ফেলে সেনসেক্স ও নিফটি। ইতিহাসে প্রথমবার ৭৫ হাজার ৩০০র গণ্ডি পেরিয়েছে সেনসেক্সের সূচক। ২২ হাজার ৯০০ পেরিয়ে গিয়েছে নিফটিও।

এদিন সবমিলিয়ে ১ হাজার পয়েন্টেরও বেশি উন্নতি করেছে সেনসেক্স। বাজার বন্ধ হওয়ার আগে ৭৫, ৪১৮ ছিল সেনসেক্সের সূচক, গতকালের তুলনায় ১.৬১ শতাংশ বেশি। বুধবারের থেকে ১১৯৭ পয়েন্ট বেড়েছে সেনসেক্স। একদিনে ১.৬৪ শতাংশ উন্নতি করেছে নিফটিও। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারই একটি সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, নির্বাচন শেষে নজির গড়বে বিজেপি। সেই সঙ্গে রেকর্ড উত্থান হবে শেয়ার বাজারেও। ৪ জুন ভোটের ফলপ্রকাশের পরেই চড়চড়িয়ে বাড়বে সেনসেক্সের সূচক। তার পর থেকেই রেকর্ড উত্থান শুরু শেয়ার বাজারে।

হিংসায় উস্কানি দিয়েছেন লালু-কন্যা এফআইআর করল বিহার পুলিশ

পাটনা, ২৩ মে: সারণে মঙ্গলবারের ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদের কন্যা রোহিণী আচার্যের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল বিহার পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের প্রশাসন বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, সারণ লোকসভা কেন্দ্রের আরজেডি প্রার্থী রোহিণীর বিরুদ্ধে হিংসায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

গত সোমবার পঞ্চম দফায় ভোট ছিল সারণে। সেখানে বিজেপির বিদায়ী সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীবপ্রতাপ রুডির সঙ্গে মূল লড়াই লালু-কন্যা রোহিণীর। ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার ঠিক আগে ওই দিন সন্ধ্যায় ছপরার একটি বুথে গিয়েছিলেন রোহিণী। সেই সময়েই বিজেপি এবং আরজেডির কর্মী-সমর্থকেরা পরস্পরের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন।

বিজেপির অভিযোগ, বুথে জোর করে ঢুকে পড়েছিলেন রোহিণী। শুধু তা-ই নয়, তাঁর সমর্থকেরা ভোটারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করেন। সেই ঘটনা থেকে ঝামেলা শুরু হতেই দ্রুত ওই জায়গা ছেড়ে চলে যান লালু-কন্যা। বিষয়টি তখনকার মতো থেমে গেলেও তলে তলে কিন্তু একটা ক্ষোভের আঁচ জ্বলছিল। মঙ্গলবার সকাল হতেই আবার দু'পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

সংঘর্ষে দু'পক্ষই আগ্নেয়াস্ত্র এবং ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করে বলে অভিযোগ। গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত হন। গুরুতর জখম হন দু'জন। সারণের ‘হিংসা’ যাতে ভোটের বিহারে অন্যত্র ছড়িয়ে না পড়ে, তাই দু'দিনের জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয় নীতীশ প্রশাসন। কয়েকটি এলাকায় জারি হয় ১৪৪ ধারা।

মেক্সিকোয় নির্বাচনী প্রচার মঞ্চ ভেঙে মৃত ৯, আহত শতাধিক

মেক্সিকো সিটি, ২৩ মে: বুধবার মেক্সিকোয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন দুর্ঘটনা। মঞ্চ ভেঙে প্রাণ হারিয়েছেন ন'জন। মৃতদের মধ্যে একটি শিশু রয়েছে। আহত কমপক্ষে ১২১ জন। উত্তর মেক্সিকোর নুনেভো লিওনের সান পেড্রো গার্জা গার্সিয়া শহরে যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচার করছিলেন সিটিজেন্স মুভমেন্ট পার্টির প্রার্থী জর্জ আলভারেজ মেনেজ, তখন আচমকা দমকা হাওয়ায় মঞ্চ ভেঙে পড়ে। প্রার্থী মেনেজ আহত হলেও, তাঁর চোট গুরুতর নয়। তিনি এই দুর্ঘটনার নিরপক্ষে তদন্ত চেয়েছেন। উল্লেখ্য, আগামী ২ জুন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।

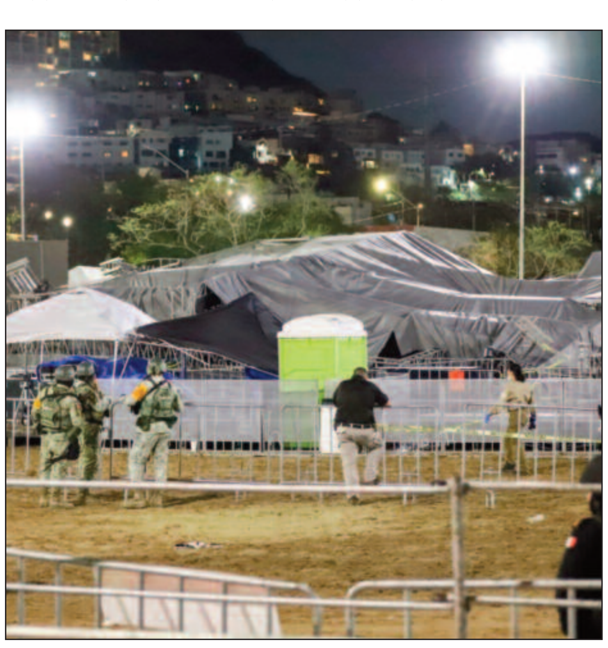

স্বাতীর পাশে নির্ভয়ার মা কড়া পদক্ষেপের আর্জি কেজরিওয়ালের কাছে

নয়াদিল্লি, ২৩ মে: আপ্তসহায়কের হাতে স্বাতী মালিওয়ালকে হেনস্তার ঘটনায় এবার প্রতিক্রিয়া জানালেন নির্ভয়ার মা। ২০১২ সালের গণধর্ষণ কাণ্ডের নির্যাতিতার মা আশা দেবীর আর্জি, স্বাতীর পাশে দাঁড়ান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

সংবাদ সংস্থার সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘নির্ভয়া মামলাকে ঘিরে তৈরি হওয়া মানুষের ক্রোধের আবহেই আপ ক্ষমতায় এসেছিল। আজ যদি রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল নিরাপদ না হন, তাহলে সাধারণ মহিলাদের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রত্যাশা থাকে!’ এর পর কেজরিওয়ালের কাছে তাঁর আর্জি, ‘ওঁর (কেজরিওয়াল) উচিত পদক্ষেপ করা। উনি মুখ্যমন্ত্রী। নিজেকে দিল্লির ভাই ও পুত্র বলে দাবি করেন। সেকথা মাথায় রেখেই ওঁর মুখ খোলা দরকার। এবং অভিযুক্তর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করাও প্রয়োজন।’

আশা দেবীর এহেন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় মুখ খুলেছেন স্বাতীও। জানিয়েছেন, ‘নির্ভয়ার মা ন্যায়ের জন্য দীর্ঘ লড়াই করেছিলেন। আমি যখন নাবালক ধর্ষকের শাস্তির দাবিতে অনশন করেছিলাম, উনি আমাকে সমর্থন করেছিলেন। আজ উনি আমার সমর্থনে যে ভিডিও প্রকাশ করেছেন তা দেখে আমি অভিভূত। কিন্তু এজন্য কোনও কোনও নেতা ওঁকে বিজেপির এজেন্ট পর্যন্ত বলছেন।’

প্রসঙ্গত, এই ঘটনায় প্রথমে নীরবতা বজায় রেখেছিলেন কেজরিওয়াল। কিন্তু ক্রমে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। এর পর বুধবারই স্বাতীর ঘটনায় প্রথমবার মুখ খোলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে তিনি বলেন, যেহেতু বিষয়টি এখনও বিচারাধীন তাই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কথা বললে তদন্ত প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু গোটা ঘটনার স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত বলে দাবি করেন আপ সুপ্রিমো। স্বাতীর হেনস্তার সময়ে ঘটনাস্থলে ছিলেন না বলেই কেজরির দাবি। তিনি বলেন, ‘এই ঘটনার দুরকম বয়ান রয়েছে। আশা করি দুই তরফের বক্তব্যের ভিত্তিতেই তদন্ত করবে পুলিশ। ন্যায়বিচার পাবে সকলে।’

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [৮(৬) এবং ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১১.০৬.২০২৪
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ০৪.০৬.২০২৪ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত
বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ হারে ডাকদাতার ওয়ালেটের মাধ্যমে যা মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত ই-অকশন সাইট https:// www.mstcecom-merce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp মাধ্যমে আরটিজিএস/ এনইএফটি দ্বারা স্থানান্তর/দাখিল করতে হবে। আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিটক প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক ইএমডি ক্রেডিট স্বীকৃতি দেওয়া হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি'র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গৃহীত এবং আপডেট ইনফরমেশনের ভিত্তিতে ই-নিলাম ওয়েবসাইটে দেখার পরই। এই প্রক্রিয়া ব্যাঙ্কের প্রক্রিয়ার কারণে কিছুটা সময় লাগতে পারে ফলে ডাকদাতাগণকে তাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট পূর্বে দাখিল পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যেখানে জিএসটি প্রযোজ্য ক্রেতাকে তা দিতে হবে।

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যেমন অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে ১১.০৬.২০২৪ তারিখে** সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১
[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬), রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২)]
সংশ্লিষ্ট **৬৫,৯৮,০০০.০০ টাকা ২৭.০৯.২০২১** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স বালাজি এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা. শ্রীমতি প্রীতি সাহা**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ ঃ ১৪,৯২,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ১,৪৯,২০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং ২ ঃ ৯,৩০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ৯৩,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং ৩ ঃ ৮,০৫,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ৮০,৫০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ২০,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য)
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)
সম্পত্তি নং ১ :
ফ্ল্যাট নং ‘এ’, ৮৭৮ বর্গফুট এসবিইউএ (৭০২ বর্গফুট বিইউএ) ৩য় তলে, ‘প্রীতম অ্যাপার্টমেন্ট’ এর উত্তর দিকে, হোল্ডিং নং ২৭৭, ডি সি আর রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, চন্দননগর পৌর সংস্থার অধীন, পো এবং থানা - চন্দননগর, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২১৩৬, মৌজা-চন্দননগর, জেএল নং : ০১, এলআর প্লট নং ২০২ এবং ২০৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৮, ৬১৯, ১১২৯ এবং ১৫০১। জমির শ্রেণি-‘বাস্তু’। **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**
সম্পত্তি নং ২:
ফ্ল্যাট নং ‘সি’, ৫৪১ বর্গফুট এসবিইউএ (৪৩৩ বর্গফুট বিইউএ) একতলায় ‘প্রীতম অ্যাপার্টমেন্ট’এর উত্তর দিকে, হোল্ডিং নং ২৭৭, ডি সি আর রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, চন্দননগর পৌর সংস্থার অধীন,পো এবং থানা-চন্দননগর, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২১৩৬, মৌজা- চন্দননগর,জেএল নং০১, এলআর প্লট নং ২০২ এবং ২০৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৮, ৬১৯, ১১২৯, এবং ১৫০১, জমির শ্রেণি -‘বাস্তু’। **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**
সম্পত্তি নং : ৩
মেসার্স বালাজি এন্টারপ্রাইজ, গ্রাম-হোসেনবাদ, পো - মগরা, কুন্ডু পাম্পের নিকট, হুগলি, পিন-৭১২১৪৮-এর প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি। **(সম্পত্তি কার্যকরী দখলীকৃত)**

সম্পত্তি নং - ১ অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট URL : https://sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in/	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং - ২ অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট URL : https://sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in/	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

সম্পত্তি নং - ৩ অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট URL : https://sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in/	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

ক্রম নং ০২
[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]
সংশ্লিষ্ট **৪,৭০,১৭,০২৮.০০ টাকা ৩০.০৪.২০১৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক অনুযায়ী জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স কালী মাতা রাইস মিল, অংশীদার (গণ)/জামিনদাতা (গণ) ঃ শ্রী শ্রীকান্ত কেস এবং শ্রীমতি আনন্দময়ী কেস**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ ঃ ৩৮.৭৫ লাখ টাকা এবং বায়না জমা দাখিল ৩,৮৭,৫০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ২০,০০০.০০ টাকা
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)
সম্পত্তি নং ১ ঃ
ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন এবং অন্যান্য সিভিল নির্মাণ মৌজা - মন্ডলগ্রাম, থানা - মেমারি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, জেএল নং ০৭ অধীন, খতিয়ান নং আরএস ৫০৭৭, প্লট নং আরএস ৩১৩ পরিমাণ ৮২ ডেসিমেল উল্লেখ্য দলিল নং ৩৫০৩-২০০৭ সালের শ্রী শ্রীকান্ত কেস, নামে রেজিস্ট্রিকৃত বুক I, সিডি ভল্যুম নং ১১, পাতা ৩৯৮৮-৪০১০ পর্যন্ত।
সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত

সম্পত্তি নং - ১ অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট URL : https://sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in/	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

ক্রম নং ০৩
[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]
সংশ্লিষ্ট **২৯,৪৫,৭০৮.০০ টাকা ০৯.০৬.২০১৪** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **শ্রীমতি প্রিয়াংকা দে**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ ঃ ১৫.৩০ লাখ টাকা এবং বায়না জমা দাখিল ১,৫৩,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ২০,০০০.০০ টাকা
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)
সম্পত্তি নং ১:
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪০২, পঞ্চমতলে, পরিচিত রিদ্ধি সিদ্ধি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে, হোল্ডিং নং ৪১/সি, কুমীরজলা রোড, শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর পুরসভা অধীন, এবং থানা : শ্রীরামপুর পরিমাণ এরিয়া কমবেশি ৭১৮ বর্গফুট দক্ষিণের চলাচলের পথের অধিকার সহ। সম্পত্তি শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা দে এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ০৬০৫০২৪৬৩-২০১৭। নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৬৫১১ থেকে ৫৬৫৪৫।
সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত

সম্পত্তি নং - ১ অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট URL : https://sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in/	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

ক্রম নং ০৪
[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]
সংশ্লিষ্ট **১৫,০০,৩৯০.০০ টাকা ২৪.০৪.২০১৯** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **প্রিয়াংকা পাল চৌধুরি, স্বামী অভ্র পাল চৌধুরি**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ ঃ ২১.৪০ লাখ টাকা এবং বায়না জমা দাখিল ২,১৪,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ২০,০০০.০০ টাকা
(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)
সম্পত্তি নং ১ :
স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এ-৩, চতুর্থতলে, চারতলা ভবনে এবং পরিচিত ‘‘কৃষ্ণ কুঞ্জ’’ নামে, পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৫৯১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৭০৯.২ বর্গফুট , দুই বেড রুম, এক ড্রইং/ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি , এক ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং উক্ত ভবনের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত মৌজা : বড়বাহেরা, জেএল নং ৫, আরএস দাগ নং ৮১৭/১০৭১ এবং ৮১৭/১০৭২ ।আরএস খতিয়ান নং ৭০৭,এলআর দাগ নং ২১২৪ এবং ১৯১৬/২৯২৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৬৮১ এবং ৩৭২২ অবস্থিত বিদ্যাসাগর রোড, পো : নবগ্রাম, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : উত্তরপাড়া, অ্যাডি. ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি।
সম্পত্তির স্বত্ব দখলীকৃত

সম্পত্তি নং - ১ অনুসন্ধান

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট URL : https://sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট URL : https://ibapi.in/	সম্পত্তির অবস্থান	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জ্ঞাত দখলদারি সহ জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতা ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এমএসটিসি'র ওয়েবসাইট https://ibapi.in/Sale_info_login.aspx এবং https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দ্বারা প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন।

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

তারিখ ঃ ২৪.০৫.২০২৪
স্থান ঃ বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

দলের চেহারা বদলে ফেলতে চায় আরসিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরও এক বার কি দলের খোলনলচে বদলে ফেলবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু? এ বারও আইপিএল থেকে বিদায় নিয়েছে তারা। ব্যর্থতার পরে এখন থেকেই আগামী মরসুমের ভাবনা শুরু করে দিয়েছেন বিরাট কোহলিদের কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার। আগামী মরসুমে মেগা নিলামে দলের বেশ কিছু জায়গায় বদল দরকার বলে মনে করছেন তিনি।

বুধবার আমদাবাদে রাজস্থান রয়্যালসের কাছে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে বেঙ্গালুরু। তার পরে সাংবাদিক বৈঠকে বিরাটদের কোচ ফ্লাওয়ার বলেন, তসামনের মরসুমে কাকে নেব, এখন থেকেই সেই চিন্তা করা একটু বেশি তাড়াহুড়ো হয়ে যাবে। এখন এই বিষয়ে কথা বলতে চাইছি না।দ যদিও তার পরেও বেশ কিছু বিষয়ে মুখ খোলেন তিনি।

ঘরের মাঠের সুবিধা তুলতে পারেনি বেঙ্গালুরু। চিন্নাস্বামীতে কী ভাবে ম্যাচ জেতা যাবে তার পরিকল্পনা অবশ্য শুরু করে দিয়েছেন ফ্লাওয়ার। তিনি বলেন, তচিন্নাস্বামী আইপিএলের বাকি মাঠগুলোর থেকে আলাদা। এই মাঠে দক্ষ বোলার দরকার। শুধু গতি থাকলেই এই মাঠে হবে না। কঠিন পরিস্থিতিতে বল করার দক্ষতা না থাকলে চিন্নাস্বামীতে জেতা অসম্ভব। বোলারদের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। বুদ্ধিমান বোলার দরকার আমাদের।দ

পাশাপাশি কিছু মারকুটে ব্যাটার দরকার বলেও জানিয়েছেন ফ্লাওয়ার। কোহলিদের কোচ বলেন, তটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট অনেক বদলে গিয়েছে। এখন মারকুটে ব্যাটারের গুরুত্ব অনেক বেশি। এই ধরনের কিছু ব্যাটার আমাদের দরকার, যারা নেমেই বড় শট খেলার দক্ষতা রাখে।

চলতি আইপিএলে বিরাট কোহলি বাদে ফাফ ডুপ্লেসি ও দীনেশ কার্তিক কিছুটা ভাল খেলেছেন। কিন্তু ক্যামেরন গ্রিন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলরা ব্যাট হাতে বিশেষ কিছু করতে পারেননি। বোলারেরাও রান দিয়েছেন। সেই কারণেই হয়তো এখন থেকে কিছু নাম মাথায় রয়েছে ফ্লাওয়ারের। আগামী আইপিএলের আগে মেগা নিলাম। সেখানে নিজের পছন্দের দল গড়ার চেষ্টা করবেন তিনি।

আইপিএলের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের দেশের বিরোধিতায় ইংরেজ অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেশের হয়ে খেলার জন্য আইপিএলের মাঝপথে দল ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে তাঁকে। সেই জস বাটলার দেশে গিয়ে একটি মন্তব্য করে বিতর্ক বাধালেন। জানালেন, আইপিএলের সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থাকাই উচিত নয়। নিজের দেশেরই বিরোধিতা করেছেন তিনি।

বৃষ্টির কারণে প্রথম টি-টোয়েন্টি ভেস্তে যাওয়ার পর একটি টিভি চ্যানেলে বাটলার বলেন, একটা নতুন প্রতিযোগিতা খেলতে চলেছি। সেখানে দলের সবাইকে পেয়ে ভাল লাগছে। তবে ব্যক্তিগত ভাবে আমার মতে, আইপিএলের সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থাকা উচিত নয়। এটা একদমই নিজের মনের কথা বললাম। আইপিএলের সময়ের সঙ্গে সংঘাত হয়, এমন কোনও সময়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থাকার দরকার নেই।

তাঁর কথায় বিতর্ক হতে পারে বুঝে সঙ্গে সঙ্গে বাটলার বলেন, আমার প্রথম ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হিসাবে দেশের হয়ে খেলা। বিশ্বকাপের জন্য যতটা ভাল সম্ভব প্রস্তুতি নিতে চাই আমরা।

তবে ইংল্যান্ডের বোর্ড প্রধান রব কি কিছু দিন আগে উল্টো কথাই বলেছিলেন। ইংল্যান্ড অধিনায়কের সঙ্গে কথোপকথনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন তিনি। বাটলারকে বলেছিলেন, শোনো, তুমি ইংল্যান্ডের অধিনায়ক। তাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই সিরিজ অবশ্যই তোমার খেলা উচিত। তোমার কি মনে হয়?

বাটলার নাকি রবকে বলেছিলেন, আমি চাই দ্রুত ফিরে আসতে এবং এই সিরিজনে ভাল খেলে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিতে। অর্থাৎ বোর্ড প্রধানের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তাকে মান্যতা দিলেন না বাটলার। এটা নিয়েই বিতর্ক বেধেছে।

‘ক্ষুধার্ত’ কোহলিকে বিশ্বকাপে দেখার অপেক্ষায় ফ্লাওয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আরেকটি আইপিএল, বিরাট কোহলির আরও একটি শিরোপাহীন বছর। আইপিএল শিরোপা কোহলিকে ফাঁকি দেওয়ার ১৭ বছর পূর্ণ হলো এবার। বছরের পর বছর এভাবে শিরোপাহীন থাকার পরও কোহলি যেভাবে খেলাটির জন্য ‘ক্ষুধার্ত’, সেটা দেখে মুগ্ধ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার।

এবারের আইপিএলে মৌসুমের মাঝপথে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ালেও এলিমিনেটরে গতকাল আহমেদাবাদে রাজস্থান রয়্যালসের কাছে হেরে ছিটকে গেছে বেঙ্গালুরু। দল এলিমিনেটর থেকে ছিটকে গেলেও একটি সেঞ্চুরি ও পাঁচটি ফিফটিতে ৭৪১ রান নিয়ে এখন পর্যন্ত এবারের আইপিএলের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ৩৫ বছর বয়সী কোহলি।

এবারের আইপিএলে ভারতের তারকা ব্যাটসম্যানের ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ ফ্লাওয়ার। এখন তিনি অপেক্ষায় আছেন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে বাংলাদেশ সময় ২ জুন শুরু হতে যাওয়া এবারের টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোহলিকে দেখার। জিম্বাবুয়ের সাবেক উইকেটকিপার, ব্যাটসম্যান বলেছেন, ‘তার সঙ্গে একই ড্রেসিংরুমে কাজ করা সত্যিকার অর্থেই আনন্দের। একজন সাবেক ব্যাটসম্যান হিসেবে তাকে ব্যাট করতে দেখাটাও দারুণ আনন্দের।’

এবারের আইপিএলে নিজের দল বেঙ্গালুরুর সবচেয়ে বড় প্রয়োজনের দিনে অবশ্য বেশি কিছু করতে পারেননি কোহলি। দলের ৪ উইকেটের হারে ৩ চার ও ১ ছক্কায় ২৪ বলে ৩৩ রান করেছেন তিনি। কিন্তু ফিল্ডিংয়ে দুর্দান্ত এক থ্রোয়ে আউট করতে সহায়তা করেছেন রাজস্থানের ধ্রুব জুরেলকে।

সব মিলিয়ে ফ্লাওয়ার বলেছেন, ‘খেলাটি নিয়ে সে যেভাবে ভাবে, আর এটাকে সে যে অসাধারণ স্কিল, আক্রমণাত্মক মনোভাব আর ক্ষুধা নিয়ে সেই ভাবনার প্রতিফলন ঘটায়...আমি বিশ্বকাপে তাকে দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। অসাধারণ সব রেকর্ডের অধিকারী হওয়ার পরও সে যেভাবে এখনো তার খেলার বিবর্তন ঘটায়, সেটা অসাধারণ।’

কোহলি এবারের আইপিএলে রান তুলেছেন ১৫৪.৬৯ স্ট্রাইক রেটে, মেরেছেন ৬২টি চার ও ৩৮টি ছক্কা। এরপরও অবশ্য টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে বেশির ভাগ সময়ে স্ট্রাইক রেট নিয়ে সমালোচনা শুনতে হয়েছে কোহলিকে। সমালোচনার চাপের মধ্যে কোহলি ভালো খেলেন মন্তব্য করে এটাকে তাঁর জন্য শাপেবর বলেই মনে করেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক এবি ডি ভিলিয়ার্স।

জিও সিনেমাকে বেঙ্গালুরুর সাবেক খেলোয়াড় ডি ভিলিয়ার্স বলেছেন, ‘হয়তো এটা (কোহলির সমালোচনা) একদিক থেকে আশীর্বাদই। কারণ, এসব জিনিস তাকে খুব অনুপ্রাণিত করে।’ আইপিএলে দিল্লির প্রধান কোচ ও অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিং এদিকে কোহলির সমালোচনা নিয়ে বলেছেন, ‘আমার মনে হয়, ভারতে মানুষ সব সময় কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে...।’

আইপিএল থেকে কি বিদায় কার্তিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দিনেশ কার্তিক আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো আইপিএল থেকে অবসরের ব্যাপারে কিছুই জানাননি। কিন্তু আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে বুধবার আইপিএলের এলিমিনেটরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ৪ উইকেটে হারের পর যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল, তা দেখেই ব্যাপারটা আন্দাজ করে নেওয়া যায়। কাল সম্ভবত আইপিএলে নিজের শেষ ম্যাচটা খেলে ফেলেছেন কার্তিক। আইপিএলের অন্যতম সম্প্রচারকারী চ্যানেল জিও সিনেমা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে তাঁর অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছে।

৩৮ বছর বয়সী কার্তিক মৌসুম শুরুর আগে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এবারের আইপিএলই তাঁর শেষ। কাল এলিমিনেটর ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের জয়ের পর হাতের গ্লাভস খুলে গ্যালারির দর্শকদের দিকে হাত তুলে অভিবাদনের জবাব দেন কার্তিক। বেঙ্গালুরু সতীর্থ বিরাট কোহলি ও অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসিকে জড়িয়েও ধরেন।

কোহলির নেতৃত্বে বেঙ্গালুরুর খেলোয়াড়েরা তাঁকে গার্ড অব অনারও দিয়েছেন। মাঠ ছাড়ার আগে গ্যালারির দর্শকদের দিকে এগিয়ে যান কার্তিক। কোহলি তখন একটু দূরে দাঁড়িয়ে করতালি দিচ্ছিলেন। দর্শকেরাও কার্তিককে করতালির অভিনন্দনে সিক্ত করেন। এক্সে জিও সিনেমার পোস্টে লেখা হয়, ‘১৬ বছর, ৬টি দল, অসংখ্য স্মৃতি। ধন্যবাদ ডিকে (দিনেশ কার্তিক)।’

আইপিএলে ২৫৭ ম্যাচে ৪৮৫২ রান করেছেন কার্তিক। ফিফটি ২২টি। আইপিএল ইতিহাসের শীর্ষ ১০ রানসংগ্রাহকদের একজন তিনি। ডিসমিসালের (২৩৫ ইনিংসে ১৭৪টি) তাঁর অবস্থান দুইয়ে। ১৯০ ডিসমিসাল নিয়ে শীর্ষে মহেন্দ্র সিং ধোনি। এবার ১৫ ম্যাচে ১৮৭ স্ট্রাইক রেটে ৩২৬ রান করেছেন কার্তিক। আইপিএলে এ পর্যন্ত ৬টি ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রতিনিধিত্ব করেছেন কার্তিক। খেলছেন ২০০৮ সালের প্রথম সংস্করণ থেকে।

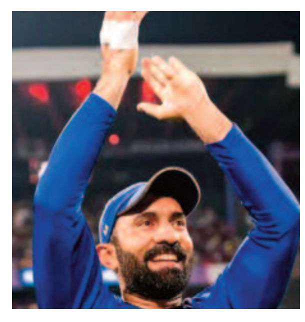

খেলার পাশাপাশি ধারাভাষ্যেও বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন কার্তিক। বেঙ্গালুরুর বিদায়ের পর জিও সিনেমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার রবিন উথাপ্পা, ‘অবশ্যই মাইক্রোফোন হাতে তার ক্যারিয়ার দীর্ঘ হবে। সে এ খেলা এবং আইপিএলের কত বড় তারকা! সে খুব আবেগপ্রবণ হবে। ক্যারিয়ার শেষ করা সহজ ব্যাপার নয়। আইপিএলে দর্শকদের সামনে, আরসিবির ঘুরে দাঁড়ানোর পর সেটা করতে পারা আসলে স্বপ্নের মতো। অবিশ্বাস্য ক্যারিয়ারের জন্য অভিনন্দন ডিকে। মাইকের ওপাশে (ধারাভাষ্য) এখন তোমার জন্য অন্যকিছু অপেক্ষা করছে।’

এবার আইপিএল শুরুর আগে ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআইকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা বলেছিলেন, ‘২০২৪ সালের সংস্করণ হবে তার (দিনেশ কার্তিক) শেষ আইপিএল। আইপিএল শেষে সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে ভাববে।’

ভারতের হয়ে সর্বশেষ ২০২২ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেছেন কার্তিক। অ্যাডিলেডে বাংলাদেশের বিপক্ষে বৃষ্টিবিঘ্নিত সেই ম্যাচে ডিএলএস পদ্ধতিতে ৫ রানে জিতেছিল ভারত। তবে বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা কার্তিককে মনে রেখেছেন সাকিব, সৌম্যদের দুঃস্বপ্ন উপহার দেওয়ার কারণে। কলম্বোয় ২০১৮ সালে নিদাহাস ট্রফির ফাইনালের সেই স্মৃতি নিশ্চয় কেউ ভুলে যাননি!

ভারতের কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেয়েও ফিরিয়ে দিয়েছেন পন্টিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে ভারতের প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের চুক্তির মেয়াদ ফুরোবে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সঙ্গে দ্রাবিড় আর চুক্তি নবায়ন করবেন না। এ কারণে বিসিসিআই জানিয়েছিল, টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে দল দেশত্যাগের আগেই নতুন প্রধান কোচ চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে। সে অনুযায়ী ১৩ মে এই পদে আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দেয় বিসিসিআই।

রোহিত,কোহলি,বুমরাদের নতুন কোচ হতে কারা আবেদন করেছেন, তা এখনই জানার সুযোগ নেই। তবে বিসিসিআইয়ের পছন্দের তালিকায় কারা আছেন;এমন কয়েকজনের নাম এরই মধ্যে সামনে এসেছে। বোর্ডের পক্ষ থেকে কারও কারও সঙ্গে যোগাযোগও করা হয়েছে। তাঁদেরই একজন রিকি পন্টিং। অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি পন্টিংকে কোচ করে আনতে বিসিসিআই তাঁর সঙ্গে সম্প্রতি সরাসরি যোগাযোগ করেছে বলে তিনি নিজেই আইসিসির সঙ্গে আলোচনায় দাবি করেছেন।

ভারতের সঙ্গে পন্টিংয়ের সংযোগ বেশ পুরোনো। খেলোয়াড়, কোচ উভয় ভূমিকায় মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে আইপিএল শিরোপা জিতেছেন। ২০১৮ সাল থেকে আরেক আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালসকে কোচিং করাচ্ছেন। এবারের আসরে তাঁর অম্লমধুর অভিজ্ঞতা হয়েছে। দিল্লি জিতেছে ৭টি ম্যাচ, হেরেছেও ৭টিতে। ১৪ পয়েন্ট পেলেও নেট রানরেটে পিছিয়ে থাকায় লিগ পর্ব থেকে ছিটকে পড়তে হয়েছে দিল্লিকে।

আইপিএল চলাকালীনই পন্টিংকে ভারতের কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে ভারতের মতো হাইপ্রোফাইল দলের পূর্ণ মেয়াদে কোচ হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মহাপরাক্রমশালী দলটির সাবেক অধিনায়ক।

আইসিসিকে পন্টিং বলেছেন, ‘এ নিয়ে (ভারতের কোচ হওয়া নিয়ে) আমি অনেক প্রতিবেদন দেখেছি। সাধারণত এ ধরনের বিষয় আপনি নিজে জানার আগেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলে আসে। তবে এটা ঠিক যে আইপিএলের সময় সরাসরি কিছু আলাপ,আলোচনা হয়েছিল। তারা (বিসিসিআই) শুধু এটা জানতে চেয়েছিল, আমি (ভারতের কোচ হতে) কতটা আগ্রহী।’

তবে পরিবারকে সময় দিতেই পন্টিং আগ্রহ দেখাননি বলে জানিয়েছেন, ‘একটি জাতীয় দলের সিনিয়র কোচ হতে পারলে ভালোই হতো। কিন্তু আমার জীবনে আরও অনেক জিনিস আছে। আমি বাড়িতে সময় কাটাতে চাই। সবাই জানে, ভারতীয় দলের কোচ হলে আইপিএলের দলের সঙ্গে থাকা যায় না। তাই আমাকে একটা ছেড়ে আরেকটি বেছে নিতে হবে, তা ছাড়া জাতীয় দলের কোচকে বছরে ১০ থেকে ১১ মাস কাজ করতে হয়। তাই আমি যতই (ভারতের কোচ হতে) চাই না কেন, এটা ঠিক এই মুহূর্তে আমার জীবনধারার সঙ্গে খাপ খাবে না এবং যে কাজগুলো আমি করতে পছন্দ করি, তা উপভোগ করতে পারব না।’

ভারতের নতুন কোচ হিসেবে পন্টিংয়ের আগে জাস্টিন ল্যাঙ্গার, স্টিফেন ফ্লেমিং ও গৌতম গম্ভীরের নাম ঘুরেফিরে এসেছে। এই তিনজনও আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত আছেন। বিভিন্ন মাধ্যমে সেসব গুঞ্জন সম্পর্কে পন্টিংও জেনেছেন, ‘আমি আরও কয়েকজনের নাম দেখেছি। গতকাল (পরশু) জাস্টিন ল্যাঙ্গারের নাম এসেছিল, এর আগে স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের কথাও শুনেছি। কয়েক দিন ধরে গৌতম গম্ভীরও আলোচনায় আছে। কিন্তু আমি মনে করি, এটা আমার জন্য অনুপযোগী। কারণগুলো আমি এরই মধ্যে বলেছি।’

এবারের আইপিএলে পরিবারকেও ভারতে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন পন্টিং। ভারতের কোচ হওয়ার প্রস্তাব পাওয়ার বিষয়টি তিনি তাঁর ছেলে ফ্লেচারকেও জানিয়েছিলেন, ‘আমার পরিবার ও সন্তানেরা আইপিএলের সময় পাঁচ সপ্তাহ আমার সঙ্গেই কাটিয়েছে। ওরা প্রতিবছরই ভারতে আসে। আমি আমার ছেলের কানে চুপিচুপি কথাটা বলেছি, তোমার বাবাকে ভারতের কোচ হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আমার ছেলে বলল, ‘বাবা, তুমি চাকরিটা নিয়ে নাও। তাহলে আগামী কয়েক বছর আমরা ভারতেই থাকব।’

পন্টিং আরও বলেছেন, ‘আমার সন্তানেরা ভারতে থাকতে ও ভারতের ক্রিকেট সংস্কৃতিকে এতটাই পছন্দ করে। কিন্তু ওই যে বললাম, আমার জীবনধারার সঙ্গে এই মুহূর্তে চাকরিটা ঠিক যায় না।’

হ্যাটট্রিক ও শিরোপায় লুকমানের জীবনে ‘অন্যতম সেরা রাত’

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়াটারলুর বয়সভিত্তিক ক্লাব থেকে উঠে এসেছেন আদেমোলা লুকমান। কোচ ফেলিক্স ইমানুসকে পরামর্শক হিসাবে পেয়েছেন তিনি এ ক্লাবেই। ডাবলিনের আভিভা স্টেডিয়ামে গতকাল রাতে ইউরোপা লিগ ফাইনাল শেষে ইমানুসের সঙ্গে কথা বলে টিএনটি স্পোর্টস।

মাঠে কিছুক্ষণ আগে হ্যাটট্রিক করে আতালান্তাকে জিতিয়েছেন লুকমান। সেটাও মৌসুমজুড়ে ৫১ ম্যাচে অপরাজিত থাকা বায়ার লেভারকুসেনের বিপক্ষে। শিষ্য যখন এমন পারফর্ম করে, তখন তাঁর পরামর্শকের চোখ ভিজে আসাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

টিএনটি স্পোর্টসকে ইমানুস সেই কথাই বলেছেন, ‘নিজের আবেগ বলে বোঝাতে পারব না। দীর্ঘদিন ধরে এমন কিছুর স্বপ্ন দেখছি, ওয়াটারলুতে আদে (লুকমান) যখন ছোট্ট ছেলে ছিল, তখন থেকে। আজ রাতে (গতকাল) সেই স্বপ্নপূরণ হলো। তৃতীয় গোলটি করার পর কেঁদেছি। আদের জন্য খুব আনন্দ হচ্ছে।’

লুকমান নিজেও কি কম খুশি! আতালান্তার ৩-০ ব্যবধানের জয়ে সব গোল তাঁর। শুধু কি তাই? আফ্রিকা মহাদেশের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে উয়েফার বড় মাপের ক্লাব প্রতিযোগিতায় পেলেন হ্যাটট্রিক। ২০০৯ সালে ইউরোপা লিগ চালুর পর এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে হ্যাটট্রিক করলেন লুকমান।

এর আগে প্রতিযোগিতাটির নাম ছিল উয়েফা কাপ। সব মিলিয়ে ইউরোপিয়ান ক্লাব প্রতিযোগিতার ফাইনালে এটি হ্যাটট্রিকের ষষ্ঠ নজির। গতকাল রাতে লুকমানের আগে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতার ফাইনালে সর্বশেষ হ্যাটট্রিক করেছিলেন বায়ার্ন মিউনিখের সাবেক কোচ ইয়ুপ হেইঙ্কেস। ১৯৭৫ উয়েফা কাপের ফাইনালে বরুসিয়া মনশেনগ্লাডবাখের হয়ে হ্যাটট্রিক করেছিলেন হেইঙ্কেস।

মা-বাবাকে গ্যালারিতে সাক্ষী রেখে আতালান্তার ১১৬ বছরের ক্লাব ইতিহাসে দ্বিতীয় ট্রফি এনে দিয়েছেন লুকমান। এর আগে ১৯৬৩ সালে কোপা ইতালিয়া জিতেছিল আল্পস পর্বতমালার নিকটবর্তী বেরগামো শহরের ক্লাবটি। আর ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইতালিয়ান কোনো ক্লাবের দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসাবেও হ্যাটট্রিক করলেন লুকমান। এর আগে ১৯৬৯ ইউরোপিয়ান কাপ ফাইনালে আয়াক্সের বিপক্ষে এসি মিলানের হয়ে হ্যাটট্রিক করেছিলেন পিয়েরিনো প্রাতি। ইংল্যান্ডে জন্ম নেওয়া নাইজেরিয়ান বংশোদ্ভূত লুকমানের কাছে ম্যাচ শেষে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ওয়াটারলু ও চার্লটন অ্যাথলেটিকের বয়সভিত্তিক দলে বেড়ে ওঠার সময় তিনি এমন কিছুর স্বপ্ন দেখেছিলেন কি না? ওয়াটারলুতে থাকতে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন পার্কে সানডে লিগেও খেলেছেন। এরপর চার্লটন, এভারটন, লাইপজিগ, ফুলহাম ও লেস্টার সিটির মূল দলে খেলে নিজের গোলসংখ্যা কোনো মৌসুমেই দুই অঙ্কে নিতে পারেননি লুকমান।

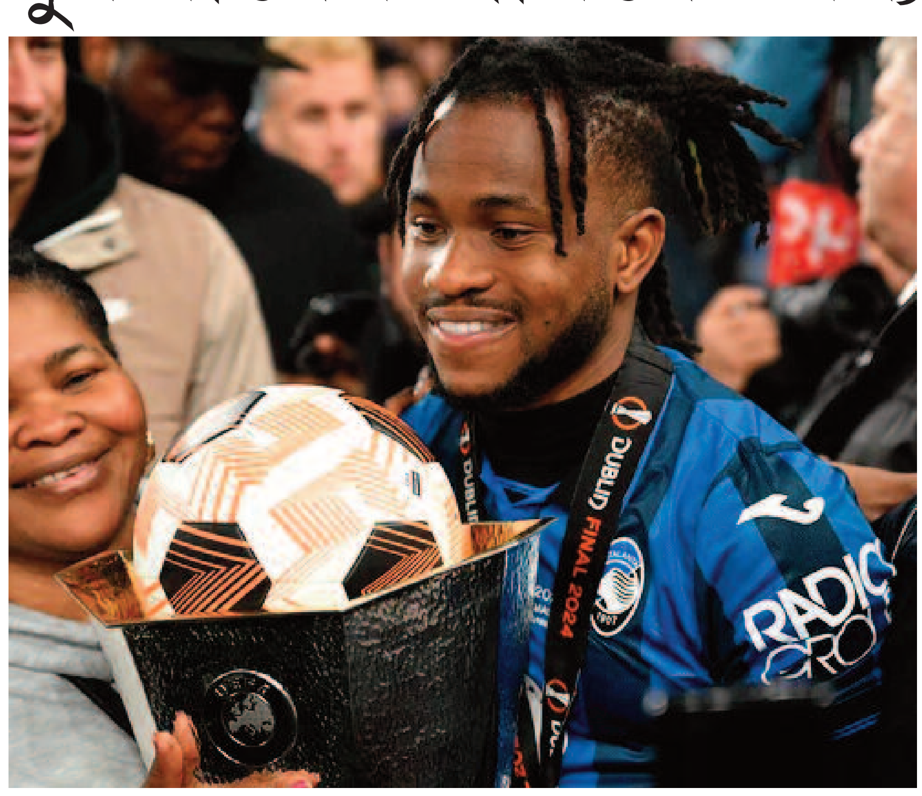

২০২২ সালের আগস্টে আতালান্তায় যোগ দেওয়ার পর গতবার ও এবারের মৌসুমে দুই অঙ্কে নিতে পেরেছেন গোলসংখ্যা। লুকমান বলেছেন, ‘হ্যাঁ, সম্ভবত (স্বপ্ন) দেখেছি। নিজের সামর্থ্যের ওপর সবসময় আমার বিশ্বাস ছিল। গত দুই বছরে নিজের খেলা নতুন মাত্রায় নিতে পেরেছি এবং ধারাবাহিকতা অর্জন করেছি। এমন আরও অনেক রাতের দেখা পাওয়ার আশা করি।’ অবশ্য গতকাল রাতটা যে লুকমানের জন্য বিশেষ কিছু ছিল, সেটি না বললেও চলে। ম্যাচ শেষে লুকমান নিজেই টিএনটি স্পোর্টসকে বলেছেন, ‘এটা আমার জীবনের অন্যতম সেরা রাত। উৎসব করতে হবে আমাদের। আজ রাতে আমরা ইতিহাস গড়েছি।’

ফাইনাল পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এক ইতালিয়ান সংবাদকর্মী দাবি করেন, একদিন বেরগামোর একটি রাস্তার নামকরণ করা হবে লুকমানের নামে। কথাটা শুনে হেসে ফেলেন আতালান্তার ২৬ বছর বয়সী উইঙ্গার। তারপর বলেছেন, ‘বেরগামোয় যাওয়ার প্রথম মিনিট থেকেই সমর্থকদের ভালোবাসা পেয়েছি। বেরগামো খুব শান্ত শহর। নিজের জীবনযাপনে এটা প্রভাব রেখেছে।’ লুকমানের জন্ম ইংল্যান্ডের দক্ষিণ লন্ডনের জেলা ওয়ান্ডসওয়ার্থে। ইংল্যান্ডের বয়সভিত্তিক দলে (অনূর্ধ্ব-১৯, অনূর্ধ্ব-২০ ও অনূর্ধ্ব-২১) খেলে বেড়ে উঠেছেন। কিন্তু বাবা-মা নাইজেরিয়ান। ২০২২ সালে নাইজেরিয়া জাতীয় দলে অভিষেক হয় লুকমানের। গত জানুয়ারিতে আফ্রিকান নেশনস কাপের ফাইনালে আইভরি কোস্টের বিপক্ষে নাইজেরিয়ার হারের পর ভীষণ হতাশ হয়েছিলেন তিনি।

এমন আরও হতাশা আছে তাঁর ক্যারিয়ারে। ২০২০ সালে তাঁর দল ফুলহাম একটি ম্যাচে ৯৮ মিনিটে ৩-২ গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় পেনাল্টি পেয়েছিল। লুকমান পেনাল্টিতে ‘পানেনকা’ শট নিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু সেসব পেছনে ফেলে তিনি এবার অমরত্ব পেলেন আতালান্তার ইতিহাসে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**